প্রথম প্রকাশ : অক্ষয়তৃতীয়া : ১৩৫৭

প্রকাশিকার ঠিকানা : 'সুপ্রিয়া আবাস' দলপতিপুর (মিশ্রভবন)
পোঃ—খড়ার, মেদিনীপুর।

মুদ্রণ : স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স,
১১৫এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ঃ উৎসর্গ ঃ

দাদু !

চলে গেছ দূরে তবু কোন্ সুরে ভ'রে দিলে এ হৃদয়,
ঘুম ভেঙ্গে আজ সারা প্রাণ মন কেন ব্যাকুলতাময়।
একটি রাগিণী তুলে ছিলে তুমি তারই সুর ভেসে ভেসে
কি জানি কোথায় নিয়ে গেল মোরে কোন্ সীমানার শেষে !
মনের মুকুরে চেয়ে চেয়ে দেখি তব ধ্যানময় ছবি,
তোমার কবিতা লহ লহ তুমি ওগো প্রেমময় কবি !
স্নেহভরে মোর বক্ষ-বীণায় তুলে দিলে ঝঙ্কার,
অভিনব গান বাজালে নীরবে তুমি মহাসুরকার।
তোমারি কবিতা, তোমারি তো বীণা, তোমারি তো মহাবাণী,
বোশেখের প্রাতে তুলে দিনু হাতে 'অভিনব' গান খানি।
স্রষ্টার চোখে বহু বেদনায় পুলকে অশ্রু ঝরে,
সংগীত সেতো দেখে নাই চেয়ে কভু অনুরাগ ভরে !

স্নেহধন্য

গোপাল

সূচীপত্র

কবি	কবিতা		পত্রাঙ্ক
শ্রীস্বপন কুমার ঘোষ	সাম্রাজ্য	...	৩৬
শ্রীপ্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়	ব্যর্থ প্রেম	.	৩৭
শ্রীরঞ্জন কুমার	অনুতাপ	...	৩৮
শ্রীপথের সাথী (L.N.G.)	পরিচয়	....	৩৯
শ্রীমাণিকলাল চক্রবর্তী	আমার গ্রামটি	...	৪০
শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ	দুর্ভিক্ষ	...	৪১
শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী	হারানো দিনের পিপাসা	...	৪২
প্রণতি চৌধুরী	অনন্ত জিজ্ঞাসা	...	৪৩
স্বনাম গুপ্ত	করুন নিয়তি	..	৪৫
শ্রীভাস্কর নন্দী	সার্থক নাম	.	৪৬
শ্রী আদিত্য বাগ্‌চী	কাব্য মানসী	...	৪৭
মাঃ বিজু	বৃথা অন্বেষণ		৪৮
শ্রী অর্ধেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	হে ঠাকুর কবি		৪৯
"	খোকার পন	..	৩০৮
শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি	বীরেশ্বর		৫০
শ্রীঅরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বাঁচা	..	৫১
শ্রী দুর্গাশঙ্কর মুখার্জী	নীল আকাশের অভিযাত্রী		৫৩
শ্রী সুকুমার পাল	মিলন-তৃষা		৫৫
সরোজদেব মণ্ডল	প্রেম		৫৬
অনিলকুমার সমাজদার (কাব্যশ্রী)	বিহঙ্গ মানস		৫৭
শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য্য	স্তব্ধ বীণা		৫৮
শ্রী নিমাইচন্দ্র ঘোষাল	সুরের ডাকে		৫৯
অসিতবরণ পাল	ডাক্ এসেছে		৬০
শ্রী মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	নজরুল		৬১
শ্রীমহাবীর মাহান্ত	বর্ষা সুন্দরী		৬২
রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়	অবদান		৬২
গোলাম মহিউদ্দিন মণ্ডল	ভ্রমণ		৬৩
অখিল মজুমদার	মহাজীবন		৬৪
লাণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্যা		৬৫

কবি	কবিতা		পত্রাঙ্ক
সুবোধ সেন	সহজ প্রত্যয়ে	...	১১০
	দূরে থাকে	...	১৯২
	নীরব ইশারা	...	১৯৩
শ্রীনিশীথ ভড়	চতুর্দ্দশ পদী	...	১১১
কুমারী বকুল পোদ্দার	রাতের মেলা	..	১১২
বলাকা চৌধুরী	বসন্ত তিলক	.	১১৩
সত্যনারায়ণ ত্রিবেদী	অন্তরালে	.	১১৫
	অনন্যা	...	১১৮
ইলা সরকার	কর্মী	.	১১৬
অমরেন্দ্র দত্ত	নেশা	.	১১৭
নির্মল সেনগুপ্ত	আগামী কাল	.	১১৯
শ্রীমান জিপ্‌সী	বাসন্তি !		১২০
সুধীরকুমার চন্দ	কাব্য ও কবি	....	১২১
" "	হিসাব নিকাশ		১২২
শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	শহরের প্রান্তে শেষ যাত্রা দেখে	...	১২৪
শ্রীদিলীপকুমার দে	স্মরণে		১২৫
শচীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	আরো আধুনিক কবিতা চাই	.	১২৬
দেবেশকুমার দাস	তুমি		১২৭
শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্ত্তী	নির্বাসিতা	.	১২৯
শ্রীপ্রেমরঞ্জন	দুটি পাথর	..	১৩০
জগদীশচন্দ্র দাশ (পরাশর)	শুঁয়া পোকা	...	১৩১
	ওদের নাকি মানুষ বলে	...	২০৫
জি, দেবাশিসন্‌	আমি আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব না		১৩২
	স্বপ্ন দেখে আশার	..	২১৩
শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য	স্মৃতিপটে লেখা	..	১৩৪
প্রলয় সেন	হোলি খেলা	...	১৩৫
	কর্ত্তব্যের অপমৃত্যু	. .	৩০৩
	আবার লিখব কবিতা	...	৩০৫
দীপক চক্রবর্ত্তী	চলো যাই আদিম যুগে	...	১৩৬
মানব শঙ্কর ঘোষ	বিফল বসন্ত	...	১৩৭

॥ ছাড়পত্র ॥

ফুল ফুটলো শেষে। আলোক-তৃষ্ণা-জরোজরো, প্রকাশ কামনা থরো থরো ফুল-কুঁড়ির স্বপ্ন সফল হ'লো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এমনি এক বৈশাখী দিনে, নববর্ষারম্ভে, শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়। বাসন্তী হাওয়ার মতই উন্মনা হয়ে উঠেছে অনেকেরই মন প্রকাশমান কুঁড়ির বার্তা জানবার আকুল আগ্রহে। কিন্তু উপায় ছিল না—চরম অর্থনৈতিক সংকট, নানা অপ্রত্যাশিত সমস্যা, বাধা বিপত্তি, উদ্যোগীর অভাব ব্যাহত করেছিল স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির অগ্রগতিকে, তার প্রকাশকে। তাই 'অভিনব'র প্রকাশ ঘটলো অত্যন্ত বিলম্বে যা প্রতীক্ষারতদের মনে সৃষ্টি করেছে নৈরাশ্য ও অসহিষ্ণুতা। আজ প্রকাশের আনন্দ-লগ্নে সমস্ত ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে বিদগ্ধজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি সবিনয়ে।

"অভিনব" এগিয়ে এলো তার নিভৃত মনের মাধুরী মেশানো সঞ্চয়-সম্ভার নিয়ে। হৃদয় তার দুরু-দুরু: এ সম্ভার দেবার মতো তো!

বাংলা সাহিত্যে, যা রবীন্দ্র-মাইকেল-শরৎ-বঙ্কিম প্রতিভার ছায়ায় পরিপুষ্ট; সার্থক সংযোজনের মতো বড় দুঃসাহসিকতা আমরা পোষণ করি একথা বলার ধৃষ্টতাও নেই। তবু কেন এই সৃষ্টি প্রচেষ্টা! অন্তরের অন্তর্লোকে প্রকাশ-কামী ব্যাকুল এক ব্যক্তিত্বের বসতি—বিশ্বের দিকে দিকে তার বিচিত্র স্বাক্ষর। এ' কাব্য-প্রচেষ্টা তার-ই অন্যতম, সার্থক না হলেও সৃজনপ্রয়াসী। বাংলাভাষা, সাহিত্য ও চিন্তাধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলেই, বিশ্বের শ্রেষ্ঠভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম বলেই বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার এত প্রাদুর্ভাব—এত প্লাবন। এ' প্লাবন স্বাভাবিক। আমাদেরও প্রচেষ্টা, নবীন ও প্রবীণের মিলনকেন্দ্র রচনার প্রয়াস স্বাভাবিক, আত্মপ্রকাশের একত্র সংকলন 'অভিনব' স্বাভাবিক। আমাদের এ প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক, সে বিচারে আমরা অক্ষম কিন্তু এ প্রচেষ্টা যদি অন্ততঃ 'অভিনব'র লেখক-লেখিকাদের অভিনন্দন ধন্য

হয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-শুভেচ্ছা-হৃদ্যতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তাহলেই আমরা তৃপ্ত।

বাংলা কাব্যজগতে নবব্রতীদের শুদ্ধ সাধনার ফল্গুধারাকে আবিষ্কার করার সদিচ্ছাতেই "অভিনব"র জন্ম। অনেক লেখক-লেখিকা-ই এতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন, অনেকেই ছদ্মনামে। সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা, তাদের লেখা প্রবীনদের সাথেই মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং আমরা লেখার উৎকর্ষতার হিসেব না করে লেখার প্রাপ্তি অনুযায়ী ক্রমানুসারে ছাপার কাজ চালিয়ে গেছি এবং কাব্য-সজ্জা পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি। শুধু কিছু কবিতা কিছু পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে। আমি সমস্ত লেখক লেখিকাদের পারস্পরিক পরিচয়ের দায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী মায়া মিশ্রের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতির অবতারনা করেছি। জানি না এ পরিচিতির অধ্যায় সাধারণ রসগ্রাহীদের কেমন লাগবে। তবু আমার সাধ্যানুযায়ী সম্পাদক ও সংকলকের কাজ করেছি, সময় ও শ্রম দিয়েছি, যতদূর সম্ভব ত্রুটি-বিহীন করার চেষ্টা করেছি। সম্পাদনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার পরিমাণ অসামান্য ও আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে স্মৃতির ভাণ্ডারে। তবু আমার এ সম্পাদনার মূলে যাঁর প্রভাব, প্রেরণা শত নিরুৎসাহের মধ্যেও পথ চলার আলো দেখিয়েছে, গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে, সেই পণ্ডিতপ্রবর ৺ ত্রিপুরাচরণ মিশ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ না জানালে আমার এ ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইনি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতামহ, সম্পর্ক রক্তের। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলান্তর্গত শ্রীমন্তপুরে (খাসবাড়)। জন্ম: শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া: ১২৭২ বঙ্গাব্দ এবং মৃত্যু: ১২শে আষাঢ়: ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। যৌবন-কালে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন, তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে। এঁর জীবনযাত্রা ছিল সত্যের আলোকে বিধৌত, পবিত্র ছিল মানসলোক, ছিলেন পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যযুক্ত।

মিথ্যাচরণ ছিল এঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, ছিলেন একান্তভাবে শান্তিকামী নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণ, দীক্ষিত মন্ত্রশিষ্য রেখে গেছেন প্রায় দু'হাজার। নিয়মিত পূজার্চ্চনা ছাড়াও ইনি কিছু কিছু সাহিত্যচর্চ্চাও করতেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর লিখিত পুস্তক প্রায় পাঁচখানি আজও বর্ত্তমান। ইনি ছিলেন নিরোগ, সুস্থ-সবল কান্তিমান দীর্ঘদেহের অধিকারী। অসুখ এঁর ধারে পাশে ঘেঁষতেও পারেনি। ইনি আমাকে তাঁর কৈশোর-যৌবনকালের গল্প বলতেন রসিয়ে, উৎসাহ দিতেন দেশভ্রমণের, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নিখুঁত বর্ণনা। হঠাৎ-ই ইনি অন্তর্হিত হলেন—দুই পুত্র শ্রীসুধাংশুশেখর মিশ্র আর তারাপদ মিশ্র এবং নাতি—গোপাল, গোবিন্দ, মুকুন্দ আর তাপস মিশ্রকে ফেলে রেখে। মৃত্যু-কালে এঁর বয়স ছিল প্রায় একশ বছর। পিতামহের হঠাৎ মৃত্যুতে আমার পিতা শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মিশ্র খুবই ভেঙ্গে পড়লেন। পিতামহের মাতুলালয় হ'ল এই দলপতিপুর গ্রাম, সেহেতু তাঁর সময় থেকে অর্থাৎ একশ বছর ধরেই আমাদের নিবাস দলপতিপুর গ্রাম। পিতামহের মামীমা শ্রীযুক্তা বসনবালা চক্রবর্ত্তী মহাশয়া এখনও জীবিতা এবং তিনিই বর্ত্তমান সম্পাদক ও সম্পাদক-ভ্রাতৃগণের পালনকর্ত্তৃ ছিলেন। আমাদের প্রতি এঁর স্নেহানুগ্রহ অপরিসীম, ইনি আমাদের মূর্ত্তিমান কল্যাণময়ী পরমপূজ্যা জননীস্বরূপা। পিতামহের ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আদিত্যচরণ মিশ্র মহাশয়ও এই সেদিন বিজয়াদশমী (১৩৭৪) তারিখে লোকান্তরিত হলেন। তখন "অভিনব" সংকলনের কাজকর্ম চলেছে এগিয়ে। আমরা এঁর লোকান্তরনে পুনরায় শোকবিহ্বল হ'লাম। সংকলনের কাজ হ'ল ব্যাহত। আমার ভগ্নিপতি সাহিত্যোৎসাহী শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তী, বন্ধুবর শ্রীবাসুদেব সাঁতরা, শ্রদ্ধেয় শ্রীরেণুপদ মিত্তা, স্বদেশরঞ্জন মাইতি, শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার মিত্তা, শ্রীতপনকুমার মিত্তা, দীপককুমার মিত্তা, খড়ারের শ্রীবিশ্বনাথ দে-র এসময়ে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান বর্ত্তমান "অভিনব" প্রকাশনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাই এঁদের সকলের প্রতিই রইল আমার আন্তরিকতা, সহৃদয়তা ও কৃতজ্ঞতা।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টারম্ভে বাংলাদেশ তথা বহির্বঙ্গের গুণী-জ্ঞানীজনের নিকট চেয়ে পাঠিয়েছিলাম শুভেচ্ছাশীর্বাদ। তাঁরা অকুণ্ঠিতচিত্তে তা পাঠিয়েছেন ক্ষুদ্র, দীন সম্পাদককে। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বিনীতভাবে জানাই যে সমস্ত আশীর্বাণীর স্থান সঙ্কুলান করে উঠ্‌তে পারিনি আমি। তাই শ্রদ্ধানতচিত্তে তুলে নিই বঙ্গকবি শ্রীশান্তশীল দাশ, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীশরচ্চন্দ্র চাকী (পঃ দিনাজপুর "ঘাটিকথা" পত্রিকার সম্পাদক) মহাশয়ের আশীষবাণী। এছাড়া আশীষবাণী পাঠিয়েছেন শ্রীযুক্ত রবি গুপ্ত (পণ্ডিচেরী) ডঃ সুশীল রায়, এম-এ. ডি. ফিল (কলিকাতা), শ্রীঅমিতাকুমারী বসু (C/o. Dr. A. C. Bose, New Delhi-48), শ্রীবিমলরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (A. D. M.—Hooghly), সাহিত্যিক শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ (কলিকাতা), ডঃ সুধীরকরণ (অধ্যক্ষ, বালুরঘাট কলেজ, পঃ দিনাজপুর)। সকলেরই প্রীতি আমার ভাবী-জীবনের পাথেয়রূপে রইলো সযত্নসঞ্চিত। সকলকেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, আমার শুভেচ্ছা, আমার নমস্কার, আমার প্রণাম। বয়সে আপনাদের চেয়ে আমি ছোট—অনেক ছোট, বাস্তবাভিজ্ঞতা শূন্য, সাধারণ কলেজের ছাত্র, দীনাতিদীন, বেকার, হতভাগ্য তেইশ বছরের যুবক। কাগজের বুকে আঁচড় কেটে কেটে কলেজের ক্লাস কামাই করা ছাড়া কিইবা করেছি আমি! ছাপার কাজ চলাকালীন বিরাট অর্থসংকটে পড়ে স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার এবং আমার প্রিয় বিলাসদ্রব্য নিঃশেষ তো করেছিই, ঐ সংগে যা ক্ষুধার অন্ন যোগায় সেরূপ যৎকিঞ্চিৎ কৃষিজমিও হস্তান্তর করতে হয়েছে। তবু এখনো আমি বিবিধ খরচা বাবদ্ প্রায় দু'হাজার টাকার ঋণভারে আবদ্ধ। এর জন্য দীন সম্পাদকের ভবিষ্যৎ দিনগুলি কেবল অশ্রুসম্বল হয়ে উঠ্‌বে কিনা কে জানে!

পরিশেষে আমি আরো কয়েকজন সক্রিয় সাহায্যকারীর কথা উল্লেখ করবো সকৃতজ্ঞচিত্তে। এ সংকলনের বহু কবিতা-ই সংশোধন ও পরিমার্জ্জন করে দিয়েছেন প্রিয় বিবেকদা (শ্রীবিবেক কামিল্যা, কর্ম্মকার) ও প্রিয় নন্দদা

(ডাঃ শ্রীনন্দলাল বেরা)। এঁদের সাহিত্যিক সাহায্য আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। আর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ কর্মকার। এঁর পুত্র শ্রীমান গোলক ও কন্যাদ্বয় কুমারী কৃষ্ণাশ্রী ও রীনা আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী। শুধু জানকীবাবুই নন, এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তপনও আমায় উৎসাহিত করেছে। সংকলনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে এদের শিক্ষাদানের ক্রটির জন্য আমি দুঃখিত। মনসুকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র, চন্দ্রকোনা জীরাট উঃ মাঃ বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত মাতুল শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ চক্রবর্ত্তী (কাব্যতীর্থ), খড়ার শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রেনুপদ ভট্টাচার্য্য ; শ্রদ্ধেয় শ্রীগোষ্ঠবিহারী বর্মণ ও শ্রীশচীন্দ্র কুমার বর্মণ (১০৮ নং কেশব সেন স্ট্রীট, কলিঃ-৯) মহাশয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। আর ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদ্বয় শ্রীযুক্ত সুকুমার দেব ও শ্রীযুক্ত প্রীতিশংকর চৌধুরী যেন তাঁদের অবাধ্য ছাত্রের পাঠ্যাবহেলা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

সমাপ্তির কালে আমি সমস্ত ক্রটি স্বীকার করে নিয়ে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের, লেখক-লেখিকাদের, বন্ধুজনদের, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের, জ্ঞানীগুণীজনদের, পরিচিত-অপরিচিতদের, নিকট ও দূরবর্ত্তীদের আন্তরিকতা ও সহানুভূতির কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের নিকট "অভিনব"র ছাড়পত্র চেয়ে নিচ্ছি। জয়হিন্দ্।

—আশীষ যাঁদের সহায় মোদের—

অভিনব

এসো নূতন—এসো অভিনব—
প্রতীক্ষা যে করছি তোমার তরে,
আনন্দেতে তোমার কথাই কব
অবাজানো বীণা তোমার করে।
শুনাও তুমি মোহন নূতন সুর,
সত্য হয়ে আসুক সুস্বপন,
কাছে আনো সোনার সে সুদূর।
মহাতরুর বীজ কর বপন।
উল্লসিত হউক বঙ্গভূমি
অমৃতের হও বার্ত্তা-বহ তুমি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কল্যাণবরেষু,

অত্র চিঠি পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। আপনার 'অভিনব' সত্যাই অভিনব সুন্দর হোক। ইতি—শুভাকাঙ্খী

শ্রীকুমুদরঞ্জন

Dear Sri Gopal Chandra Mishra,

I hope your book will have a wide reading public.

Yours sincerely,
Sd. S. **Radhakrishnan)**

Sri Gopal Chandra Mishra (Editor)
"Abhinaba"

INDIRADEBI 40B, Chittaranjan Avenue
Calcutta-12.

কণ্ঠ গাহিলে হয় নাকো গান
যদি নাহি গাহে প্রাণ।
আত্মা না দিলে শুধু হাতে করে
দেওয়া কভু নহে দান॥

পরম প্রীতিবরেষু,

তোমাদের অভিনব কাব্য সঙ্কলন প্রকাশের প্রতি জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন। শুভেচ্ছা রইলো।

ইন্দিরাদি (আকাশবাণী)

প্রধান মন্ত্রী সচিবালয়
নই দিল্লী—১১
Prime Minister's Secretariat
New Delhi—11.

Dear Sir,

The Prime Minister thanks you for your letter and sends her good wishes for the success of the book of Bengali verses you are editing.

Yours faithfully
Sd. H. Y. SHARADA PRASAD
Deputy Information Adviser
to the Prime Minister

Shri Gopal Chandra Mishra, Editor,

Tara Sankar Banerjee TALA PARK
Calcutta-2

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের অভিনব সংকলন পরিকল্পনার কথা জেনে কিছুটা বিস্মিত হলাম। তোমাদের প্রচেষ্টা অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ ক'রে ঠিকানায় দেখছি যে-গ্রামে কার্য্যালয় সে-গ্রামে পোস্টাপিস নেই। তাতে যায় আসে না এবং আসেও নি; মানুষ আছে দলপতিপুরে। মানুষ আপনার কাজ করেছে। শুভেচ্ছা জানাই এ কর্ম্মে সফল হও। কাগজে বোধ হয় দেখেছ যে আমার শরীর অসুস্থ। সেই কারণে এই কয়টি ছত্রের মধ্যে আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়েই পত্র শেষ করলাম। তোমার কল্যাণ হোক।

ইতি—
তোমাদের শুভার্থী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, দৈনিক বসুমতী

শিবির :
১৩২, নগেন্দ্রনাথ রোড,
কলিকাতা-২৮

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র

প্রীতিভাজনেষু

সংকলন জগতে আপনারা এক দুঃসাহসী কাজে এগিয়ে এসেছেন, যদি এটা সার্থক করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে একটা বড় কাজ হবে। আশাকরি দেশ-বিদেশের কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং বাংলা কাব্য সঙ্কলন গ্রন্থ আপনাদের সাহিত্য চেষ্টায় এক নতুন কীর্ত্তিরূপে পরিগণিত হবে।

আমার অভিনন্দন জানবেন। ইতি—

শুভার্থী
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

President's House
(Pakistan)
Rawalpindi

No. D. 31403-Prs/67

Mr. Gopal Chandra Mishra,
Editor 'Abhinaba'

Dear Sir,

I have been asked to thank you for your letter of 18th October but to regret to inform you that

as the President is extremely busy, it is not possible for him to send a message for your book 'Sankalan'.

Yours truly,
Sd. Quazi Ahmad Saeed
Public Relations Officer
to the President.

EDUCATION MINISTER
INDIA
New Delhi

Dear Shri Mishra,

I have received your letter dated 19-10-6 on my return from U. S. S. R. I am glad to know that you have decided to publish a collection of Bengali poems written by young and old poets of India and abroad I wish your effort success.

Yours sincerely,
Sd. *T. Sen*

Shri Gopal Chandra Mishra,
Editor, "Abhinaba"

ভাগলপুর

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র সমীপে
প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ১৩।১১।৬৭ তারিখের চিঠি পেলাম। আপনি স্বদেশের এবং বিদেশের কবিতা সংকলন করে প্রকাশ করছেন জেনে আনন্দিত হলাম। আপনার প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা করি। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

৭২, হিন্দুস্থান পার্ক কলিকাতা-১৯

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পেলুম। ধন্যবাদ। আপনার সম্পাদিত কাব্য সংকলন যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় এই কামনা করি।

বিনয়াবনত

নরেন্দ্র দেব

আশাপূর্ণা দেবী

ফ্ল্যাট নং ২৮, ব্লক নং ৩,
২৮।১ এ, গড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা-১৯

মাননীয়েষু

আপনারা এক খানি 'সারা বিশ্ব কাব্য সঙ্কলন' প্রকাশের আয়োজন করেছেন জেনে খুশি হলাম। এই 'অভিনব' কাব্য গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। ইতি—

নমস্কারান্তে

আশাপূর্ণা দেবী

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র সম্পাদক
'অভিনব'

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

মেদিনীপুর জেলা থেকে শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্রের সম্পাদনায় এবং অভিনব সংকলন কার্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা কবিতার একখানি সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন চলেছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম। আমি এই প্রকাশমান সংকলন গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশ কামনা করি এবং সম্পাদক ও কর্মীবৃন্দকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

সকল দেশের সাহিত্যেরই আদি জননী কবিতা এবং মানুষের চরিত্র ও মনন সংগঠনে কবিতার প্রভাব কম নয়। বাংলায় কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বৎসরেরও বেশি পুরাতন এবং বাংলা কবিতার ভাণ্ডার খুবই সুসমৃদ্ধ। এই কাব্য সাহিত্যের প্রতিনিধিমূলক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ সহজসাধ্য নয়। সে দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করবেন এই প্রত্যাশা আমি করি। তাঁদের উদ্যোগ সর্বাংশে সফল হলে তাঁদের প্রস্তাবিত সুবৃহৎ কাব্য সংকলন গ্রন্থের প্রামাণিক মূল্য অনেক বেড়ে যাবে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন বলে পরিগণিত হবে।

স্বাঃ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

Dr. S. K. Das.
M. A. D. Phil. P.H.D.
Prof. Cornel University.

4E, Pleasant Grove
Apartments, Ithaca,
New York 14850 U.S.A.

তোমার আশীর্বাদ

নতুন পাতায় বারেবারে ভরে গাছের পুরোনো ডাল
এইতো তোমার আশীর্বাদ।
একই আকাশ পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে অনন্ত কাল
এইতো তোমার আশীর্বাদ।

একই দুঃখে বইছে বাতাস, একই ব্যথায় পাহাড় স্থির
একই সুখের উৎস থেকে জীবন মৃত্যু দুটি নদীর
স্রোত বইছে, কখনও ক্ষীণ, কখনও উত্তাল
এইতো তোমার আশীর্বাদ।

একই মেঘের বৃষ্টি আসে, একই গানের অসংখ্যতাল
একই মানুষ জন্মনিচ্ছে প্রতি রাতে, প্রতি সকাল
এইতো তোমার আশীর্বাদ ॥

শিশিরকুমার দাশ

Kumar Amarendra Lal Khan Trust
Anjali Khan Abasgrah, PO. & Dt. Midnapur.
Mg. Trustee

রামনবমী '৭৪

মান্যবরেষু,

আপনাদের "অভিনব" দেশে অভিনবত্ব আসুক; পাঠকদের তৃপ্তি দিক; আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হোক —ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র
সমীপেষু

বিনীত
অঞ্জলি খাঁন।

D. Bhattacharjee.
Film Director.

Govt. Quarter
245, G. T. Road.
Room : 11. Block : B.
P.O. Baidyabati (Hooghly)

অভিনব দেশের পথিক স্নেহের গোপাল ভাই
হৃদয় মনে নিত্য নবীন সুরের ছোঁয়া চাই।
অভিনব স্বপ্নমুখর আলপনাতে ভরা
ঘুচাক্ মোদের কৃত্রিমতা, নিত্য বাঁচামরা।
এসো আলোর ঝরণাধারায় অচেনাদের মাঝে
নামটি যেন অনন্তকাল মানসলোকে রাজে।
অভিনব দাও এগিয়ে আলোর ঠিকানায়,
নয়ন মেলে রইনু চেয়ে তোমার প্রতীক্ষায় ॥

দীপেন ভট্টাচার্য (চিত্র-পরিচালক)

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
ঘাটাল, মেদিনীপুর

'অভিনব' নিখিল-বিশ্ব-বাংলা কাব্য-সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে স্নেহাস্পদ গোপালচন্দ্র মিশ্র যে দুঃসাহসিক অভিযানের অভিযাত্রী হয়েছে—তাতে আমি বিস্মিত—অভিভূত।…সংকলনের ইতিহাসে শ্রীমিশ্র যে নব অধ্যায় সংযোজনা করলো—তা বঙ্গভারতীর তন্ত্রীপরে অপূর্ব তন্ত্ররূপে সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে।

অধ্যাপক—সুকুমার দেব

Mihir Ranjan Bhattacharjee
Chief Editor : Aloka.
P.O. Golaghat
Dt. Shibsagar
(Assam)

অভিনব প্রকাশনার ব্যাপারে ভাই গোপাল মিশ্রের অনলস শ্রম ও মায়া মিশ্রের প্রেরণা ও দান দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। অভিনব জনপ্রিয় হলে সুখী হব। 'অভিনব'র বহুল প্রচার আন্তরিক ভাবে কামনা করি।

শ্রীমিহিররঞ্জন ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক—অলকা

'অভিনব'-কে

'অভিনব' তোমা স্বাগত জানাই
শরতের সোনা রোদে।
আশা দাও তুমি সর্বহারারে
ভাষা দাও নির্বোধে।

ভালবাসা দিয়ে দূর করে দাও
দলাদলি, বলাবলি।
সকলে মিলে সকল সময়
করি যেন গলাগলি।
সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে,
গৃহ-অঙ্গনে বাধা,—
—সব দূর হয়ে মনের বাঁশীটি
এক সুরে হোক সাধা।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

মা—ই শক্তি মা—ই সাধনা মা—ই সাফল্য।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(বঙ্গীয় চিত্রতারকা)

॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥

কবিশেখর—কালিদাস রায়

প্রথম পঠন কর খল ঘট জল—ও
তারপরেতে অনেক কিছু শেখা হ'ল
থামলে এতে চলবে না
ফল ফুল তো ফলবে না
চরৈবেতি, চরৈবেতি আগিয়ে চলো।

I wish you all success.

Padmaja Naidu,
Ex-Governor, West Bengal.

"অভিনব"

অভিনব রূপে তোমার আবির্ভাব—
হাতে প্রদীপ্ত আলোকিত দীপশিখা
সব তমসাও কুয়াশাকে দূরে ঠেলে,
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আঁধারের যবনিকা।

তোমার অধরে শিশুর মধুর হাসি,
হৃদয়ে তোমার কিশোরের ভালবাসা
তুমি তরুণের বাঞ্ছিত বরাভয়,
রুদ্ধ প্রাণের বাঙ্‌ময় পরিভাষা।

স্তব্ধ দেউল, টেরাকোটা সেও তুমি—
তুমি খাজুরাহো প্রস্তর স্বাক্ষর
তুমি কোনারক,—শিলালিপি পার হয়ে—
'অভিনব' রূপে এনেছ যুগান্তর।

রাশী রাশী যত ঝরা পাতা পার হয়ে—
হিম ঋতু শেষে এসো তুমি ফাল্গুনি
মোরা আনন্দে উৎসাহে উল্লাসে
তোমারি আলোকে তোমারে যে লব চিনি।

স্বচ্ছ তোমার ও হৃদয় সরোবরে
ফোটাও নিত্য কুঁড়ি কমলের দল।
বিচিত্রতার নব নব রূপায়ণে
অভিনব তুমি হও চির উজ্জ্বল।

মায়া বসু
৪৫ মতিলাল নেহেরু রোড, কলি-২৯

॥ অন্বেষা ॥

—শ্রীমানব মিত্র।

অনেক খুঁজেছি আমি শ্রুতি, স্মৃতি, ভারত, পুরাণে
গন্ধকীট মনমোর কোনদিন পায়নি সেখানে -
কোন সান্ত্বনা। অস্তি, নাস্তি দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের দর্শন,
করেনাতো সাধারণ আমাদের জীবন স্পর্শন !

অতি মানবিক দিব্যভাব রক্ষণের ছলে
এই সব আর্যপ্রজ্ঞা মানুষকে দেবতা হতে বলি।

অধুনা উর্বরযুগে রক্ষণ শাল নই
তাই, মানুষকে মানুষই হতে বলি,
আর বেঁচে চলি তার দুঃখ সুখের কথাকলি,
কেন না দর্শন সার বোঝবার সময় কই।

এখন অতীত স্মৃতি আর বর্তমান জীবনের শ্রুতি
অমেয় সংগ্রাম স্বেদে নিত্য লভে অপহ্নুতি।

কালনিরবধি, বিঘ্ন অনেক, তবু জীবনের নেশা,
শঙ্কিত আয়ুতে শুধু অহরহ সুচতুর অন্বেষা !

॥ উপলব্ধি ॥

-শ্রীমতী শিবানী দাশগুপ্ত।

"আমি কি বেঁচে আছি" ?

একথা যদি জিজ্ঞাসা করি কারেও,—

সে হয়ত দেবে না উত্তর,

হয়ত বা মৃদু হাস্যে—

একবার মুখ তুলে

তাকাবে আমার দিকে,

তারপর ফিরে যাবে তার নিজস্ব গন্তব্যস্থানে।

ভাবি তাই—আমার অস্তিত্ব আছে কিনা

শুধু জানি আমি।

বেঁচে থাকার যা কিছু সরঞ্জাম—

পাখীর কাকলীর মত চাপল্য,

নদীর স্রোতের মত উদ্বেলতা,

গাছের সবুজ পাতার মত তারুণ্য,

চোখ মেলে দেখার যে সান্ত্বনা—

জীবনকে জাগাবার সর্বোত্তম সাধন প্রয়াস—

সে যখন মরে যায়,

মৃত্যু আসে জীবনের পথে।

ফুল, পাখী, সাগর, আকাশ মৃত হয়

মৃত তার মনে,

বিকারত্ব প্রাপ্তি ঘটে সেই ক্ষণে।

॥ ফুট পাথের বাসিন্দা ॥

—শ্রীসত্যচরণ ধর।

ওরা নেহাতই ফুট পাথের বাসিন্দা
দেখলে ঘৃণা হয়, মায়া হয়।
মনে হয় করেদি' নিশ্চিহ্ন ছুনিয়ার বুক থেকে
মনে হয় নিয়ে আসি আরও কাছে ডেকে।
সব চেয়ে স্বাধীন কিন্তু বঞ্চিত স্বাধীনতার আরামে
দুর্ভাগ্য চিরসাথী, জীবনের বিকিকিনি বিনা-দামে
মানুষ কিন্তু পশুরও অধম—
শত অধিকারেও রক্ত ওদের হয় না গরম
ওরা ফুট পাথেই জন্মেছে, মরবেও ফুটপাথে
শূন্য হাতে এসে তিক্ত-সঞ্চয় নিয়ে যাবে সাথে।
আসা যাওয়া বৃথা ওদের এই ছুনিয়ায়
অশক্ত মানুষের অপটু দরবার অর্থহীন ক্রন্দনপ্রায়
সভ্য মানুষের আধুনিকতম বিস্ময়কর সৃষ্টি—
ওদের কাছে নেই তার কোন মূল্য নেই কৃপা দৃষ্টি।
ওরা এখনও সেই আদিমযুগের বর্বর চিত্র
বিত্তযুগের বিলাসিতায় ওদের নেই কেউ মিত্র
ওরা বিধাতার নির্মম ব্যঙ্গ, সৃষ্টির পরিহাস
ওদের তরে আছে শুধু প্রকৃতির নীরব দীর্ঘশ্বাস।

॥ ভেবেছিলাম ॥

- শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়।

ভেবেছিলাম—আমি হব তোমার রাজ্যের রাণী,
আমার প্রজারা থাকবে সুখে, সৃষ্টি করব
এক সবুজ রাজ্য। আমার প্রজারা আপন হাতে
ফলাবে ফসল, ঘরে তুলবে সোনা।

ভেবে ছিলাম--
সৃষ্টি করব এমন এক যন্ত্র,
যাতে ফুটে উঠবে যত ঘুষখোর,
চোর, গুপ্তচরের ছবি, জব্দ হবে
পাঁকাল মাছগুলো।

ভেবেছিলাম—সৃষ্টি করব
লক্ষ লক্ষ কোটি সৈনিক, যারা
আমার রাজ্যের জন্য করবে জীবন পন,
শিখবে অদ্ভুত রণকৌশল। স্থলে, জলে
গগণে যাদের হবে দুর্বার গতি।

ভেবেছিলাম অনেক কিছুই ;
আসলেই ভুলে গেছি,
তুমি যে করেছ রাণী অন্যকে॥

॥ শেষ প্রশ্ন ॥

— শ্রীবাদলচন্দ্র মাঝি।

এ নদীতে বান ডাকে না আর—
জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস
ভাসায় না উপকূল
এ নদী আগের মত ছুটতে ছুটতে
কলরোল গানের সুরে
ঘুম ভাঙায় না গ্রাম নগরের
বন্দরের।
রক্তের নির্যাসহীন এ নদী পঙ্গুচরণ।

মধ্যিখানে চর জেগেছে—
চোরাবালি মগ্ন নৌকা জাহাজ
মাঝি মাল্লারা কাঁদে—অরক্ষিত কান্না
বহুদূরে পড়ে থাকে
প্রতীক্ষিত বন্দর।

হায়, বিকলাঙ্গ নদী
জোয়ার আসবে না জানি
কিন্তু ভাঁটার জল—কল্লোলমুখর
সবই কি ফিরে গেছে সমুদ্রে ?

॥ রেখাচিত্র ॥

—'মরশুম'।

স্মৃতির পরত খুলে,
চঞ্চল আঁখির দ্রুত সঞ্চরণে,
কখনো যদি খুঁজো আমায় —'মনা',
একটি চৌকোণা ঘরে—নীরেট
আঁধারে খুঁজে পাবে,
মৃত 'আমি' কে
অথবা অতীতের।
দেখবে,
টেবিলে মুখ গুঁজে,
আলো দেখবে,
টেবিল জুড়ে—সবুজ বোতল
এবং একটি স্বচ্ছ ছায়া পাত্র
শঙ্খের মতো প্রশান্ত নীল।
লুটিয়ে পড়া মেঝেতে—
কবিতার পাতায় হয়তো আবিষ্কার করবে,
এক বিষণ্ণ বিধুর অতীত, নতুবা
সবকিছু মিলে এক মর্মমেদুর রেখাচিত্র।

॥ মিলন ॥

—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি বলেছিলে—'এসো কিন্তু'
আমি আসি নি
তুমি অকারণে হেসে ছিলে
আমি হাসি নি।

গ্রহের ফেরে
তবুও আমাদের মিলন হয়েছিল
যখন দিন আর রাত্রি
পরস্পর চুম্বনে বিভোর।

॥ আনাগোনা ॥

—শ্রীচন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবন সমুদ্রে ক্ষণিকের
আনাগোনা হিসাবের সীমান্তে।
স্পর্ধিত পৃথিবীর ভ্রুকুটী
কবে কোনখানে দেখা
নিয়তির নিয়ন লাইটে ভরা।
তোমরা দুটি জ্যোতিষ্ক
আমি অন্তহীন তারা……
বীণার ঝংকারে মিলিত
আবার হারানো প্রকৃতি
জীবনের দুর্লভ গতিবিধি।
ইচ্ছে ছিলো মুখোমুখি
সারাটা জীবন থাকুক
স্বপ্ন ভরা জগতের কয়েকটি দিন
শুভ্রতার আগমনী ……
দুর্নিবার তোমার গতি,
কিছুদিন বিশ্রাম
চলার পথে অবিচল
আছে তাই পৃথিবী……
নমস্কার, পুনর্বার আশাবাদী।

॥ শেষ অনুরোধ ॥

—শ্রীঅশোক বসু।

সে বলেছিল : একটা কবিতা লিখো
ফাগুনের বিরহ বিধুর দুপুরে
আমাকে নিয়ে।
হৃদয় আকাশ তার
বেদনার কালো মেঘে ঢাকা
দেখেছি হৃদয় দিয়ে।

বলেছিল : ভুল করে যেন অন্য কিছু লিখো না।
লিখো শুধু বিরহের কথা
তোমার কবিতার খাতায়।

লিখতে পারিনি। উপেক্ষা করেছি
তাকে বা তার গোপন ইচ্ছাকে।

আজ সে নেই !
পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে
তবু এই ঘুঘু ডাকা উদাসী দুপুরে
মনে পড়ে তাকে, মনে পড়ে তার শেষ অনুরোধ।

॥ গল্পকারদের প্রতি ॥

—শ্রীবিশ্বজিৎ ঘোষ

ওগো গল্পকার !
দোহাই তোমার,
গল্প লিখো নাকো আর।
প্রেমের গল্প আর কি লাগে ভাল ?
পেটে দানা নেই, মনে শান্তি নেই,
কল্পনার রঙে রাঙতে আর লাগেনা ভাল,
নতুন কিছু লিখতে পার যদি
তবেই লিখো—
নয়তো লিখো নাকো আর।
খাদ্য সমস্যা—চোরাকারবারী যুদ্ধ—
এই গুলো নিয়ে যায় নাকি কোন গল্প লেখা ?
দেখই না ভাই চেষ্টা করে,
সত্যিকারের সাহিত্য যদি হয়।
ওগো গল্পকার—চেষ্টাকরে দেখ একবার।
নয়তো লিখো না গল্প আর ॥

॥ আমার প্রশ্ন ॥

—শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী।

আস্তে-আস্তে খসে পড়ল মোর অতীত জীবনের ক'টি পাতা
যেথায় শুধু গ্লানি আর তিক্ততায় ভরা।
কোথাও পাইনি এতটুকু দরদ সবাই দিয়েছে হায়
বিষবৎ স্নেহ। সবার পাতের অন্নও জোটেনি কোনদিন।
থাকতে হয়েছে খালিপেটে। চির দুখিনী মতো মোর—
শুকিয়ে মারা গেছে অন্নাভাবে। কোনখানে পায়নি একমুঠো
অন্ন—পেয়েছে মৃত্যুর কোলে আশ্রয়।

দেখেছি আমি সম্মুখে আমার, রাশি-রাশি কাড়ি কাড়ি
ভাত ফেলে দিতে; তবুও তাদের প্রাণে ধরেনি দিতে, একমুঠো
অন্ন। গরীব হয়ে জন্মান কি পাপ? যে জীবন দিয়েছেন
ভগবান, সে জীবনের ব্যর্থতায় কি হবে না অপমান?
ওগো নিষ্ঠুর বিধাতা, প্রশ্ন তুলে ধরি তোমার চরণ পাতে
যে গরীবের শত লাঞ্ছনা অপমান সয়ে যাও তুমি,
সে'ও তো তোমারই সৃষ্টি!
তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের একি ব্যবহার?

॥ অশ্রু নেই ॥

—শ্রীসুশান্ত ঘোষ।

দুঃখের বাঁধ ভেঙে
ওরা আসতে চায়
ওদের আসতে দাও।

সম্মুখে শস্য ক্ষেত্র
জল বিনে চৌচির,
ওরা বাঁচতে চায়
ওদের বাঁচতে দাও।

"অগাধ অগাধ জল"
ওই বড় দীঘিটায়—
শুনে শুনে কান ভোঁতা।
তপ্ত মাটিরে, শুকনো মাটিরে,
এক ফোঁটা জল চায়

তপন, তোমার রুদ্র দিয়ে
শুকিয়ে ফেল দীঘির জল
অশ্রু তো নেই চক্ষে এখন
করবে না—ছল ছল।

॥ সন্ধানী ॥

(কীটস্‌-এর প্রতি)

—শ্রীভবানী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

সেই কবে একদিন
জ্যোৎস্না রাতে,
আবেশে মুদেছিল তার সেই চোখ।
বাস্পীয় ইঞ্জিন চলেছিল—
সবুজের বুকে কত সীমা কেটে,
মনের দ্রাঘিমা দিয়ে
বিশাল এ পৃথিবীর
একটি মাত্র জ্যায়ে
বুনেছিল সোনা সোনা ধান।
অনেক রঙীন দিন এসেছিল,
রচেছিল স্মৃতির বাসর।
তবুতো দেখেছি তার
মননের সব রঙ্‌
মৃত্যু ভয়হীন সংকেত।
নূতনের পূজারী সে
সঞ্জীবের পালঙ্কে নিত্য আরস্বত
জোগায়েছে শক্তির ইন্ধন,
বিশাল সে কাব্যকার—
অনন্ত জীবন সন্ধানে।

॥ ঠাঁই নাই ॥

—শ্রীরাধিকামোহন বিশ্বাস।

তোমার প্রেমের দান কোথা লব আর
হইয়াছে পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র এ-আধার।
বহুরে বঞ্চিত করি, সঞ্চিত করিয়া,
আমারে করেছ দান, দু-হাত ভরিয়া।
এর পরে চাহ যদি শান্তি কিছু দিতে,
রাখিতে নাহিক ঠাঁই নারিব লইতে।
তোমার মতন তুমি একা যে আমার,
আমার মতন আর রয়েছে তোমার।
তাঁহাদের দান ওগো সুখ-শান্তি যত,
হোক দুঃখ, তবু আমি অতীব গর্বিত।
পেয়েছি তোমার দান, এইটুকু জেনে,
দিও সুখ দিওনাগো দ্বিধা মনে এনে॥

॥ একটি বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের গান ॥

শ্রীতপ. রা

আমার এ হৃদয় পৌষের শস্যহীন রিক্তপ্রান্তর
সে প্রান্তরের শেষ আলোটুকু মুছে নেয়
সন্ধ্যার অন্ধকার এসে ;
আমার পৃথিবী
সমুদ্রের নির্জ্জন দীর্ঘশ্বাসে মর্ম্মরিত
ধূসর জ্যোৎস্নায় প্রাগৈতিক ওক গাছের বিচূর্ণিত ছায়ায় স্তব্ধ ;
আমাব কাব্য লেখা হয়
রাত্রির বেদনার অশ্রু দিয়ে,
সে রাত্রি নীল নক্ষত্র খচিত নয়—
সে রাত্রির বুকে অপ্রাপ্তির নিবিড় নৈরাশ্য আঁকা ॥

॥ যন্ত্রণা-মধুর ॥

—শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ।

তুমি ব'লেছিলে ' অরুন্ধতী চাঁদের কানে
যে-গোপন কথা ঝরায় নিত্য গানে,
আমার বাগানে এসে সর্বোত্তম লগনে
সে-কথা ছড়াবে তুমি আকাঙ্ক্ষিত গগনে।

মনে পড়ে । কোন এক হৈমন্তী সন্ধ্যায়
নক্ষত্রের দীপজ্বালা প্রেম-আঙিনায়
পাতায় পাপড়ি রেখে নিলে সবস্বাদ
দুরন্ত হৃদয় খুলে, ভেঙে দিলে বাঁধ।

তারপর, ঝিকিমিকি-বীতশোক প্রাণে
অনির্বাণ দীপজ্বেলে, অন্য কোন তানে
বাজালে জীবন-বীণা নক্ষত্রের ভীড়ে,
প্রিয়া! তুমি কোন্ আকাশের নীড়ে?

আজ শুধু হৃদয়-সমুদ্রের বুকে
অতীত যন্ত্রণা-মধুর স্মৃতিকেই সুখে
রেখেছি মুক্তা ক'রে, ঝিনুকের কোলে।
বেদনার ঊর্মি তবু অবিরাম দোলে ॥

॥ নির্ভেজাল মৃত্যু ॥

—শ্রীবরুণকুমার বসু ।

যতক্ষণ শ্বাস থাকে এ দেহটার
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিও
সাথে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ।
যতক্ষণ আশা থাকে এ মনটার
কিছু ফুল-ফুল সতেজ হাসি
আব দিও একটু শান্তিব দৃষ্টি ।
একদিন, এক সময়
অজস্র কান্না দিও
আর ফুল দিও রাশি রাশি
কাঁটায় ভরা ফুল
শেষ সময় এ দেহটারে সাজিয়ে দিও ,
যদি না পাব—অধবেব বাসি হাসি দিও
বাসি ফুল দিও
এ দেহটারে দিও মুক্তি শেষ সময় ।
কারণ, এ ব্যাধি বড নির্ম্মম, নিষ্ঠুর,
বড় কদর্য, বিষাক্ত আর গর্বিত এর হাসি ।
তাই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিও—
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ।
বিনিময়ে, ঝলক-ঝলক রক্ত
রঙীন রঙীন স্বপ্নীল নয়
নিথর, নিরস—প্রাণ নয় ;
নির্ভেজাল মৃত্যু ।

॥ সাম্রাজ্য ॥

—শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ

আমি এক অনন্তময় জগতে অধিষ্ঠান করছি
সেখানে আছে শুধু সীমার মধ্যে অসীমের গন্তব্য প্রয়াস।
আমার এই নিজস্ব জগতে বিরাজ করছে
এক অন্তহীন শান্ততা, নিঃস্তব্ধতা।
পূর্ণকিরণজ্জ্বল আলোর দ্যুতিরেখা
আমার সাম্রাজ্যের প্রাচীর স্বরূপ দাঁড়িয়ে
আছে। আমি এক বিশাল বৃক্ষের, কচি
কিশলয়ে আকীর্ণ যার দেহ, সেই দেহের মাঝে
আমি থাকি লিপ্ত। সমাধিস্থ। আমার সম্মুখ
প্রসারিত চক্ষুঃ জ্যোতিঃ অবলোকন করছে,
স্নিগ্ধতা, সুন্দরতা, অনাবিল আনন্দ।
এখানে আমি শুধু একা, একক।
কারুর প্রবেশাধিকার আমার নিকট
বিরক্তিকর, মনে হয় এই বুঝি
আক্রমণ করবে আমার রাজ্য, তছ্‌নছ্‌
করে দেবে সমস্ত।
তাই আমি থাকি একা, কারুর সাথে নেই
আমার কোলাহল,
সবাই আমার মিত্র।

॥ ব্যর্থ প্রেম ॥

—শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

কেন আর মিছে তুমি
দাঁড়িয়ে থাকো বাতায়নে,
ওযে ফিরে আসবে না।
ওযে নীড় হারা আকাশের পাখি ;
গেছে ফিরে আপন নীড়ে দিয়ে ফাঁকি।
কেন আর আঁখি তবে
ভেজাও তুমি অশ্রুতে,
ওযে ধরা পড়বে না।
মিথ্যে তুমি গেলে ছুটে প্রেমের ডোরে,
ওযে হায় পালিয়ে গেল অনেক ভোরে।
প্রেমের কাঁটা পাতলে
তুমি অনেক আশায়,
পায়ে তার ফুটল না।
ও ব্যাথা ভুলতে তোমায় হবে আবার,
মিথ্যে তারে দিলে যে প্রেম করি উজাড়।

॥ অনুতাপ ॥

—শ্রীরঞ্জনকুমার।

বদ্ধ কারায় রয়েছি ঘুমায়ে,
হইয়া জীবিত মৃত।
দেবে নাকি মোরে কেহ গো জাগায়ে,
চিরদিন রব' ধৃত?
(তব) বিশ্বরূপটি দেখিবার আশে,
ব্যাকুলিত মোর প্রাণ।
পেতাম শান্তি গেলে তব পাশে,
চাহিনা অন্য দান॥
পৃথ্বির বুকে সকলে পেয়েছে,
অমিয় ধারার স্বাদ।
সৃষ্টির ছাড়া আমারে করেছে,
নারিনু হেরিতে চাঁদ॥
নয়ন থাকিতে অন্ধ হয়েছি,
নারিনু চিনিতে মাটি।
অরণ্যে আমি রোদন করেছি,
আখের করেছি মাটি॥
সুপথ কুপথ কিছু বুঝিনা,
তাই হইয়াছি একা।
এই তো রহিবে কিছু জানিনা,
অগ্নি আঁখরে লিখা॥

॥ পরিচয় ॥

—শ্রীপথের সাথী (L. N. G.)

উত্তাল তরঙ্গিত শূন্যে দেখো
মেঘোত্তীর্ণ আকাশের নিঃসীম রিক্ততা।
কথার আকুতি বুকে
যেন এক আবেগের জিজ্ঞাসা—
দূরে ভাবার দুর্গ থেকে নীহারিকা
করেছে বিস্তার।
তারায় তারায় ভরা সুনীল আকাশ
স্পন্দিত আবেগে।
আলোকের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা—
অন্ধকারের বন্ধন টুটে
সুন্দরের মুক্তি আনে প্রভাতে।
বাতাস, বিহঙ্গ আর কবির কল্পনা
ধূসর নালাভ-নভে অবাধে সঞ্চারী,
মর্ত্যের জীবন তাই করুণাময়।
মূক-গগনের মুখে অনন্ত বিস্ময়—
স্মৃতির পৃষ্ঠা কেন তবু
খোলেনি হেথায়?
প্রশ্নের কুণ্ডলী যেন শীতের কুয়াশা
সোনালী ডানার প্রজাপতি—
মর্ত্যের দূত; মেলে দিল পাখা
মর্ত্ত্য ভূমির 'পরে প্রকৃতির বুকে।
সাথে নিল পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়;
প্রেমের অভাবে সবি কর্কশ কঠিন—
জীবনে কোন কালেও হবে না মিলন।

॥ আমার গ্রামটি ॥

—শ্রীমাণিকলাল চক্রবর্তী।

আমার গ্রামটি,—নামটি তার পলানী
একটি নদী আছে সেথায়—
নামটি তার কপালেশ্বরী।
বর্ষায় তা বাংলার এক নবীন রূপসী নাবী
চকমুড়ে তার উৎপত্তি—
আর মিলেছে সে এক সাগরের সাথে—
বঙ্গোপসাগর যেথায়
দখিনে তাব বাঁক নিয়েছে,
আমাব পরিচিতদের যারা এখনও রযেই গেছে
সেই আরুণেব কবর স্থানে,
শিবমন্দিবের একটু পেবিযে গিয়ে
ঠিক তা পিরের দরজায়।
সূর্য যেথায় আপন পূব উদয়ের পালা সেবে
পশ্চিমের ঐ দূরের পলাশ ঝাড়ে
পূব হতে ঐ গ্রামগুলিব
সীমানা ধরে চলেছে যে এমনি করে
আমার গ্রামের চতুর্সীমার অন্তে।
সেই গ্রামটি,—নামটি তার পলানী
চলে যেথায় প্রতিদিনই দলাদলি,
একমুঠো অন্ন নিয়ে কাড়াকাড়ি—মারামারি,
অন্নে যেথায় ভেজালের সমারোহ আর
চড়া দামের কারবারী,—
সেইটি আমার গ্রাম,—নামটি তার পলানী॥

॥ দুর্ভিক্ষ ॥

(১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল দৃশ্য অবলম্বনে রচিত)

—শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ।

ক্ষুধার্ত্ত বিশাল বিশ্ব শস্যহীনা রুক্ষ নিস্বঃ
যাচে অন্ন অন্ন দাও বলি',
পথে পথে ঘোরে ফেরে কেহ নাহি দয়া করে
মহাকালের রোষবহ্নি—উঠিল কি জ্বলি' ?
ক্ষুধিতে না পায় অন্ন ত্যজেছে কি দয়া ধর্ম ?
ভিক্ষারী - সে ভিক্ষা নাহি পায়
ঘোরে প্রতি দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ হয়ে যায় ফিরে
কেহ নাহি—মুখ তুলে চায় !
ডাকে নর-নারায়ণে বভুক্ষু আর্ত্তজনে
কোথা অন্ন অন্ন কর দান,
দারুণ দুর্ভিক্ষ দিনে এক মুঠি অন্ন বিনে
আর বুঝি নাহি রহে প্রাণ !
খালে বিলে নাহি জল ছায়াহীন তরুতল
কুসুম বর্জ্জিত কুঞ্জবীথি,
কোকিলা কূজন ভুলে বসে শুষ্ক শাখাতলে
তৃষ্ণায় আকুল,—বুঝি নিদ্রিতা প্রকৃতি।
সন্তানের মাংস হায় নিজে মাতা ছুবে খায়
বাৎসল্যের নাহি বুঝি স্থান,

জঠরের যাতনায় বাপ কন্যা বেচে হায়!
বিশ্বপুরী হয়েছে শ্মশান!
আকুল ধরণী মন শুষ্ক ক্ষীণ কলেবর
স্বচ্ছ নীরা নদী প্রবাহিনী,
বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
রাজকন্যা আজি ভিক্ষারিণী!!

।। হারানো দিনের পিপাসা ।।

—শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী।

দিগন্তের অতল গহ্বরে সূর্য্য ডুবে যায়!
নৈশ পৃথিবী নির্ব্বাপিত অঙ্গার! দিনের চিতায়
বিহঙ্গের জীবন্ত কাকলী সহমৃতা।
অনাদৃতা
পৃথিবীর বুকে অগণিত ফেনিল আকাঙ্ক্ষার
অশরীরী বুদ্‌বুদ্‌ ভাসে বার বার।
তারপর বীভৎস রাত কাটে,
সূর্য্য ওঠে আবার এ দিগন্ত ঘাটে,
নিস্পন্দ পৃথিবী বুকে দেখা দেয় জীবনের জের।

হেমন্তের মৃত মেঘ, সেও প্রাণ ফিরে পায় ফের
জীবন প্রাচুর্য্যে তার ভরে ওঠে দেহের কানায়
কানায় বর্ষায়, অকৃপণ মুক্ত ধারায়
বৃদ্ধা ধরিত্রীর বক্ষস্ফীত হয় যৌবনের রসে।
বিলুপ্তির স্তব্ধ মরুকোষে
প্রাণবন্ত অঙ্কুরের অজস্র হরিৎ সজীবতা

বয়ে আনে জীবনের অফুরন্ত প্রাণ চঞ্চলতা!
তবে কেন ব্যথিতা পৃথিবী কেঁদে মরে
হারানো সূর্য্যের বিরহে নিশীথের অন্ধকার ঘরে?
আমার দিগন্ত কেন একটী সূর্য্য প্রসব
করেনা আর, অতীত সন্ধ্যায় যা হয়েছে নীরব!

॥ অনন্ত জিজ্ঞাসা ॥

—প্রণতি চৌধুরী।

থেকে থেকে উথলি উঠিছে মনে
অনন্ত এক জিজ্ঞাসা—

তাই ভাবি :—
এই যে নিত্য আসা আর যাওয়া
জীবনের ভূপৃষ্ঠকে বেষ্ঠন করি সদা।
একি বৃথা ?

যেথা মৃত্যুর দুয়ার খোলা
জীবনের আঙিনাতে
সেথা জীবনেরে দলিয়া যায়
নিষ্ঠুর মৃত্যু — পদাঘাতে।
কিন্তু মূল্য কি এর ?

শুনি :—
হাহাকার আর বিচ্ছেদের কান্না
হাসি ও বিবাদের দলাদলি
আসা নিরাশার পদধ্বনি।
রিক্ত পূণ্যের লুকোচুরি
সেথা নিত্য করিছে খেলা।
এ খেলা কি হবে না শেষ ?

॥ করুণ নিয়তি ॥

—অনাম গুপ্ত।

একটি আঁধার গলির পথ—
মূক ও স্তব্ধ। বিংশ শতাব্দীর
সভ্যতাকে লজ্জা দেবে এই
নিয়েছে শপথ।

ঝিঁঝিঁ পোকার সাবধানবাণী আর
মাঝে মাঝে জোনাকীর আলো তার
অতন্দ্র প্রহরী। আঁধার হাতছানি
দিয়ে ডাকে। আবিষ্কারের লোভে
পথিক হোঁচট খায়।

যারা ভুল করে তাদের হারাতে
হয় সমস্ত সম্বল। শেষের
করুণ নিয়তি তাদের মৃত্যু।

॥ সার্থক নাম ॥

শ্রীভাস্কর নন্দী।

যেতে ছিলাম গ্রামের পথ ধরে

হঠাৎ এক কৃষক পড়ল নজরে।

শুধালাম তারে, কি নাম তোমার ?

সে বলল সোনা নাম আমার ॥

দেখতে এ্যাবলুসের মত কালো

তবু আমার চোখে লেগেছিল তারে ভালো

সে যেতেছিল খেতে লাঙল ছিল তার হাতে

সাথে ছিল গরু।

মেঘাচ্ছন্ন ছিল আকাশ বিজলী চমকাচ্ছিল

মেঘ ডাকছিলো গুরু গুরু ॥

বাতাস উঠল আরো জোরে

বৃষ্টি নামল মুষল ধারে

ভিজে ফিরে এনু গাঁয়ের বাড়ী

জামা কাপড় ছাড়লাম তাড়াতাড়ি।

বিকালে ফিরছিনু শহরে

আবার সেই কৃষক পড়ল নজরে

দেখি রোদে জলে ভিজে

কাদামাটী মেখে ফিরছিল সে বাড়ী ॥

পড়ে মাস দেড় পার হলো

বিশেষ কারণে আবার গ্রামে যেতে হলো

এক অপূর্ব দৃশ্য পড়ল চোখে
সমস্ত ধানগুলি রয়েছে পেকে ॥
দেখাচ্ছিলো ঠিক কাচা সোনার মত ॥
আবার দেখা সেই কৃষকের সাথে
পাকা ধানের আটী এবার তার মাথে ॥
আর রইলো নাকো কোনো মানা
বুঝলাম, সার্থক নাম তার সোনা ॥

॥ কাব্য মানসী ॥

—শ্রীআদিত্য বাগ্‌চী।

"কাঁদ কেন কবি 	কাহার লাগিয়া
নিশিদিন ধরি অশ্রু ঝরিয়া
ভিজায় বক্ষ তব।
জাননা কে সে 	কল্পিত দেবী
তবু এঁকে যাও তার মুখছবি
রচিয়া ছন্দ নব।
অহনিশি ধরে 	চলিয়াছ ডেকে
শয়নে স্বপনে চেয়েছ যাহাকে,
মূর্ত্ত হোক সে 	মানস-প্রতিমা
তোমার কাব্যে গানে।

॥ বৃথা অন্বেষণ ॥

—শ্রীঃ বিন্দু।

যাহারে খুঁজিছ তুমি, পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে
বনে বনে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়
ঘাটে ঘাটে জন পদে ; অন্য কোন দেহে।
সে হৃদয়, তোমার দেহের মাঝে
খুঁজিবার আকাশে আছে॥
যে গানের সুর লাগি, পাখীদের সহরে বন্দরে
ঘুরিতেছ বাতাসের পিছু পিছু,
ফুলেদের রঙ্গীন পাতায়।
চন্দ্রের কিরণে কিম্বা আকাশের তারায় তারায়
সে গান, তোমারই প্রাণের মাঝে
গাহিবার অবকাশে আছে॥
যে প্রাণের অন্বেষণে, ইট কাঠ পাথরের চূড়ায় চূড়ায়
ফিরে ফিরে হারালে যৌবন,
ক্লান্ত হলে ব্যর্থতার আঁধার গুহায়,
সে প্রাণ, সবার মাঝে
জাগাবার অবকাশে আছে॥
যে মণির খোঁজে তুমি কাঙ্গালের প্রায়
ফিরিতেছ দুয়ারে দুয়ারে
অনাহারে অনিদ্রায় লক্ষ্মী ছাড়া ছন্ন ছাড়া হয়ে,
সে মণি তোমার মুঠির মাঝে
খুলিবার অবকাশে আছে॥

॥ হে ঠাকুর কবি ॥

—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

লহ আজি এই ছোটর প্রণাম
ওগো ঠাকুর কবি,
তোমার পূজায় তোমার ধ্যানে
মাতন জাগে মোদের প্রাণে
তোমার ভাষার তুলি দিয়ে
আঁকছি তোমার ছবি ॥
তোমার হৃদয় মন্ত্র নিয়ে
জাগলো সারা দেশ,
সৌম্য উদার মূর্ত্তি হেরি
সহজ সরল বেশ।
গৌরব মুকুট তোমার ভালে
বিশ্ব জয়ের মাল্য গলে
মানবতার মূর্ত্ত প্রতীক বঙ্গ কুল রবি ॥

॥ বীরেশ্বর ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি।

অকালে ফুটেছ পুনঃ তুমি পদ্মফুল
দিয়েছ তোমার জ্ঞান সৌরভের ন্যায়
তবেই মানব জাতি ত্যাগিয়াছে ভুল
নইলে সকলে বুঝি রসাতলে যায়।
ত্যজিলে জনক বাস মানবের লাগি
সম্রাটের সজ্জা তুমি ত্যাগিয়াছ তাই
জ্ঞানের আলোয় তব বিশ্ববাসী জাগি
সদাই ডাকিছে তাই এসো মোর ভাই।
জগতের মর্ম তুমি জেনেছিলে মনে
রাঙা তাই করিয়াছ মিশিয়ে সবারে
নির্বিচারে সেবিয়াছ তুমি কুষ্ঠ জনে
মন হ'তে মুছিয়াছ প্রবল ঘৃণারে
স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে বীরেশ্বর
করিয়াছ মুক্ত তুমি এই ধরণীরে
তব নাম তাই আজ মহা মহেশ্বর
তাই তুমি ফুটে আছ মনঃ সরোবরে।

খাঁচা

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

এখন দশটা বেজেছে ষ্টেশনের ঘড়িতে।
এক্সপ্রেসটা চলে গেছে ঠিক সময়েই,
তাই প্ল্যাটফর্মটা জনহীন। বিরাজ করছে
একটা ছেদহীন নিস্তব্ধতা। দূরে শুধু কানা
ভিখারীটা চলেছে ক্লান্ত গতিতে। জীবনের
স্বল্পতমও অধিকারও পায় নি — ও
ভোগ করতে। তাই আচরনে ওর রয়েছে
একটা বিষাক্ত ভঙ্গী। জন্মের থেকেই জেনেছে
অবাঞ্ছিত ও শত্রু আনন্দমুখর এই
পৃথিবীর মাঝে। বেঁচে থাকার মত
জন্মটাও বিস্ময়কর। বুদ্ধি হয়েই জেনেছে
নাম গোত্রহীন ও। বড় হয়েছে একটা
ভিখারিণীর করুনা কুড়িয়ে। বিস্ময়কর
ভাবেই টিকিয়ে রেখেছে নিজেকে।
কিন্তু এর বেশী কিছুই পায় নি
অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখেও। ইস্কুলের
দোড়গোড়ার হাতছানি মরীচিকার মতই

মিলিয়ে গেছে প্রথম বয়সেই। ভালভাবে
বেঁচে থাকার প্রার্থনা হাসির খোরাক
জুগিয়েছে অনেকের। সহানুভূতি পায়নি
বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা লাঞ্ছনা জুটেছে
প্রচুর। তাই অনুনয়ে যা হয়নি, তা পেতে
চেয়েছিল ছলে, বলে, কৌশলে। ফল হয়নি,
মূল্য দিতে হয়েছে একটা চক্ষু হারিয়ে
সেই সাথে কয়েকটা মূল্যবান বছর
কাটাতে হয়েছে জেলে। এখন তাই
শিখেছে ও পৃথিবীকে ঘৃণা করতে
জীবনের ভাল দিকটা নিঃশেষে চলে গেছে
ওর আয়ত্তের বাইরে। ক্লান্ত জীবনটাকে
বেঁধে রেখেছে নিজ গণ্ডীতে। মূল্যহীন এই
অসাম্যে ভরা মানবিক সভ্যতা ওর কাছে।

॥ নীল আকাশের অভিযাত্রী ॥

—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মুখার্জী

এসো ! এসো ! নীল আকাশের অভিযাত্রী,
এইরূপে ফিরিতেছ তুমি কত রাত্রি।
জাননা তা তুমি কভু ভয়-ডর কাহারে বা কয়,
তাই তুমি রাত্রি দিন অকাতরে করিয়াছ জয়।
শত বাধা পারে না রুখিতে তোমা কভু—
ছুটে চল বার্তালয়ে হে খেচর, গতির প্রতিভূ।
বহিছ সংবাদ কত দেশে-দেশে হে গগনচারী,—
ওগো প্রগতির প্রতিলিপি, সভ্যতার তুমি যে কিনারী।
ছুটে চল আরো দূরে, আরো দূরে, সন্ধ্যা হয় হয়
আবছা আঁধারে ঢাকা পক্ষে লয়ে সত্যের প্রত্যয়।

তুমি যেন

শ্রীভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

তোমাকে চিনেছি আমি,
আমার সব দিয়ে করেছি অনুভব ;
জলের শব্দের মত তুমি—
আমার হৃদয়ে তোল রব।
তোমাকে চিনেছি আমি
যুগের অনন্ত প্রতিমা,
সর্ব তীর্থ তব চোখে
অশান্তের সান্ত্বনা।
তোমার বকের মত সাদা মন
সমুদ্রের মত চেতনা
আমার হৃদয় জুড়ে তুলিয়াছে
শুধু এক আনন্দ মূর্চ্ছনা।
তুমি যেন সর্ব আনন্দ গাঁথা
কবির কল্পনা।

মিলন-তৃষা

শ্রীসুকুমার পাল।

নয়ন থাকিতে আমি যে অন্ধ, যদি না দেখিতে পাই
জীবনে মরণে আমি যে তাহার চরণের ছোঁয়া চাই।

ক্লান্ত গোধূলি,
যাবে যাও চলি।

সাঁঝের আঁধারে আসি বারে বারে
বাঁশরী বলে কি তাই!

আসিতে তোমার এত বাধা যদি কে বলে বাসিতে ভালো,
আমি যে অবলা কী করি একেলা ; কেন এ আগুন জ্বালো!

নাই — নাই — সুর,
সে যে বহুদূর।

উঠিলে লহরী আসি ত্বরা করি
তবুতো যমুনা কালো!

কালো আঁধারের সন্ধ্যা নামিলে বন্ধ মানিবে দ্বার
কত যে যাতনা, কত লাঞ্ছনা কী আর বলিব তার।

বল্ বল্ সখি,
থাকি কিনা থাকি —

রাখিতে চরণে হৃদয়ের ব্যথা
নীরব অশ্রুধার!

অকারণ কাঁটা বিঁধিলে চরণ; চেয়ে দেখি এলো নাকি,
মন বলে তারে আসি অভিসারে আঁখিতে মিলাব আঁখি!
অভিমানে হায়
বড় ব্যথা পায়,
জানি সে সরল কিশোর চপল
চির-সুন্দর-পাখি!

প্রেম

সরোজ দেব মণ্ডল

হৃদয়-মন, অস্থি-মজ্জা-মাংস, দেহ
আমার অন্নে লালিত পালিত
পরমাত্মায় আমরা সবাই:
সারাদিন রাত খরচ করি
হিসেব করি না, উপার্জিত টাকা তাও।
তবু বসন্তের গান শুরু হতে না হতেই
বিশ্বাসঘাতক হৃদয় আর মন
বুনো পাখীর মত উড়ে গেল
মাধবীর বিচিত্র বাগানে:
রসাল ফলের সন্ধানে।
আমার কথা গ্রাহ্য না করেই॥

বিহঙ্গ মানস

অনিলকুমার সমাজদার (কাব্যশ্রী)

ওখানে পাখীরা ডাকে আমি তাই শুনি,
আর জাল বুনি।..........
কতটুকু ক্ষতি হ'তো ; পাখী হ'য়ে যদি—
ভেসে বেড়াতেম ওই আকাশের গায়ে নিরবধি !
এখানে সবুজ ঝোঁপ, ওখানে নীলিম আকাশ
এনে দেয় প্রাণ কোষে কি পদ্ম আশ্বাস !
দিক চক্রবালে
পছিমা সূরজ তার শেষ রক্তটুকু ঢালে।
লঘু পক্ষ মেলে চলো পাখীরা সবাই
নীড়ে ফিরে যাই।
তারপর, ফের কোন দুরন্ত প্রত্যুষে
মেঘ-মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীলাকাশে ভেসে
দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চিন্ত নির্ভর
বিবর্ণ মেঘের বুকে, এঁকে দেবো ডানার সে
বলিষ্ঠ স্বাক্ষর।
ওখানে পাখীরা ডাকে আমি শুধু শুনি ঃ
আর কল্পনার জাল বুনি।
ঃ বেশ হ'তো পাখী হ'য়ে যদি—
ভেসে বেড়াতেম আকাশের গায়ে নিরবধি। ঃ

স্তব্ধ বীণা

শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য্য

স্তব্ধ হয়েছে আজি
বীণার তার,
সুর ওঠে নাকো
সে বীণায় আর।
মন-বীণাখানি
আজও আছে,
কত সুর-রাগিনী
সেও বেঁচে আছে।
গানের কলিটি
যখন মনে পড়ে,
জেগে ওঠে স্মৃতি কত
মোর হৃদি-মাঝারে।
একা একা থাকি
বাতায়ন পাশে,
চেনা সেই গানখানি
আজও ভেসে আসে।

সুরের ডাকে

শ্রীনিমাইচন্দ্র ঘোষাল

ডাক দিয়েছে সে সুর মোদের
এগিয়ে যেতে চলার পথে,
বলছে ডেকে—"এগিয়ে এসো,
আমি যে যাত্রী তোমাদের সাথে।"
সে সুর শুধু হাতছানি দেয়
দেয় না খবর তার সীমানার,
তার সুরেতেই চলছি গেয়ে,
করছি সাধন মোদের সে সাধনার।
ওই সুরই মোদের করবে জানি,
করবে জানি বিশাল বড়,
ধৈর্য্য ধরে ও সুরের তানে
যাব এগিয়ে মোরা হয়ে একজড়।
কল্পনাতে রাঙিয়ে মনে
চলবো মোরা ও সুরের টানে,
ওই সুরই তো দিয়েছে এনে
এনেছে আলো মোদের মনে।
শপথ নিলাম "হবই বড়,
করব বড় তোমারেও আমি,
তোমার আমার চলার পথে
সঙ্গ রবে শুধু জগৎস্বামী।

ডাক্ এসেছে

অসিতবরণ পাল

সীমান্ত আজ ডাক্‌ছে মোদের :
বদ্ধ ঘরের
অন্ধ মায়ায় ভুলিস্‌নে ভাই,
আজকে সবাই
আয়রে ছুটে মায়ের পাশে,
শত্রুরা আজ দাঁড়িয়ে আছে বন্ধু বেশে।
মুখোস তাদের খুলতে হবে,
আঘাত তাদের হান্‌তে হবে
কঠিন হাতে,
বজ্র কঠিন করতে হবে হৃদয়টাকে ॥
চল্ ছুটে যাই—
ভয়, ভাব্‌না, দ্বিধা, মিছে করিসনে ভাই :
ঘরের কোণে কাঁদিসনে আজ মিথ্যে লাজে,
আয় এগিয়ে রক্ত দানের পুণ্য কাজে।
'বিপদ'টাকে ভাই ব'লে ডাক্,
ঘরের কোণে 'ভয়'টারে রাখ,
'মরণ'টাকে বন্ধুরূপে
বরণ ক'রে চুপে চুপে
চল্ এগিয়ে বাধার পথে—দিয়ে জয়ধ্বনি,
নতুন যুগের আমরা তরুণ—আমরা অগ্রণী ॥

নজরুল

শ্রীমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরুল ইসলাম।

রুদ্র-বীণায় ঝঙ্কার তোলে অগ্নিক্ষরা নাম ॥

(তব) বিদ্রোহী ভাষা দুর্বার আশা শৃঙ্খল করি ভগ্ন,

দুর্গম পথে মুক্তি-শপথে যাত্রীরা চির মগ্ন,

প্রতিভা দীপ্ত সূর্য্য সারথী শতকোটী প্রণাম ॥

বিদ্রোহী তুমি কবি।

জাগৃহী সুরে জনতার তীরে বাজায়েছ ভৈরবী ॥

আগামী দিনের সবুজ স্বপ্নে রঞ্জিত মহাবাণী,

ধ্বনিয়া তুলিলে জন-জাগরণে মুছি কলঙ্ক, গ্লানি,

সজ্জিত করি ছন্দ-লহরী বেজে ওঠে দুন্দুভি ॥

তুমি কাজী নজরুল।

(তব) সুর-মূর্ছনা নিবারি তৃষ্ণা প্রেরণায় রাঙা ফুল ॥

অন্তরঙ্গ প্রেমিক সঙ্গ তীর্থ-উদার-চিত্ত

সঙ্গীত-সুরাপানে মাতোয়ারা ছন্দিত ধরা নিত্য

কাব্য-ভারতী তুমি মধুমতী সাধনায় নির্ভুল ॥

বর্ষা সুন্দরী

শ্রীমহাবীর মাহাত

বর্ষা বর্ষা সুন্দরী বর্ষা !
কত তুমি সুন্দরী ! কত তুমি ফর্সা !
কি সুন্দর লাগে মোরে তব রূপ হেরি,
কাহারে কবতা আমি রূপে মুগ্ধ তোরি ।
ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ আরো কত শব্দ,
তব—রূপ দেখে পৃথিবীর সকলেই মুগ্ধ ।
টুপ্ টুপ্ শব্দে পড় তুমি ধরাতে,
চাষা, ভূষা, দীন সব বাঁচে তব আশাতে ।
তব আগমন আনে প্রাণে প্রাণে ভরষা—
বর্ষা, বর্ষা, সুন্দরী বর্ষা ।

অবদান

রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়

মম হৃদি মন্দিরে তুমি দেবতা ।
তোমারই চরণতলে রাখিয়াছি ব্যথা ॥
প্রিয়তম প্রেম ময় প্রীতি-পরশে ।
অন্তর ভরে দাও মধু হরষে ॥

নয়নে জ্বলে তব প্রেম শিখা।
হৃদয়ে অনুরাগ দৃপ্ত লিখা॥
তনুতে ভরা দেহ সুরভি।
হৃদয় নৃত্য করে নিরবধি॥
কণ্ঠ উঠে গাহি তব জয়গান॥
অধরে রাঙ্গিয়া উঠে প্রেম অবদান॥

ভ্রমন

গোলাম মহিউদ্দিন মণ্ডল

দেখেছি পৃথিবী শুধু মোহময় পিপাসার ছায়া!
যারে দেখিয়াছি তারে জানি নাকি ভুলি নাই মায়া?
ও সেই দূর ভ্রমণে দীর্ঘ সময় দিয়া—
হয়েছে প্রফুল্লিত সে মোর হিয়া।
মনে হল আজ আমি ফিরে যাব সেখানে!
হারানো মনটি মোর পাওয়ার সন্ধানে,
বাধে নারে মন নদী, একি তার স্রোত?
জীবনের পথ ভুলে কেনরে এ শোক?
ছুটে গেছে এবে হায় সেই সুখযাত্রা।
হেথা পড়ে নাই তার এতটুকু মাত্রা।
তবে মন কল্পিত কিছু সার আছে বুঝি পড়ে
সে বুঝি ছিটায় প্রাণ রাখে নাকো ধরে।

মহাজীবন

অখিল মজুমদার।

চারিদিকে থইথই মানুষ, ভীড়ের মধ্যে হারিয়েছি ;
জানতে চেয়েছি অজানাকে, অচেনাকে
সুখ-দুঃখের ভাগ চেয়েছি সকলের কাছে, কিন্তু
জাতের অজুহাত দেখিয়ে
ভালবাসার ছায়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে আমাকে।
আমি যে পেয়েছি জগত ও জীবনের মিলনের স্বাদ,
আমি যে শুনেছি—শ্রান্তের নাম শ্রী, প্রেমের নাম সুখ,
ত্যাগের নাম অক্ষয়। জানি :
আমার চোখের ঈশারায় যদি থাকে
নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন
আমার আলিঙ্গনে থাকে যদি
ভালবাসার উত্তাপ,
তবে সে উত্তাপে পুড়ে যাবে জীর্ণ সমাজে গেঁজিয়ে ওঠা
জীবনের ক্ষুদ্রতার হীন অভিমান। জানি :
প্রেমের শুচিতে থাকবে না জাতের বেড়া।
জন্মটা যে আগাগোড়া আকস্মিক। দৈবাধীন।
কর্মের ভিতর দিয়েই কেউ দেবতা, কেউ দানব।
ভাল হতে চাওয়ার মূলধন আদর্শ প্রেম
তাইতো আমি অভিমানে ভেঙে পড়িনি
দুঃখে কেঁদে মরিনি। জানি :
আমার নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে, ভালবাসার উত্তাপে
ক্ষুদ্রতার হীন অভিমান ছিন্ন হয়ে
জন্ম নেবে পৃথিবীতে মহাজীবনের অজস্রতা।

খরা

শান্তু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দারুণ উত্তাপে পোড়া মাটি,
থেকে থেকে ভীষণ উদ্গীরণ,
শুষ্কতার করাল গ্রাসে মৃত্যু—
কবলিত অসংখ্য অসংখ্য জীবন।
এর নাম কি খরা? হয়ত তাই;
কিম্বা নয়। খরা যাই হোক, প্রকৃতির
বদান্যতা এর হাত থেকে দিতে পারে মুক্তি।

কত মসৃণ হৃদয় আজ খরা কবলিত—
মুঠো মুঠো জিঘাংসা আর ঘৃণা ছড়ায়
থেকে থেকে। বিকৃত সভ্যতা মণ্ডিত,
অঙ্কে গরমিল, স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণায়
মানুষের জীবন নিয়ে খেলে ছিনিমিনি।
আপাততঃ এই খরা;
ক্লিষ্ট হৃদয়কে যদি দেয় মুক্তি,—
সৃষ্টি ক্রমশঃ সজীব সতেজ হোক আরো।

কবিবর

শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হে রবি, বিশ্বকবি, নিখিল বন্দিত তোমার কবিতা
যুগ-যুগ মানব হৃদয়ে বহিবে অমৃত বা'রতা।
ওগো, সুন্দরের পূজারী, চির সুন্দরের ভিখারী
তব স্মরণে, আজি বিশ্ব নয়নে ঝরে বিরহের বারি।
আজি বছরে শুভ পঁচিশে বৈশাখ,
সারা বিশ্বে তোমার পড়িয়াছে ডাক—
কোন অমর্ত্তধামে, সুন্দরের ধ্যানে, রয়েছ তুমি বিভোর,
তোমারে পুজিবার তরে বিশ্বে লেগেছে আনন্দের ঘোর।
তব স্মৃতির বেদীমূলে আজ পরাবে মালা তব গান গাহিয়া,
তব জয়গানে বিশ্ব অবাক মেনেছে তোমাপানে চাহিয়া।
মনে হয় তুমি এসেছ আবার, নবরূপে এই ধরণীতে।
লয়েছ জনম প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি মানুষের হৃদয়েতে।
শিশুর মাঝে তুমি চির-শিশু, নবীনের মাঝে চির নবীন,
বৃদ্ধে তুমি সৌম্য মূরতি, পৃথিবীর তুমি মধুর বীণ।
তোমারে যারা দেখেনি চোখে, তোমার বাণীতে আপনা মিশিয়া
পেয়েছে তোমার বক্ষের মাঝে, যতনে রেখেছে পরাণে বাঁধিয়া।
তোমার বাণী আজ মূরতি তবু ধরিয়া, সত্য হয়ে উঠেছে
তোমারে ঘেরিয়া
নয়ন হইতে গিয়াছে সরিয়া নয়নের মাঝখানে নিয়েছ ঠাঁই॥

অবৈধ কাজ

মধুসূদন পাল।

আপন স্বসার করিতে কখনো
—ভাবি না মনে ঘৃণা।
যত আছে তবু আরও বেশী চাই,
ন্যায় অন্যায় বুঝি না।
ইন্দ্রপুরী তুল্য আলয়
যদিও ভু-ভুখলা
কুবের ভাণ্ডার অতি তুচ্ছ
তবু ক্ষুদ্র বাসনা।
দী:নর রক্তে রঞ্জিত তনু
বর্ণ হয়েছে লাল
:দাষটা ঢাকিতে অপরের নামে
করিতেছি গালাগাল।
সুখের ধর্ম পালনে আজিকে
বিবেকে পরিহার,
মানুষ নামেতে অমানুষ আমরা
হয়েছি যে অসার।

অঙ্গীকারে নামো

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঘোষ।

আলো-ছায়ার কাজলে সন্ধ্যা নামে। উদ্যান নির্জনে
আসন্ন শর্বরীকে স্বাগতঃ জানায় রজনীগন্ধা
স্নিগ্ধ হৃদয়ের সৌরভ দিয়ে, পাখীর কলস্বনে
হৃদয় ঝঙ্কৃত হয়; কি যে ভালো সোনালী এ সন্ধ্যা!
নির্জন আঁধার। তুমি কাছে বসো, হাতে হাত দিয়ে।
মুখোমুখী বসে বলি দু'জনে না-বলা-কথা।
সমস্ত নির্জন আর এ নির্জনে তোমাকে কাছে পেয়ে
হৃদয় সমুদ্র মোর তরঙ্গ-মুখর, খরস্রোতা।
এ স্বর্গীয় ক্ষণ আসবে কি? নির্জনতায় এ শিহরণ?
নিবিড় আশ্লেষে যৌবনোচ্ছল তনুর উল্লাস?
এত কথা, এত গান ভরে দেয় মোর রিক্ত মন,
সমস্ত স্বপ্নিল আজ রঙীন যে আকাশ-বাতাস!
এখন অঙ্গীকারে নামো। উন্মোচন করো গোপনতা,
মাতাল যৌবন দিয়ে হৃদয়েতে আনো মাদকতা।

জন্মদিনে

শ্রীমিহিরকুমার ঘোষাল

মোর জন্মদিনে নবছন্দের ও আনন্দে ।
কোন পাখী গাহিছে গান মোর হৃদয় মাঝে ॥
যে কালস্মৃতি মোর এই বুকে ।
বিষের মত জ্বলেছিল প্রতিক্ষণে ॥
ভাবি নাই ; তুমি আসিবে আজি ।
মোর ম্লান মুখে যোগাইবে তুমি হাসি ॥
আজিকার এই জন্মদিনের মেলায় ।
মোর প্রাণ পূর্ণ কর তোমার মালায় ॥
তৃপ্ত কর মোর এ আশা ।
পূর্ণ কর অপূর্ণতার জ্বালা ॥
এ শুভতিথিতে সুখী কর আমায় ।
তোমার বাধাহীন অকৃপণ ভালবাসায় ॥
আজি এস মাতিয়া উঠি মিলন রঙ্গে ।
মিলনের সুর বাজিয়া উঠুক জন্মদিনের সঙ্গে ॥

নব-বর্ষের দীক্ষা

—সন্তোষকুমার বেরা।

নব-বর্ষের শুভ আগমনে লইলাম এই দীক্ষা
পুরানো স্মৃতির অবসান হোক চাহি এইটুকু ভিক্ষা।
আমরা সবাই হয়ে ভাই ভাই
সকল বিচ্ছেদ ভুলিয়া যাই ;
এক জোটে আজ লড়িব আমরা, শত্রুকে দিব শিক্ষা
নব-বর্ষের পুণ্য প্রভাতে লইব অমৃত দীক্ষা।
পাকিস্তান ও চীনকে আমরা করিনা ভয়
ভারত যদি সকল বিভেদ ভুলিয়া রয়।
এস, এস আজ সব জাতি ভাই, দাঁড়াই পতাকাতলে
আমরা সবাই হয়ে ভাই ভাই, থাকি যেন ভেদ ভুলে।
ভায়ে ভায়ে থাক্ যতই অমিল
যেন থাকে শুধু অন্তরে মিল ;
লহ এ দীক্ষা আজ নূতন দিনের প্রাতে
বন্ধ দুয়ার মুক্ত হউক্ তোমার আঘাতে।

পূর্ণিমার রাত

—নয়নরঞ্জন বিশ্বাস

পূর্ণিমা রাতে জোছনার আলো
নিমেষেই সেতো পৃথিবীর কালো,
আলো দিয়ে মোছে।
মনোরম শোভা, প্রাণে জাগে হাসি,
কিছু সাদা মেঘ আকাশেতে ভাসি
মধু মায়াজাল রচে ॥
নির্মল আলো অপরূপ চাঁদ
হাসি মুখে ভাঙে আঁধারের বাঁধ ;
যৌবনা-উচ্ছলা
আকাশের তারা রূপসীর সাথী ;
মুখ টিপে হাসে আনন্দে মাতি,
স্বর্গীয় পথ চলা ॥

আহ্বান

সুধীরা লাহিড়ী

মনে হয় ছিঁড়ে ফেলে মায়ার বন্ধন
ছুটে চলে যাই ওই মহাসিন্ধু পানে
আপনারে মিশাইয়া দিতে।
কিন্তু হায় কঠিন বন্ধনে মোরে,
বেঁধেছে সংসার যেতে নাহি দেয়।
তৃষিত নয়নে চাহি সিন্ধু পানে
গুণি ঢেউ তার তীরে বসি!
সময় বহিয়া যায় কাল-সিন্ধু পানে ।
ওপার হইতে ভেসে আসে মধুর আহ্বান।
আয় ত্বরা করি,
ভাসরে তরণী তোর শান্তি-পারাবারে।
শুনি সে আহ্বান উচাটন্ হয় প্রাণ
ছুটে যেতে চাই কিন্তু হায় কে সে মোরে
পিছন হতে টানে যেতে নাহি পারি।
চেয়ে থাকি শুধু চেয়ে থাকি
ওই দূর সিন্ধু পানে।

'ক' এর কেরামতি

শ্রীজগজ্জীবন জানা

কালীঘাটে কাজ করে কাকা কৃষ্ণকালী,
কষ্টেতে কাটায় কাল করিয়া কৌশলী।
কলহ করে না কাকা কভু কোন কালে,
কঠোর কঠিন কটু কেহ কয় কেলে।
কাকার কাজের ক্রম কল কারখানা,
কত কর্ম্ম করে কাকা কর্ম্মই কামনা।
কুপুত্র কার্ত্তিকের কুকর্ম কল্পনা,
কখনও করেনা কর্ম্মের কিছু কণা।
কুঁচকুঁচে কালো কন্যা কাজল কমলা,
কান্নাকাটি করে কেনে কয়েকটি কলা।
কলসী কাখে কাজল কহে কানে কানে,
কমলা করে না কাজ কতক কারণে।
কালো কাঁচের কাঁঠি কন্যার কর্ণ কুণ্ডলে
কেতকী করবী কদম কিছু কণ্ঠ মূলে।
কৃষ্ণকালীর কালো কাক্ কৃশ ক্রমেক্রমে
কেমনে করিবে কাজ কহ কি কারণে।
কালি করি কালি করি কপট কপালে,
কালক্রমে কৃষ্ণকালী কালের কবলে।

সাঁঝের আশীষ

শ্রীহারাধন কর্মকার

সাঁঝের রমণী আসিবে প্রণমি
তুলসী বটের পাশে,
লভিবে আশীষ সাঁঝের তারার
বহু কামনার আশে।
আকাশের পরে লুকায়ে বেড়ায়
আলো দানে ছিটি ছিটি,
দখিনা হাওয়ায় সুবাস ছড়ায়
ফুল চায় মিটি মিটি।
নিশানাথ পাশে আসিয়া দাঁড়াবে
করিবে আলোক দান,
তুই দেবতার মিলন অন্তে
ভরপুর হবে প্রাণ।

একটি মৃত্যু

(জনৈক মৃত্যু পথযাত্রীর উদ্দেশ্যে)
—বংশীধর ঘোষ।

সে অতি করুণ আর্ত্তনাদ
মৃত্যু ধীরে ধীরে পশি তার করিল সর্ব্বনাশ
বিকৃত মুখভাগ ভগ্ন কণ্ঠ-ভাষা
ভাঙ্গি খান খান। চূর্ণ হল সকল আশা।
বিচলিত মোরে করিল তাহার রক্ত-প্লাবন ধারা
হেথা হোথা যেন রক্ত উৎস ছুটিছে পাগল-পারা।
“একটু বাতাস” কয় শুধু তার আধ নিমিলিত আঁখি
দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল সে—
দিল সে সকলে ফাঁকি।
তবুও তো স্মিত হাসিটি,
অধরে পড়িছে ঝরি
কয় সে যেন মৃত্যুরে আমি বন্ধুগোত্রে ধরি।
হায় হায় রবে কম্পিত হয় হেথা হোথা ঘরবাড়ী
ক্রন্দন-রতা জননী বিলাপে ওরে কোথা গেলি মোরে ছাড়ি
যে বেদনার কোনো ছল নাই
বলারও থাকে না ভাষা
হেরিলাম শুধু সভয় নয়নে কার সে নিঠুর হাসা।

স্মৃতি

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার মনের ডায়েরীতে
আছে নাকি কিছু লেখা স্মৃতির রেখায়।
বিগত ঘটনার আলপনা।
স্মৃতির কবরে খোঁজ করি, অদৃশ্য কঙ্কাল।
লোনা ধরা সোঁদা গন্ধ, খসে পড়ে পাতা,
বিবর্ণ প্রজাপতির পাখায়, সাজানো অন্ধকার!
স্মৃতির সুতো ধরে, টান মারি—
পচা গিঁট, দুপুরে অসম্ভব রাত!
সময়ের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামি,
খোঁজ করি পুরানো সে ঘর;
দুর্গন্ধ অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরি
কচি পাতা পর্ণে গেছে ঝরে।
স্মরণের নদীতে আসে না জোয়ার,
কবে পড়ে গেছে ভাটা, পুরোনো কান্নায়!
বিস্মিত! আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন তারারা—
গেছে চলে ছায়া পথ দিয়ে।
আমার মনের ডায়েরীতে
হারিয়েছি বহুপথ অনেক তামাসা;
(যেন) লোনা সমুদ্র পারে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়,
ডুবুরির মুক্তা ভরা ঝিনুকের স্মৃতি॥

মৃগনয়না

শ্রীবিশ্বনাথ দে

ব্যাকুল হৃদয়ে নিশি-ভোরে
চাহিয়া আছি তব দোরে
দেখি আর দেখি কত না আশায়
ঐ জানালায়
আবির্ভাবের বেলা বয়ে যায়
সেই রমনীয় সৃষ্টি,
একটি চকিত দৃষ্টি,
কতদূর সেই মিলনের ক্ষণ
বেধে বেধে রবে নয়নে নয়ন
নীরবে স্নিগ্ধ বৃষ্টি।
'মৃগনয়না'—আলেয়ার মায়া
কভু দেখি কায়া কভু শুধু ছায়া
তবুও তোমায় চিনি।
তুমি মায়ামৃগ মোহ সঞ্চারিণী॥

সময় এসেছে

পুরবী চট্টোপাধ্যায়

সময় এসেছে—
আর দেরী নাই বিচার হইবে ত্বরা।
অন্যায়ের প্রতিকার হইবে এবার॥
দিকে দিকে—
আজ চলিয়াছে অভিযান উদ্ধারিতে মজুত খাদ্য।
লোভীর দ্বারা সংগৃহীত ; চাষীদের অশ্রুজলে ভরা শস্য॥
পরমায়ু—
কালোবাজারী মজুতদারী ও আড়তদারদের।
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে এবারে॥
নিপীড়িত জনগণের ঐকতানের সুর—
তারস্বরে ভেসে আসে।
কঠোর কণ্ঠে বলিতেছে ওরা
"দাও হে শক্তি, দাও হে ভক্তি, দাও অসীম তেজ।"
ধ্বংসিতে যেন পারি অন্যায় অবিচার।
এ বঙ্গে আসে যেন অন্যায়ের সুবিচার॥
মোদের মাতৃঅঙ্গে—
আর না মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে অন্যায়,
ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে।

স্মৃতি

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

কখনও ভাবিনি চিরচিহ্ন এঁকে যাবে
তোমার নাম নিশ্চিহ্ন করে জীবনের
পণ্য, মর্মান্তিক বেদনার যত সুপ্ত
স্পন্দন ভিসুভিয়াসের গর্ভে; আকাশে
ওঠে চাঁদ, কাঁটা কম্পাসে আঁকা নিখুঁত
বৃত্তের মত; ভাগীরথী আছে উপুর
হয়ে যেন র‍্যাশন দোকানে পড়ে থাকা
মৃত সরীসৃপ (যা মানুষ দিয়ে তৈয়ারী)।

এবং তুমি আছ শূন্য অবশিষ্ট কোন
সমস্যাহীন সংখ্যা; তাই ঈশৎ আনন্দ
পড়ে ঝড়ে টিকটিকির লেজের মত
জীবনের দেয়াল থেকে খসা, নিঃশব্দ
চিৎকার, সূক্ষ্ম আলোড়ন ঢোকে বুকে
সুরঙ্গ পথে। খোদিত হয় সেই নাম॥

কবে ?

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়

এসেছে রাত্রি, ঘনায়েছে কালো, গভীর অন্ধকার।
অনাবৃষ্টির অগ্নি আখরে, লেখা হ'ল ক্ষুধা প্রতি ঘরে ঘরে,
জ্বলেছে আগুন উদরে উদরে, উঠিয়াছে হাহাকার।
রুদ্র হিংস্র প্রকৃতি রঙ্গে, মেলেছে জিহ্বা বিহারে বঙ্গে
জেগেছে কান্না দিগ্‌দিগন্তে, মৃত্যুর দূত খরা,
তার পর এল প্রলয় প্লাবন, বৃষ্টি মুখর বন-উপবন
বৃষ্টির স্নেহে জুড়ালো জীবন স্নিগ্ধ হইল ধরা।
এসেছে বন্যা মাঠে প্রান্তরে, শ্যামল ধানের সুশ্যামল ঘরে,
শেষ আশাটুকু কেঁদে কেঁদে মরে বন্যার ঘোলা জলে,
গেল ধানক্ষেত গেল গেল পাট, ডুবিল দোকান পথঘাট হাট
গ্রামের বাজারে তিন টাকা কেজি, দিবসে ডাকাতি চলে।
ট্রাজেডি নেমেছে চারিদিক ঘিরে, হুতাশ হতাশা আসে ফিরে ফিরে
এক পা ফেলিতে দুঃখ দৈন্য পায়ে পায়ে বেধে যায়,
দু'দশক হ'ল হয়েছি স্বাধীন, তবুও বন্দী, দরিদ্র, হীন,
অন্ন বস্ত্র হয়েছে স্বপ্ন, জীবনের দাম নাই।
কবে ফিরে যাবো দু'যুগ পিছনে আজ শুধু ভাবি তাই॥

ঝড় ওঠে

শ্রীমদন মোহন ঘোষ

ঝড় ওঠে—
পশ্চিম দিগন্তের ঐ গোধুলি রাঙা পথ
কিঁ যেন এক ঝঙ্কার তীব্র আশঙ্কায়
মূক থেকে মুখর হয়ে উঠে
অজান্তেই—। ও কে আসে ?
ঝড় ওঠে।

ঝড় ওঠে—
শঙ্কাকুল পাখীদের পাখার ঝাপটে আর আর্তিতে
দিক ভুল হয় ভ্রান্তিতে
ওরা শুধু ওঠে আর পড়ে—আবার ওড়ে
কি কঠোর শাস্তিতে
ঝড় ওঠে—।

ঝড় ওঠে—
বিদগ্ধ ধরণীর বুকে শীতলতা দিতে
বারবার ওরা আসে— বারবার ফিরিয়ে আনে
আশ্বাস। তৃষিত ধরণীর ক্লান্ত নিশ্বাসে
ফুটে ওঠে শান্তির প্রলেপ
আনন্দ কি তাই জাগে ফুলেদের বুকে ?
ঝড় ওঠে—।

একটি সাদা গোলাপের কঙ্কাল : কয়েকটি কচি হাড়ের পাঁপড়ি : আর সবুজ মৃত্যুটা—

। সুকুমার নাথ ॥

এবং নায়িকা না হ'লেঃ
যেমন উপন্যাস হয় না ;
তেমনি : নীল আকাশ,
ফুল, পাখী, স্বপ্ন, সমুদ্র ছাড়া
তোমাকে কবিতাও করা যায় না।

(কেননা—) তোমার নীল শাড়ীর পেছনে
তোমারই মত এক কুমারী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো ॥
কিন্তু : তুমি ওর, গোলাপী কোলের দিকে তাকাতে—
(একটা সাদা গোলাপের কঙ্কাল, ব'ললো :)
"এটা আধুনিক কবিতা।" আর "গন্তের মত"…
তুমি ওকে ঘৃণা ক'রলে… !!

যখন দেখলে : ওর ময়লা পড়া, নুন-গুঁড়ো, নগ্ন,
ঘাড় বেয়ে : বিসর্পিল, একটা কেন্নো বিচ্ছিরিভাবে
নরকে উঠছে… ॥ আর তোমার দিকে তাকিয়ে :

ওর কোলের সবুজ মৃত্যুর, কয়েকখানা কচি হাড়,
তখনো হাসছিলো। কেননা,
(ওর মত তুমি এখনো মা হ'তে পারোনি ॥)
তবুও, ওর কানীন গোলাপের ছেঁড়া
কঙ্কালটাকে একটু কুড়িয়ে নিও।—
ভালোবেসো .....

"অনুরোধ"

নন্দন সরকার

দীপা, মধ্যরাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়,
অন্ধকারে রাতের তারার পানে চেয়ে
বলো, শুধু বলো, প্রিয়-হার মেনো না।
সে ডাক ছড়িয়ে যাবে পর্বতচূড়ায়
সে কথা ধ্বনিত হ'বে সমুদ্র গর্জ্জনে
সে আহ্বান শুনে শোণিত-অক্ষরে
আবার লিখবো দিনলিপি :
শরতের আকাশ, রাতের পৃথিবী তুমি সাক্ষী
আমি হারমানবো না।

অবহেলিত জননী

'অসামাজিক'

হারিয়ে গেছো,—জীবনের মাঝে,
বহু পরিচয়ের মাঝে, অপরিচয়ের কাছে।
—যে দিন হয় চারিচক্ষুর প্রথম মিলন,
রোমাঞ্চ শরীর, স্নায়ুর শীতলতা,—স্খলন।
একে পাপ বলে না, শুভ ভেবে আশীর্বাদ করে।

এদের তফাৎ কোথায়,—কেউ কি বিচার করে?
প্রয়োজন কি আছে,—সামাজিকতার?
হয়তো আছে, নয়তো নেই,—ভণ্ডামির।
পৃথিবীটা সবজায়গা সমান নয়।
বিচিত্র আবহাওয়া, কোথাও মিষ্টি কোথাও কাসায়।
উভয়ের প্রয়োজন আছে, কোথাও বা নেই।

তবে ওরা'তো বেশ আছে, নিয়ে নিজের জীবন।
অনুভব করে কি—, এ সবের আছে প্রয়োজন?
নিজেদের নিয়ে ঘামায় মাথা, আছে কি মাথাব্যাথা?
ওদের সন্তানের পিতা নেই, তবু ওরা মাতা।
বিধাতার কি দয়া! তোমাদের সমাজের প্রতি,
দোষ নেই বিধাতার, আমরাই সমাজের সতত সতী।
তোমাদের নমস্কার করি, তোমরা পিতাহীন সন্তানের মাতা।

তুমি

শ্রীহিমাংশুশেখর দাঁ

আমার রঙীন্ কবি-চোখে তুমি এক
নন্দনকানন ঘরা পবিত্র নিষ্পাপ
সদ্যফোটা আকাঙ্খিত রক্তিম গোলাপ
রূপে রসে বর্ণনায় সৌরভে অলেখ।

গ্রীবায় তোমার অমরাবতীর হাসি,
অমৃতপ্রবাহ প্রতি শিরা-প্রশিরায়—
ডাকে মধুমতী নূপুর-পাগল-পায়,
বালিকা, তোমাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।

চেয়েছি তোমাকে আমি কতোবার কাছে
মধ্যাহ্নের কাঠফাটা রোদে; শান্ত রাতে:
কুসুম-পেলব তোমার ও দু'টি হাতে
অব্যক্ত অথচ কিছু বলবার আছে।

অনেক সুন্দর কাম্য জীবনে তোমার
অতোটা সুন্দর—না-না, নই আমি বালা,
প্রতীক্ষায় ঝ'রে যাবে আমার এ-মালা,—
জানি, তবু গাঁথি নিয়ে স্বপ্ন-কামনায়।

জবাব

শ্রীঅশোক বসু

কখনও শ্রাবনের বাদল ঝরা রাতে
বেনারসী ঘোমটা মাথায় দিয়ে
এসেছিলে বর্ষারাণীর বেশে।
তোমাকে হৃদয় মাঝে পেয়ে
মনে মন ছুঁয়ে প্রশ্ন করেছি, সুখী তো ?
জবাব দিয়েছ তুমি মিষ্টি হেসে।
আবার কখনও প্রত্যাশিত বসন্তে
এসেছিলে বিরহের ব্যথা নিয়ে বুকে,
বুঝেছি তুমি কত অসহায়
তার চিহ্ন ফুটে ওঠে তোমার বিষণ্ণ মুখে
তবুও অবুঝের মত প্রশ্ন করেছি,
তুমি আছতো সুখে ?
শেষে জবাব পেয়েছি তোমার
ব্যথাহত বিবর্ণ মুখে
তোমার সুখেই আমি আছি যে সুখে।

ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে

—শ্রীদিবাকর ঘোষ

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ মন্থর প্রহরে
হে আকাশ, হে পৃথিবী, হে মহাজীবন।
উন্মদ ঝটিকা আনো দুরন্ত দুর্ব্বার;
সংঘাতের সাথে হোক্ মুক্তি-আলিঙ্গন।
উড়ে যাক্ দৈনন্দিন গ্লানির জঞ্জাল;
সঙ্কোচ-ভীরুতা-দ্বিধা-মোহ-যবনিকা
ছিন্ন হোক্ সে-ঝঞ্ঝার উদ্দামতামুখে
গণারণ্যে দেখা দিক্ দাবানলশিখা।
ঐক্যবদ্ধ চেতনার আগ্নেয় জেহাদে,
সুস্থ প্রাণধারণের দুর্মর শপথে,
কল্লোলিত জীবনের প্রত্যন্ত সীমায়
ঝঞ্ঝা এলো বৈজয়ন্তী চেতনার রথে।
হে আকাশ, হে পৃথিবী, হে মহাজীবন!
জেগে ওঠ মহোদাত্ত ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে;
রক্তক্ষরা জীবনের ক্লান্ত দিবলয়
পূর্ণ হোক্ বৈপ্লবিক স্বরিত সম্ভারে॥

সূর্য্য ফেলেছে পিক্ ॥ —বৈনাক

সূর্য্য ফেলেছে পিক্
তাই
পূব্ দিগন্ত লাল ;
রক্ত ঝরেছে ঠিক্
তাই
জেগে ওঠে কংকাল।
কালো নয়, কালো নয়,
রক্ত ঝিন্‌কী ঝন্ ঝন্ করে
নির্ভয়, দুর্জয়।

নূতন পত্রে দিক্
তাই
হয়ে গেছে নির্দেশ ;
সূর্য্য ফেলেছে পিক্
তাই
জীবনের সমাবেশ ॥

আমার আমিটা

অতুলরঞ্জন দেব

ওপারে কেমন ছিলে। কিংবা আমি গেলে
নিজেকে মানিয়ে সেথা থাকা যাবে কিনা—
সে সব আমার আজ কোন প্রশ্ন নয়।
যা যখন আসে
তখনই তা দেখা যাবে যেমন দেখেছি বরাবর।
উপস্থিত কর্তব্যের বোঝা
আগে ভাগে শেষ করি। "বোঝার যদি বা কিছু থাকে
কুড়েমি করো–না বুঝে নিতে।
এখানে নতুন তুমি। প্রথমত অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক।
(একদা তোমার মত আনকোরা আমিও ছিলাম·········
ইদানীং স্তিমিত রক্তের উত্তাপ !)
কালক্রমে যোগ্যতানুসারে
ভোগের সামগ্রী পাবে ; নিজের গভীরে যেতে যেতে
হঠাৎ উত্তীর্ণ হবে। অভিজ্ঞতা পুড়িয়ে তখন
দর্পণে বিম্বিত হলে স্মৃতির পালকে তাপ পাবে।
আমার মেয়াদ আর বেশি বাকী নেই,
ওপারের পেয়েছি নোটিশ।
আসল কথাটা বলে নিই :
যা যা আছে এই ঘরে বিচিত্র জিনিস,
উত্তরাধিকার বলে এখন তোমার।

খুশিমত করো ব্যবহার।
তোমার মেয়াদ শেষে পরবর্তী যদি কেউ আসে,
তাকেও একথা বলো। ব্যবহারযোগ্য মনে হলে
সেও যেন ওইসব করে ব্যবহার।
ঘাটে তরী এসে গেছে। মাঝির প্রস্তুতি সব শেষ।
এসো হে, হয়েছে লগ্ন : প্রাণে এসে পৌঁছে গেছে ডাক।
নতুনের কর্ম স্রুরু। পুরোণোরা পুড়ে হয় ছাই!
আমার আমিটা ফিরে যায়।

সাগর চোখে

—ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী

সাগর চোখে পৃথিবী যেন
তোমার চিন্তা রাশি,
নদীর চরে বরষা মুখর
ভরা ভাদরের হাসি।
তোমার অধর শক্ত বাঁধনে
বুলায় স্নেহের চুমা,
আকাশের নীল বুঝি নামে এই
সবুজ মাটিতে সীমা।

তোমার জন্য

শ্রীঅজয়কুমার নাগ, সাহিত্যশ্রী

যদি তুমি আমাকে নিয়ে পাড়ি দাও কোন সুদূর নির্জন সৈকতে,
নিদাঘ সূর্যের অসম্ভব তৃষ্ণার উত্তপ্ত চুম্বনে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-মুখর
সাগরের ঢেউয়ের দোলায় দোলায় যদি পাড়ি দিতে চাও
সুমেরুর বৃত্ত থেকে কুমেরুর বৃত্তের বলয়ে :
তবু আমি যাবো।
যদি তুমি বসন্তের মৌমাছি-ভীড়-করা প্রস্ফুট-গোলাপ মেলায়,
উচ্ছল সমুদ্রের গানে, খুশী-খুশী হাওয়া-দোলা বসন্তের
কাকলী-মুখর সোনালী সন্ধ্যায়
আনমনা হয়ে যদি আমাকে নিয়ে হারিয়ে যাও স্বপ্নিল আবেশে;
কিংবা যদি যৌবনের চঞ্চলতায়
জীবন-নদীর উচ্ছল জোয়ারে উদ্বেল হয়ে উঠতে চাও—
তবু আমি যাবো। আমি তোমাকে ভালবাসি!
তুমি আমার প্রাণের মরুতে সবুজ মরুদ্যান!
তোমার জন্য আমি আমার সর্বোত্তম সৌন্দর্য-হৃদয়কে
অনায়াসে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।

হৃদয় যখন দিয়েই ফেলেছি ভুলে ॥

শ্রীহিমাংশুশেখর জানা

হৃদয় যখন দিয়েই ফেলেছি ভুলে
ফেরাবো না তাকে আর ; ওখানেই থাক্
প্রতীক্ষা ক'রে তিতিক্ষা ব'য়ে-ব'য়ে
ভালোবেসে পাশে-পাশে হ'য়ে নির্বাক্

আঁকা-বাঁকা চলা-পথে শাঁখা-শাড়ী ছুঁয়ে
'কুহু'-ডাকা চৈতালী বিকেলের বুকে
সবুজ-পাতার ছায়ে ইছামতী-তীরে
মধু-সমীরণে নীরব-নিথর লুকে

সোনালী শরৎ-সাঁঝে শিউলির ডালে,
শীতের হিমেল রাতে উষ্ণতা খুঁজে
একটুক্ ঠাঁই নিয়ে কোলের গহনে
উস্‌খুস্ ক'রে কিছুটা দু'চোখ বুজে

'রিম্ ঝিম্'-বর্ষার মিষ্টি-সকালে
হাসি হাসি মুখটার দিকে চেয়ে-চেয়ে
খুসি-খুসি দেহটার ভেজা-ভেজা সোঁদা
গোলাপ-চামেলী-কেতকী-গন্ধ খেয়ে ॥

অতিথি বিরাগ

হাসি ঘোষ

আমি মধ্যবিত্ত বধূ,
বুকে নাই একফোঁটা মধু!
অন্তরে আছে বিষ।
তারি জ্বালায় জ্বলছি অহর্নিশ।
অতিথি আসিলে ঘরে,—
বরণ করিনা আদরে;
মুখ হয়ে যায় ভার।
মনে পড়ে প্রায় শূন্যভাণ্ডার॥
মনে ভাবি একি আসিল আপদ,
আমার ক্ষুদ্রসঞ্চয় গ্রাসিতে শ্বাপদ।
তবু আজন্ম শিক্ষার প্রভাবে,
বিদায়িতে পারিনা অভদ্রভাবে॥
বলিতে পারিনা—"ওগো অতিথি,—
তুমি কি জাননা সাধ-ও সাধ্যের নীতি'?
তোমার ঘরে কি নাই রেশনের তণ্ডুলকণা,
আমার ঘরে কেন দিয়েছ হানা?"
শেষে আপন অন্ন তুলিয়া তার পাতে,
অটল হই আপন প্রতিজ্ঞাতে।
আগামী বারে তুলিতে শোধ,
সমসংখ্যায় অতিথি হইব তুলিয়া বোধ॥

দুঃখের জোয়ারে

দীপক সেন

আপাততঃ দুঃখের জোয়ারে আমি ভেসে যাচ্ছি,
যেন কোন বিশাল জল-ঘূর্ণীর মাঝ খানে।
জীবনের চেতনার কোন দিক চিহ্ন নেই,
যেন আপাততঃ শুধু নিপীড়িত বুক চেপে ভেসে যাওয়াই কাজ।
কখনো বা মনে হয় ভেসে যেতে-যেতে— 'এ-পৃথিবী 'দৃশ্যের নগর'
যে দৃশ্যের অভ্যন্তরে লুকায়িত আছে চিরকাল, বেদনার কুটিল-বিবর'...
আপাততঃ আমি যেন নিমজ্জিত—সেই কোন কুটিল-বিবরে
চারদিক অন্ধকার—শুধু যেন ঘূর্ণমান তালিয়ে চলেছি।
জীবনের মণিকোঠায় যে মুখ রেখেছিলাম যত্নেতে লুকিয়ে এতদিন
যে নামের রূপ-গন্ধ নিভৃতেতে করেছি সম্ভোগ আরো কতকিছু—
আপাততঃ সেই সব মুছে যাক্ বিস্মৃতির কূলে।
সমস্ত সুখের স্মৃতি অথবা দুঃখের, ভেসে যাক্ বহু-বহু আগে,
আপাততঃ হৃদয়ের থেকে দূরে যাক্—লোভ-ক্ষোভ-লালসা ইত্যাদি—
আমি শুধু এইবার দুঃখের আঁধারে ঢুকে
তীব্রদহে জ্বলে ছাই হ'বো।

সময় যদি যায়

গণেশ কর

সাগরের ডাকে সে বেরিয়ে পড়েছে
সে আর ফিরবেনা।

সে যখন ঘর ছাড়ে আমি তাকে দেখেছি
একটি দীর্ঘশ্বাস সে ফেলেছিল, আমি তা ও শুনেছি
যা কিছু ছিল তার সব ফেলে গেছে
খালি চলে গেছে সে, এবং বলেছে :
'আমি আর ফিরবো না'।

'তাই হোক
আমি অনেক দূরে তাকিয়ে বলেছিলাম
'চলে যাচ্ছ যদি চলেই যাও
ফিরে আর এসো না এই জঞ্জালে'
আমরা ও যারা আছি
বসে আছি এই কোলাহলে
কিছুদিন পরে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
যেতে হবে সাগরের ডাকে
বালুবেলায় ঝিনুক্ কুড়োতে।

তাই—
সে একেবারে চলে গেছে
সে আর আসবে না
আমরাই শুধু বসে আছি।

নতুন প্রাণ

রাজু চৌধুরী

কাঁদো পৃথিবী—
কাঁদো আলোহীন বিবর জঠরে,
কেঁদে—কেঁদে—
হাহাকার করো—,
আরও অশ্রু চাই—
নতুন সৃষ্টির সাধনার জন্য— ।
তোমার কান্নার—ব্যাথায়— নবজাতক—
আসবে পৃথিবীতে—
আবার নতুন সৃষ্টি হাসবে
আকাশে বাতাসে,
কাঁদো কাঁদো
পৃথিবী, তুমি কাঁদো
জীবনে যৌবনে
জলেস্থলে
আঁধারে—আলোতে—
জীবনের আনন্দ বেদনায় ।
তোমার কান্নার সমুদ্রে
সাঁতার কেটে কেটে নতুন প্রাণ
জাগবে আবার—
এ পৃথিবীর বুকে ;

জানি আমি জানি পৃথিবী,
নতুন সৃষ্টির মাঝে কাঁদে—
চেতনা তোমার—
ক্রন্দসী বেদনা তাই পলে পলে
সময়ের সুতো ধরে
নতুন জীবনের জাল
বুনে চলে।

প্রত্যাশা

নন্দন সরকার

হতাশাকে প্রশয় দিতে জানিনি
পরাজয়কে পরাজয় বলে মানিনি,
শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করবো
জয়ী হবো, নিশ্চয় জয়ী হবো!
জীবনের বুকে পা দিয়ে
আনবো ছিনিয়ে
আমার স্বপ্নের জোনাকি।
ভোগ করবো প্রেয়সীর সান্নিধ্য সুখ উন্মত্তরাতে,
দ্বারপ্রান্তে পাহারা দেবে
ক্রীতদাসী পৃথিবী।

আশারাণী সাহাকে ॥

প্র. র. সা.

তোমার ভালোবাসার প্রতি আমার লোভ

আজও আছে।

আজও মাঝে—মাঝে—

তোমার আমার পাশাপাশি দু'টো মুখ

স্মৃতির কোলে ভাসতে দেখি।

আজও তোমার আমার দীর্ঘব্যবধানের দিনেও

তোমাকে আমার কাছাকাছি

আজো বলেই মনে হয়।

ওগো আমার মানসী আশারাণী সাহা

কয়েকটী পংক্তি নিবেদনের পর

তোমাকে আরও একবার—

ভালোবাসা জানালাম।

মনোরমা রায়কে

প্র. র. না.

ঘুমাও ঘুমাও জেগোনা কোনদিন
কারণ পৃথিবীটা ঘুরছে
আরও জোরে—
হয়তো এসে গেছে তার অন্তিমকাল
কিংবা পেয়েছে কোন নক্ষত্র থেকে
নরম ঠোঁটের গন্ধ
কিংবা গালের রক্তিম স্পর্শ।
ঘুমাও ঘুমাও অনন্ত ঘুম দাও
আমার ইচ্ছে নেই তোমার জাগরণ
তুমি বিশ্রাম নাও—
ঘুমাও, জেগোনা কোনদিন,
জেগোনা মনোরমা রায়
জেগোনা কোনদিন।

আজও সে সহচরী

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বাতাসের স্পন্দন বন্ধ
পৃথিবীর মুখ-মণ্ডল
পাণ্ডুর বিবর্ণ,
তারই মাঝে দুষ্টু শিশুর মত
চাপা হাসি হেসে
সূর্য্য উঠল,
জানাল বিগত দিনের
ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত।

বহুকাল হয়ে গেছে
যৌবন শেষ।
অর্দ্ধ প্রৌঢ়, জরা গ্রস্থ
মনে হয় চিনি তারে,
শত শত জন্ম আগে
পৃথিবীতে প্রথম প্রকাশে
এক সাথে বসি সমুদ্র সৈকতে।
আজও সে আমার
একান্ত সহচরী॥

পরিপূরণ ‖ চিরানন্দ

আলো আর বস্তু দুই সত্তা পরিপূরক উভয়ে,
উভয়ের পরিচয়ে :
যেখানে আলোর আমন্ত্রণ
অমোঘ নিয়মে বস্তু প্রোজ্জ্বল সেখানে নিত্যদিন ;
অদৃশ্য আবার আলো দৃষ্টিপথে বস্তুহীন রাজ্যে।
বিশ্বব্যাপী আলোক না যদি ঢেলে দেয় নিজ সত্তা,
বিশ্বলোক নিরালোক :—
আলো নিজে দৃষ্টির অতীত।
ঊষার জানালা দিয়ে
ঝিল্‌মিল করে আলোগুলো
চিরায়ত পৃথিবীর অন্ধরাত্রিটুকু আছে বলে।
সুতরাং শর্বরী দেখে,
নিরালোক তুচ্ছ সত্তা দেখে
তোমার দৃষ্টিকে কিন্তু ভুল বুঝিও না, ওরা সব
আলোর প্রতীক্ষা করে আছে দ্বৈত প্রকাশের পথে।

প্রাণের দেবতা

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কোলে

তোমার কঠিন নির্ভয় বাণী,
তোমার দৃপ্ত কর্ম্মধারা,
তোমার জ্যোতির মানস খানি।
ঘুচায় আমার পাষাণ কারা॥
তোমার ওষ্ঠের মৃদু হাসি,
তোমার মনের সরল কথা,
তোমার হস্তের চূড়া বাঁশী।
মুছায় আমার মনের ব্যথা॥
তোমার দেওয়া আঘাত মানি,
তোমার দেওয়া ক্ষুদ্র প্রাণ,
তোমার দেওয়া দুঃখ জানি।
তোমারই দেওয়া মুক্তি-গান॥
দূরে আমায় যতই ফেল,
আমায়-টান স্নেহের ডোরে,
আশার মোহে যতোই ঠেল।
পারবে নাকো থাকতে স'রে॥
তুমি আসবে যখন অপরূপ বেশে,
নিভবে আমার সবাই বাতি,
পরম লগন আসবে শেষে
আসবে মোদের মিলন রাতি॥

মিলন হবে বাসর ঘরে
তুমি ধরবে আমার হাত
আমায় তুলে বুকে ধ'রে
আমি ডাকব, হে প্রাণনাথ ॥

বেদনার কুঞ্জবনে

প্র. র. সা.

বেদনার কুঞ্জবনে রক্তাক্ত পাখীর ভীড়ে
আমি হারিয়ে গেলাম--
মনে হয়— আমি হারিয়ে গেলাম।

সসীমের কুঞ্জবনে অসীমের ফাঁকি
আমাকে নিয়ে গেলো
মনে হয় আমাকে নিয়ে গেলো।

বাকীর অঙ্ক শুধাতে নিষ্ফল হলাম
মনে হয়—আমি যেন—
নির্জলা নদীতেই ডুবে মলাম।

বৈরাগ্য

সুভাষ কুমার মণ্ডল

দিবানিশি ভাবি আমি হইব সন্ন্যাস,
দয়াময় ভগবান পুরাও এ আশা।
চাইনা ও সব যত লোটা ও কম্বল,
অপরের দয়া যেন না হয় সম্বল।
চাইনা গৈরিক বস্ত্র চুয়া ও চন্দন
সময় দাও গো তোমা' করিতে স্মরণ।
সংসারেতে রব আমি তব প্রতিনিধি
চলি যেন সারাক্ষণ মেনে তব বিধি।
মনের বৈরাগ্য হোক বেশভূষা নয়
প্রেম দিয়ে করি যেন সারা বিশ্বজয়।

'ভুলিও না'

শ্রীপঞ্চানন প্রধান (মধুকর)

কাল স্রোতে ভেসে ভেসে,
যদি যাই দূর দেশে,
নিয়তির প্রীতিমালা যদি পরি গলে।
তোমার আমার প্রীতি,
কত গান কত স্মৃতি,
ভুলিও না কভু।

"সেদিন কত দূরে?"

শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ

চাই না আমি তোমার চেয়ে মোটেই বড় হতে,
চাই গো শুধু তোমায় আমি নিবিড় করে পেতে।
কথা আমায় দাও গো শুধু দেবে আমায় ধরা,
মনের আগল মুক্ত যেথায় ভেঙ্গে গেছে বেড়া।
মান অভিমান গিয়ে যেথায় বান এসেছে ডেকে,
দেয়নি দেখা বন্ধুরতা, দাঁড়ায়নি পথ রুখে।
তলিয়ে গেছে অতল তলে আভিজাত্যের চূড়ো,
পায় না যেথায় খুঁজে কেহ কোন ছোট বড়।
যেথায় ওগো তোমার মাঝে আমার ভালবাসা,
উদার মনে সংগোপনে, বাঁধবে নিজ বাসা।
লাগবে তোমার হাতের ছোঁয়া আমার কলুষ-হাতে,
পরশ মণির স্পর্শে যে গো ধন্য হ'ব তাতে।
চলবো আমি তোমার পথে, তোমারি গান গেয়ে,
হোক না সে পথ যতই কঠিন ফিরবো না ভয় পেয়ে।
তোমার সাথে মিলবো সেথায় কর্ম্ম-অনুরাগে,
ধর্ম্ম দেবে বর্ম্ম খুলে মোদের পুরভাগে।
বাজবে সেদিন আমার বীণা তোমার সাধা সুরে,
বল, বল, বন্ধু আমার সেদিন কত দূরে?

শরৎ

পঞ্চানন প্রধান (মধুকর)

বর্ষা শেষে শরৎ আসে, ভাসিয়ে মেঘের ভেলা।
ধানের ক্ষেতে কচি শিসে, বাতাস করে খেলা॥
ভোরের বেলায় ঘাসের আগায় শিশির রেখা ধরে।
ঝিলিক লাগে মোদের প্রাণে নব দিনের করে॥
টগর বেলা জুঁই চামেলি নানান্‌রকম ফুল।
ভোরের বেলা মুখটি তুলে আসে অলিকুল॥
ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ভ্রমর আসে ছুটে।
মধু খেয়ে পরাগ লাগায় আবার যাতে ফুটে॥
শরৎ দিনের মধুর রোদে প্রাণটি উঠে ভরে।
সাঁওতালি গান ভেসে আসে মৃদু মধুর স্বরে॥
শিউলি ফুলের ছোট্ট কুঁড়ি রবির রঙীন আভা।
আফুটে কয় আসছে তোমা লয়ে বিপুল বিভা॥
তাইতো বলি শরৎ রাণী শীঘ্র এস তুমি।
যাওয়ার বেলা হাসি মুখে সবার হয়ে নমি॥

ঢাকাই ঘোড়ার গাড়ী

(স্বাধীনতার পূর্ব্বে)

শ্রীঅমূল্যমোহন রায়
মৌলিক

চিহিঃ হিঃ হিঃ ঝপাং ঝপাং— সপাং সপাং বাড়ি
পক্ষীরাজ ঘোড়া আমার— যেন হাওয়াই গাড়ী।
হুল্‌কী চালে চল্‌রে ঘোড়া— চক্ বাজারের গলি
ছোলা দানা ঘুচে যাবে ভাঙ্‌লে চাকার তলী।
ঢাকাই গাড়ীর জেল্লা কত মধুর ঢাকাই বুলি
পরটা পাবেন খাস্তা বাবু— বলি হারি মশাগুলি।
কোন্ শহরে এমনি ঘোড়া— হাওয়ার বেগে চলে
পাঁজরাগুলো বেরিয়ে আসে—আঁধার-তুফান দলে।
রুটি রোজগার সুরু সবে চাঁচার আমল থেকে
ঘোড়ার উমর নয় বা বেশী—ধরুন তিরিশ হবে।
মহারাজ। কোথায় যাবেন? সদর ঘাটের বাড়ী—
পৌঁছে যাবেন দশ মিনিটে—ঝক্-ঝকা-ঝক্ গাড়ী।
ছিঃ! কি সরম! তোবা তোবা—বেশী ভাড়া চাই আমি?
খোদার কসম্—নেই না বেশী—কথাটা খুবই দামী।
আস্তে বলুন বাবু সাহেব—চমকে উঠবে ঘোড়া
শুনতে পেলে সরম পাবে—আমার জামাই ঘোড়া।
"আজা, আজা, জান মেরী আজা"
কোচয়ান, ঝোঁকে;—রুখে
"তেরী লাগি কলিজা তুফানী
চলতি চাবুকা বুকে।"

পনেরই আগষ্ট

আবুল কালাম আজাদ

পনেরই আগষ্ট মুক্তির দিনে সারাটা ভারত ঘিরে,
নব চেতনার হাসি কোলাহল জাগরণ এলো ফিরে।
বন্দী শালার রাজবন্দীর শৃঙ্খল গেল টুটে,
আঁধার ভুবনে মুক্ত রবির দীপ্ত রশ্মি ফুটে।
অসহায় মানুষ তেপান্তরের পথ হারানো মাঝে,
কে যেন বলে, "ভয় কি তোদের," চল'রে আপন কাজে।
ওই চেয়ে দেখ লাঞ্ছিত মানুষ শাসন পীড়নে জরা,
দু'শো বছরের রক্ত শোষনে হয়ে আছে আধ মরা।
তাদের পরাণে পনেরই আগষ্ট এনে দিল নব "জোস,"
মুছে গেল আজ শত বরষের ব্যথা ভরা আফশোষ।
এসো ত্বরা করি হাতে হাত ধরি মুছে ফেল আঁখি জল,
সারা ভারতের দিকে দিকে ওঠে মুক্তির কোলাহল।
ওই দিকে দিকে জয় ভেরী বাজে উঠরে মানব সবে,
হিন্দু মুসলিম ভায়ে ভায়ে আজ সবারে মিলিতে হবে।
এসো ছুটে আজ কিশোর কিশোরী জাগরে নও জোয়ান,
মুক্তি তোরনে নকিব গাহিছে জীবনের জয় গান।
আজি শুভদিনে এসো ত্বরা করি শপথ লইতে ভাই,
পনেরই আগষ্ট পতাকার তলে মিলনের গীতি গাই।

"নিঝুম সন্ধ্যা"

অরুণকুমার মণ্ডল

একটানা সুরে বৃষ্টি পড়ে,
তারই অবিশ্রান্ত গুঞ্জনে
বাইরের জগতের কোলাহল চাপা পড়ে যায়।
এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো
ভিজতে থাকে, আশ্রয়হীনের মত।
ব্যর্থ চেষ্টা করে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার।
আসন্ন সন্ধ্যা।
চূর্ণ বৃষ্টির ধূসর চাদর মুড়ি দিয়ে
শ্রান্ত পৃথিবী আঁধারের কোলে আশ্রয় নেয়।
তাকে আরও রহস্যময়ী দেখায়।
নির্জন নিঃসহ সন্ধ্যায় বসে থাকি,
ধ্বনি বর্ণময় বর্ষার অপরূপ ঘনঘটা
খানিকটা ভাবাতুর করে দেয়।
এই নিরালা পরিবেশে মনটাকে
আরও কাছে পাওয়া যায়।
শত জীবনের যে চির আপন
তাকে মন গভীর ভাবে পেতে চায়
এই নিঃসংগ পরিবেশে।
একান্ত আত্ম সমর্পণে
বলতে চায়—"তুমি আমার।"

সহজ প্রত্যয়ে

সুবোধ সেন

তোমার নরম ভাতের মত দেহ কাছে পেয়ে
যন্ত্রণার পৃথিবীতে নিবিড় শান্তির স্বর্গ রচি,
শীতের সকালের নরম রোদ আকাশ বেয়ে
গলে' গলে' পড়ে পৃথিবীতে, জাগায় উষ্ণ শিহরণ—
গভীর রাতে একান্ত নিরালায় আমার হৃদয়ের 'পরে
তোমার স্পন্দিত উষ্ণ ভরাট হৃদয় যেমন,
প্রেম দেয়, দেয় শান্তি—যন্ত্রণার নদীগুলি হই পার
সেই প্রেম আকণ্ঠ পানে শান্ত হই
জীবনের মিছিলের স্লোগান দিই সহজ প্রত্যয়ে।
এই রোদ, এই আকাশ—তোমার দেহ, প্রেম
হৃদয়ে আমার শান্তির মিছিল রচে সহজ প্রত্যয়ে।

চতুর্দ্দশ পদী

শ্রীনিশীথ ভড়

অনাত্মিক, উর্দ্ধ শাখ দেহে অধিবাস,
রাত্রিস্তোম আরোপিত কুসুম নির্য্যাস।
অথচ যন্ত্রণা কোটে বিমূর্ত্ত বেদনা
অপূর্ণের পূর্ণকুম্ভ, অন্তিম সাধনা।
বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যে তার প্রকাশ মৌলিক,
বাসনা বিবরে মৃত অসতী দৈহিক।
নারীর আর্ত্তিতে তবু হৃদপিণ্ড দ্বারে
সত্তা ছিন্ন, খণ্ডীকৃত অশেষ আকারে।
এককের অসংযত বিমার্জ্জিত বেশ ;
ভিন্ন প্রান্তে অনুরূপ যন্ত্রণা আবেশ।
সংঘর্ষ সবেতে শুরু, অচিহ্নিত স্থানে
সমাপ্তি সীমান্ত পার, নিয়ামক গানে
মুখরিত জীবনের প্রেক্ষাপট ; লীন
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন বলিষ্ঠ রঙীন।

"রাতের মেলা"

কুমারী বকুল পোদ্দার

আকাশের বুকখানি সাদা মেঘে ঢাকা
তার মাঝে ফুটিয়াছে চাঁদ হাসিমাখা।
ছোট ছোট তারাগুলি কুঁড়ি হয়ে ভাসে
জাগিছে তাহারা তাই গভীর উচ্ছ্বাসে।
চাঁদের কিরণমালা স্নিগ্ধ কোমল
আলো পড়া ক্ষেতগুলি করে ঝলমল।
দূরের গগন ঐ আরও দূর ছাড়ি
অজানা শূন্যে ভাসে আরও দেয় পাড়ি।
নিঝুম নীরব নিশি আনমনে বসি
দেখি শুধু চেয়ে আমি আকাশের শশী।
শান্ত নদীটি বয় কুলু-কুলু রবে
মনে জাগে স্মৃতিটুকু কোথায় বা কবে!
সমীরণ বয়ে আনে মৃদু এক বাস
মোর মনে বাসা বাঁধে কুসুম প্রকাশ।
শান্ত ধরণীতায় ক্লান্ত কোমল
ঝরে পড়ে ধরণীর সবুজ আঁচল।
নিঝুম পথটি ঐ থম্‌থমে ভাব
নালোকিত ধরা আর তারা ভরা রাত।

"বসন্ত তিলক"

বলাকা চৌধুরী

কোইনা—এসো এঁকে দিই—
তপ্ত ভালে বসন্ত তিলক,
আর দেরী নয় ;
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে
দুশ্চরিত্র সূর্য্যের নিন্দনীয় ছাপ,
মলিন হ'য়ে প'ড়েছে,
আর দেরী নয় ;
মহাকাল দাউ—দাউ ক'রে
ছাই হয়ে যাচ্ছে,
ভূমধ্য সাগরের সৈকতে ;
ঐ মরিচিমালার কলুষতা
তোমায় গ্রাস করার আগেই,
আর দেরী নয়,
এসো—এঁকে দিই—
তপ্ত ভালে বসন্ত তিলক ॥

কবিতা কিংশুক

—মানব মিত্র

চৈত্র শেষ হল বুঝি এখন বসন্ত ক্রমেই উৎরাবে—
সব ফুল ফোটা শেষ হ'লে পরম উৎসুক,
এক বুক রক্ত নিয়ে সংসক্ত চরম কিংশুক
ভেবেছ নিশ্চয় কোন কবি চেতনায় অস্তিস্বরূপ পাবে।

ঝাঁঝরা বুকের পাঁজরার হাড়ে জ্বেলেছি কাব্যচিতা
কিংশুক কল্পনায় লোলুপ লেলিহ শিখা
কবিতা বাষ্পীভূতা, তবু জাজ্বল চিতা বহ্নি শিখা
অনেক যন্ত্রণাসয়ে শ্মশান বৈরাগ্যে এখন মনস্বিতা!

মনোবিহারিণী কন্যা কুমারী হারালো সরনি বুঝি!
ব্যস্ত বাগীশ মনটা আমার কেবলই ব্যস্ত অকাজে
কিংশুক শত মনোবনে হায় ফুটছে না যে,
প্রেয়সী মুখের আদল চাঁদলাবণ্যে অনেক খুঁজি!

কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীর রিক্ত আজ,
যদিও বসন্ত শেষ, ছন্দোময়ী এ মাধবী রাত—
শুনিনা তো কই বিপ্রলব্ধা প্রিয়া পদপাত;
ফেরারী প্রেমিক সাজে চৈতালি মন তবু নিলাজ!

ঘন ঘন শুনি কোন ডম্বরু মেঘমন্দির আকাশে বাজে,
রক্তপলাশ হ'ল উচ্চকিত অজানিত ত্রাসে
বিদ্যুৎবালা আরও চঞ্চলা তির্যক প্রকাশে
মৃত জীবনেও প্রাণ সঞ্চারে তা-তা, থৈ থৈ, নৃত্য মাঝে!

মেঘমৃদঙ্গে কুলয়ে লগ্ন বিহঙ্গ অনিকেত,
রক্তপলাশ বুকে নিয়ে আজ পৃথিবী স্বয়ম্বরা
শিহরিত দেহে লগ্নশেষের প্রহর গণনপরা—
প্রণয়ী মৃত্যু সে আসবে আজকেই, সম্পূর্ণ সংকেত!

প্রতিক্ষারতা পৃথিবী-হৃদয় এই কিংশুকের মত
কবিতা আমার ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝনায় শুধু বাত্যাহত!

"অন্তরালে"

সত্যনারায়ণ ত্রিবেদী

তারপর চাঁদ জাগা রাতের বাসনা
প্রস্ফুটিত পদ্ম হাতে নিয়ে—
মায়ের কোলের কাছে .... প্রশান্ত লগন;
আরো ভাল এ ভুবন—আমার ভুবন।
অকস্মাৎ অন্ধকার চাঁদ ডুবে যায়
কোথায়? কোথায় আহা! কেউ তা জানে না।
আমি জানি নিত্য তাই—সে আমার নয়
কিন্তু কে রয়েছে—কে? অগাধ বিস্ময়!

কর্ম্মী

ইলা সরকার

জীবন সায়াহ্নে রবি উঠেছিল হেসে,
কানে কানে কত কথা কয় ভালবেসে ;
বুঝিনি সকল কথা ভাবিনি সেদিন,
জীবনের প্রতিপদে বাধা দ্বন্দ্ব হীন,
সংসার সুখের ঠাঁই দুঃখ কেন রবে,
ছন্দ আর সুরে ভরা আকুল সৌরভে।
প্রজাপতি পাখা সম রঙে ভরা মন,
সকলি সুন্দর চোখে আমার তখন।
সৃষ্টির আদিতে ছিল আনন্দের ঢেউ,
আনন্দে সৃজিত জীব বুঝি নাকো কেউ।
সুন্দরের লীলা ভরা এ বিশ্ব ভুবন ;
সুখ-শান্তি ভালবাসা নয়ন অঞ্জন।
কঠোর বাস্তব মোরে করিল চেতন,
সবল আঘাতে মোর সে সুখ স্বপন ;
ভাঙ্গিয়া করিল চূর্ণ বিদির্ণ হৃদয়-
আঁধার দেখিনু চোখে ভাবিনু নির্দ্দয়,
ভাগ্য বিধাতা মোর ; বাধা, প্রতি পদে,
দুঃখ কষ্ট দারিদ্রতা কর্মের প্রভাবে,
আজ বুঝিয়াছি সত্য মধ্যাহ্ন জীবনে-
শুধু কর্মীর জীবনে জয়ী অসাধ্য সাধনে।

নেশা

অমরেন্দ্র দত্ত

কোনো এক পূর্ণিমার কেটে পড়া যৌবন আলোকে
সারা মাঠে খুশীর হরিণীরা সব করে লাফালাফি।
গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে তরুণীর কোমলাঙ্গ নিয়ে
পূর্ণিমার সন্ধ্যা ঢালে হুইস্কীর বোতলের নেশা।
তুমি দেখি একমনে চেয়ে আছ দূর ওই পাহাড়ের কোলে
দুষ্টু বাতাস এসে বারবার ফেলে দেয় বুকের আঁচল
স্খলিত বসন নিয়ে খেলা করে সবুজ ঘাসেরা।
বারবার টেনে নিয়ে নেশা ধরা শাড়ীর আঁচল
তুমিতো পারোনা দেখি দুষ্টুমিতে বাতাসের সাথে।
কোনো কবি বলেছিলো
“চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা”।
তোমার চুলের ওই অন্ধকার সাগর গর্ভে
আলো নিয়ে ডুব দেয় পূর্ণিমার সন্ধ্যার ডুবুরী
খোঁজ করে কেশের সাগরে তব নেশার প্রবাল।
তোমার বুকের ওই সঞ্চিত মধুর ভাণ্ডারে
লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ফেরে লজ্জাহীন সন্ধ্যা—মাতাল।
রম্যা তুমি যেও নাকো তাহাদের সাথে
পড়নাকো তাহাদের মায়াবীনি কুহকের কাছে।
চলে এসো আমার বুকের কাছে
একলাটি চঞ্চলা হরিণীর মতো।

তোমার নেশার কাছে পৃথিবীর সব নেশা
বড় ফিকে পাংশু লাগে—পাণ্ডুর চাঁদের মতন।
একদিন বুকে মোর তব মুখ রেখে বলেছিলে
কেন ওরা মদ খায় কত নেশা আছে ওই মদে ?
বলেছিলে ঘরে যার বউ আছে
মদ কেন সঙ্গী হবে তার ?
তোমার কথার মূল্যে
খোঁজে নিতে হয় নিকো যুক্তির জাল ফেলে দিয়ে
তুমিই তোমার কথা
এর বেশী সত্য কিছু নেই।

"অনন্যা"

শ্রীসত্যনারায়ণ ত্রিবেদী

দিনের আলোয় যায় না চেনা
সাঁঝ সকালের ফাঁকে –
চেয়ে চেয়ে কেবল দেখি
নদীর নূতন বাঁকে।
আধো আলো আধো অন্ধকার
শান্ত মূর্ত্তি মন……
হারিয়ে যাওয়া খেলার সাথী
হাসে কমল বন।

আগামী কাল

নির্মল সেনগুপ্ত

মেঘ আছে আজকে আকাশের গায় ?
কেটে যাবে'খন। আগামীকাল
নিশ্চয়ই জানি সূর্য্য উঠবে
আরো প্রদীপ্ত, গভীর লাল!

ঝড় আছে বাতাসে ? তুমি কি ক্লান্ত ?
উতলা হ'য়ো না ; আগামীকাল
পাখীরা অবাধে পাড়ি দেবে দিক্ চক্রবাল।
কালকের ভোর মুছাবে শ্রান্তি ;
দৈন্য, গ্লানিমা, মিথ্যা, ভ্রান্তি....
—ছেড়োনা হাল ॥

হবেই স্বাধীন পৃথিবীর মাটি
"ইন্‌কিলাবের" আগুনেতে খাঁটি,—
মানুষ কিছুতে রবে নাকো আর মেষের পাল !
তোমার—আমার পা বাড়ানোর দাপটে,
দেখবে তখন আধমরা পাখী
সাহসেতে ডানা ঝাপটে,
দীর্ঘকালের জবরদখলেরা
তরাসেই বেসামাল ॥

বিজয় বাশীরা তব পানে,
শুধু নিশান হবে লাল—
বহু বছরের, মুক্তির দিন
মোদের আগামীকাল।

বাসন্তি! || শ্রীমান জিপ্সী

(পূর্বাহ্নে)
বাসন্তি!
কে তোমায়
দিল—বসন্তের আগমনের আভাস?
তাই তুমি ছাড়ি' শীতের মলিন-জীর্ণ বাস,
সেজেছ কি অপরূপ সাজ!
তাই তব বরণডালাখানি আজ
পুষ্পে-পুষ্পে, পত্রে-পত্রে সজ্জিত,
করিতে বসন্তের মধুর আলাপ!
তাই বিরহিণী—তব
কুঞ্চিত অধরখানি, আজ কেমন রঞ্জিত!
লজ্জায়? অভিমানে? না, কোন্ আহ্লাদ, জানায়?

ব্যক্তি—নিকট মিলনের কোন্ [illegible] আশায় ?
(প্রাকালে)

বাসন্তি !

কে তোমায়

'দিল—বসন্তের গমনের এ পূর্বাভাস ?

তাই তুমি অভিমান করি'
বসন্তের সাথে করেছ আড়ি ?

তাই তুমি—তব

সুন্দর রূপখানি ছাড়ি

পরিছ এ বৈরাগ্য বাস ?

(প্রবোধ)

বাসন্তি !
তুমি কি জান্‌তে না—

বসন্ত তোমাকে করেছে গ্রহণ 'কৌলিন্ত প্রথায় ?

তাই সে চলেছে সেথায়

রয়েছে যেথায়

তার আরও প্রেমিকা।

বাসন্তি !

যে তোমায়

দিয়েছে বসন্তের আগমনের বাণী

সেকি তোমায় একবারও বলেনি—

"আবার আসিবে ফিরি তব প্রিয়তম" ।

হিসাব নিকাশ

সুধীরকুমার চন্দ

পৃথিবীতে কত রয়ে গেল বাকী জানা আর জানিবার,
সে কথা স্মরিয়া অশ্রু-সাগর উথলিছে অনিবার।
কত আশা ছিল ব্যথা ছিল কত ছিল কত অভিমান,
অজানারে জানি জয় তরে শুধু চালাইব অভিযান।
মনে পড়ে আজ করেছিনু কত খরচের বাড়াবাড়ি,
ভাবিনি তখন চুকাতে হিসাব হবে এত তাড়াতাড়ি।
বুঝিনিত কভু জীবন মেলায় আলেয়ার ছড়াছড়ি,
এ পাড় ছাড়িতে পারের খেয়ায় আছে এত কড়াকড়ি।
শেখাবার কত শিখিবার আশা হয়ে চলে হেথা লয়,
বিধির বিধানে প্রতি নিয়তই ঘটে কত পরাজয়!
ভাগ্য-জিনিতে চালাইছে কত জীবনের ভাঙ্গা-রথ,
নিঠুরা নিয়তি নিদয়া হইয়া রুদ্ধ করিছে পথ!
রিপু আর কত শত্রু রয়েছে জীবন নদীর বাঁকে,
তাঁদের জিনিতে সাধ্য কাহার, যাঁহারা বিধান রাখে!
হিসাবের কত হোল অপচয় খতেনের পাতা শেষ,
বিস্মিত আঁখি হিসাবের পানে চেয়ে রয় অনিমেষ!
জমার ঘরেতে পড়েছে শূন্য খরচ হয়েছে ঢের,
এক এক করি ফুরায়ে চলেছে দিনগুলি জীবনের!

কাব্য ও কবি

সুধীরকুমার চন্দ

ডাকিয়া জিজ্ঞাসে কাব্য 'শোন কবিবর,
কত দুঃখ সহ তুমি আমারে সৃজিয়া।
সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ শর সহি নিরন্তর—
বিনিদ্র রজনী যাপো আমারে স্মরিয়া।
সময়ের অপচয়, আয়ু ক'রে ক্ষীণ
অন্ন জল তুচ্ছ ; হেন সাধনে কী সুখ ?
কবি কহে, 'লো কবিতে, নিজে হয়ে লীন
কবিতায় বেঁচে থাকি ; ইথে দুঃখ।
দরদীর মরমিয়া তুমি লো সুন্দরী,
নিঙাড়ি, অন্তর-মধু ব্যথা-বেদনায়—
সযত্নে সঞ্চিয়া রাখি পত্র-পুট ভরি।
ধ্যানের মানসী 'কাব্য কবি-চেতনায়' ॥
কাব্য কহে—'ধন্য কবি ; লহ নমস্কার'।
কবি কহে 'সৃষ্টি হতো সান্ত্বনা স্রষ্টার' ॥

শহরের প্রান্তে শেষ যাত্রা দেখে

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহসা নির্বাক হলো চঞ্চল শহর
কার প্রতিবিম্ব ভাসে মানুষের মুখে
দূর হতে কাকে ডাকে কার কণ্ঠস্বর
অদৃষ্ট উন্মুখ হয় নয়ন সম্মুখে।
রঙ্গমঞ্চে কুশীলব বাঁশের মাচায়—
অন্তিম শয্যাটি দোলে কাঁধের উপর
কতক বিদীর্ণ কণ্ঠ হরিনাম গায়
প্রতিধ্বনি পরিব্যাপ্ত জীবন প্রান্তর।
আমাকেও যেতে হবে অন্তিম সড়কে
পাপ-পুণ্য, সফলতা, পিছে রেখে সব
দুদিনের এই যাত্রা নিরর্থ পুলকে
হরিধ্বনি রিক্ত খাট সমাপ্ত আহব।
বিষণ্ণ মিছিল দিল ভিন্ন পথে পাড়ি
চঞ্চল সবাক হল মানুষের সারি।

স্মরণে

শ্রীদিলীপকুমার দে

হে কবি তোমার অমর লেখনী মুগ্ধ করেনি কারে ?
যখন পড়েছি তোমার কবিতা আনন্দ জেগেছে অন্তরে,
তোমার কবিতা কত সুন্দর নাহি তার কিছু তুলনা
বংগমাতার বন্দনাহেতু করেছ বাণীর সাধনা
সার্থক তব কবির জনম রেখেছ যা অবদান
তোমার কাব্যে উচ্চ-নীচের নাহি কোন ব্যবধান।
ধন্য ধন্য ধন্য কবি তোমারে করি প্রণাম ॥

অতীতে যাহার ছিল নাকো ঠাঁই বিশ্বের দরবারে—
শক্তি বাড়ায়ে নবরূপ দিয়ে পাঠায়েছ তুমি তারে
মুগ্ধ করেছে বিশ্ববাসীরে তোমার নিপুণ কবিতা
বংগ জননী হেসেছে আজিকে নহে আজ নহে ভীতা,
ধন্য ধন্য তুমি কাব্য-রচয়িতা।

"আকাশে যখন দেখিনু চাহিয়া নাই নাই শুকতারা
তাইতো আজিকে বংগ জননী হয়েছে আলোকহারা।"

আরো আধুনিক কবিতা চাই ॥ শচীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতা চাই।
যার কিছুই মানে নাই—
কিংবা আছে যেমন রয়
মধু ফুলে ফুলে ফুলময়
সৌরভের গৌরব বিজয়।
এর আবার কিছু মানে হয়?
নিস্তেজ, নির্জীব, অদৃশ্য
গৌরব, সরলতাহীন, মিশ্র
এ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ,
কাটা-কাটা জীবনের ডাক,
ভগ্নাংশ, বধির, নির্বাক,
তবু বলে—ঐ সুন্দর সবাক।
বড় ব্যথা পাই। কি লিখে—
কেন লেখে? তারা কি দেখে
এমন সজীব স্পন্দন ঢেকে
বাস্তবে শুধু রং-চং মেখে
অ-সাধারণ অবাস্তব আঁকে?
কিংবা ঠিক, নিঠুর বাস্তব,
জীবনের অসংলগ্ন পদ
সে লেখে না পাছায় তিক্ততায়,

রিক্ততার ব্যথার কান্নায়
স্পষ্টাক্ষরে, ঘৃণায়, লজ্জায়।
তাইতো লিখতে পারি না,
ঠিক পদে পদে মেলে না,
এ জীবনের নানা পথে হেঁটে,
ভালমন্দ সুখদুখ কেটে,
জীবনের সব ভুলে তাই
সুন্দর প্রতিচ্ছবি প্রায়—
আর লিখবার কিছু নাই, তাই—
আধুনিক অস্পষ্টতা চাই।

তুমি ‖ দেবেশকুমার দাস

আমি সেই দিন তোমার পরশ পেয়ে
স্মৃতির মন্থনে আবার দেখেছিলাম
যৌবরাজ্য, আমি পেয়েছিলাম, অনেক দ্বন্দ্বের শেষে
যৌবনের সীমানায় এসে
কপালে এঁকেছিলাম জয়টিকা।

রাজবাড়ী
অনেক বড় তার চত্বর
অলিন্দে অলিন্দে শেষ রাজসীমায়
রেখেছে সে জড় করে অনেক কারুকার্য।
আমার যৌবন মণি কোঠায়
অগুরু শোভিতা, কপালে চন্দন টিকা,
পরণে শাড়ী কাশ্মীরী বুটিকা,
ফর্সা দোহরা গড়ন
টিকোল নাক
মেঘবরণ ঘন কাল চুল
তুমি।
অনেকের মাঝে নতুন করে পাওয়া, নতুন করে দেখা
আমার
যৌবন রঙীন স্বপ্নে
বিচিত্র ফুল বাগানের আঙিনায়
হাস্নুহানা গাছের নীচে
হাতে ফুল সদ্য ফোটা মল্লিকা
গলে ফুলের মালা যুথিকা
চুলের বেণী বকুল মালায় ঘেরা
তুমি, আমার প্রিয়া
[illegible]।

নির্বাসিতা

শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্তী

নিঃসঙ্গ একাকী জীবনের খেয়া-তরী
খানি নিয়ে, দেশে দেশে বয়ে চলে
স্বরচিত গানখানি গেয়ে।
বিচিত্র জগতের মাঝে নিয়ত লিপ্ত আছে
সমাজের কাজে, সহাস বদনে শিশুর সারল্যে
দিন কেটে যায় তার বিধির নিয়মে
পারেনা রোধিতে তারে তীব্র প্রতিবাদে॥
ধীরে ধীরে তরী তার বেয়ে চলে
দূরে আরও দূরে সমুদ্রের মাঝে
আনমনে চেয়ে থাকে উন্মত্ত তরঙ্গের পানে।
অশান্ত জীবন সমুদ্রে
একখণ্ড তৃণ সম সে যে,
ভেসে চলে অবাঞ্ছিত কূল ছাড়ি
অন্য কোন বাঞ্ছিতের পাশে।
কেন সে বৈভব থেকে দূরে সরে থাকে
কোন ভাগ্য দোষে।

কোন পাপের প্রতিফল রূপে
নির্বাসিতা আজি এ সমুদ্র পাড়ে।
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে তার বুক কেঁপে যায়
আঁখি দু'টা ভিজে যায় আজো শংকায়।
উত্তাল সমুদ্র মাঝে একা একা ভাবে সে
এই ঢেউগুলি পারে নাকি নিয়ে যেতে তারে
তার সেই মনোময় বাঞ্ছিতের পাশে॥

দু'টি পাথর

শ্রীপ্রেমরঞ্জন

দু'টি পাথর
কেবল দু'টি পাথর :
লোকে বলে জড়
প্রাণ নেই। কিন্তু
নড়ালে নড়ে : আবার
ঠুক্‌লেই আগুন জ্বলে।
দু'টি পাথর
কেবল দু'টি পাথর॥

শুয়াপোকা

জগদীশচন্দ্র দাশ (পর্কাশর)

ওরে দুরন্ত তোর্ ও দংষ্ট্রা
রচিয়াছে কিরে শুধুই স্রষ্টা
সুন্দরে বিনাশিতে ?
দিবস রজনী পর্ণের বুকে
তোর অভিযান চালাইতে সুখে
এসেছিস্ ধরণীতে ?
কিশলয় দল যেথা করে ভীড়্ ;
সেথায় হানিস্ বিষাক্ত তীর্,
লালসারে তোর শুনিতে নিয়ত
অশ্রু গলিত গীতে॥

কত না কষ্টে পত্রের হিয়া ;
প্রকৃতির কত যাতনা সহিয়া—
কত নিশি জাগরণে,
রিক্ত করিয়া মূল ভাণ্ডার—
আহরণ করে আপন আহার
নিজ প্রাণ রাখি পণে।
পৃথ্বীর বুকে জমাইয়া পাড়ি ;
মূল সেই রস আনিল উজাড়ি,
অলস ভোগের ক্লান্তি ঘুচায়ে
দিবস শর্ব্বরীতে॥

ওরে নিষ্ঠুর ওরে নির্দ্দয় !

এতটুকু তোর নাহিরে হৃদয়

কেন দুর্জ্জয় বেশ ?

প্রকৃতি যে ধন পল্লবদলে

লুকায়ে রাখিল ; কেন তুমি বলে—

কর তা'রে নিঃশেষ ?

বিধাতার একি ন্যায়ের ভাষ্য ;

করিবে সবল অট্টহাস্য,

দুর্ব্বল শুধু পৃথ্বীর বুকে

আসিবে রক্ত দিতে ?

আমি আর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবনা

জি, দেবাশিসন

সুচরিতা মিতা

অফিসে কাজের ফাঁকে

বহুদিন দেখেছি তোমার

হাসি খুশি মুখ—

দেখেছি আরও অনেক কিছু।

ভেবেছিলাম তোমায় নিয়ে
একটা গল্প লিখব
মনের ভাবনাকে
কালির টানে রূপ দেব।
যা হবে
একটা সত্যিকার ছন্দময় গল্প।

একদিন তাই
টেনে নিয়ে কাগজ কলম
শুরু করলাম লিখতে।
কল্পনায় পেলাম দেখতে—
তোমার সেই হাসি খুশি মুখ
আর ঠিক তখনই........
মাথাটা ঘুরে উঠল
চোখের কোণে জল জমল
ভীষণ ভীষণ জল।
ক্রমে এল সব ঝাপসা হয়ে
যে ক'টা লাইন লিখেছিলাম।
গেল তা ধুয়ে।
একরাশ অন্ধকার ঘর
জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম।

তারপর......।।।
গল্পটা আর লেখা হ'ল না।
কেন জান মিতা?

আমি আর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবনা।

স্মৃতি পাটে লেখা

শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য

আলোকে অন্ধকারে মনে মনে
করেছি স্মৃতি চারনা,
কল্পনার নিস্তব্ধ গভীরে
খুঁজে না পাওয়ার বেদনা।
ঢেউ ওঠা আর ভেঙে পড়ার মত
জীবনের নিঃসীম ব্যর্থতা
লিখেছে মনের অতলে ছন্দহীন ইতিহাস।
প্রাত্যহিকতার নিস্পন্দ যন্ত্রনা
যখন ক্লান্ত, অচঞ্চল, অস্তিত্বহীন,
দিনান্তের আনন্দে উচ্ছল হয়ে
আমি উঠেছি—স্বপ্নের বিমুগ্ধ শীর্ষে।
জীবনের রামধনু রঙে আঁকা দিনগুলি
শূন্যে পাখা মেলে আজ নিরুদ্দেশ।
মেঘের কালিমায় আর আকাশের নীলিমায়
তার কোন ছায়া পড়েনি।
শুধু স্মৃতিপটে লেখা আছে সে কাহিনী।

'হোলি খেলা'

—প্রলয় সেন

দিনান্তের হোলির রঙ্
মাখামাখি করে দল মেলা শিমুল-পলাশ।
না পাওয়ার বেদনার দীর্ঘশ্বাস
আগুনের ফুল্‌কি চোখে নিয়ে
বাঁচার তাগিদে
হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে
নিষেধের বেড়া ঠেলে
আধখানা রুটির তরে।
নিরাশার রঙে
রাঙিয়ে দু'টি হাত,
শ্লথ গতিতে ফেরে আপন ডেরায়।
সব শেষ হয়,
শেষ হয় রঙ্ মাখামাখি
বাতাসে বেড়ে ওঠা চিতার জ্বলন্ত বহ্নির মাঝে।

চলো যাই আদিম যুগে

দীপক চক্রবর্তী

সুচরিতা, আজও তো তুমি আছ অনূঢ়া যুবতী,
নির্জন পৃথিবীর অপরূপ শোভার মতন।
বারোয়ারী দেহ নিয়ে আজও তুমি কুমারী তপতী,
মনের অস্তিত্বে তবু ভালোবাসা করেছ যতন।
বিকৃতি-বিদ্রূপে ভরা এই যান্ত্রিক আকাশ।
সুচরিতা, অনূঢ়া পৃথিবীর আজ দশ মাস।

প্রেমের কবিতা বুঝি মানুষের সুপ্ত বিবমিষা,
পৃথিবীর লাবণ্য আজ শকুনীর কামনা দুর্জয়,
ঘৃণিত মানুষ তবু পায় নাকো দিশা,
ভালোবাসা 'বায়োলজি' আর কিছু নয়।
কামুক-হৃদয় দিয়ে ঘেরা অমানবিক কিছু;
সুচরিতা, কুমারীর কোলে আজ নবজাত শিশু।

সভ্যতা কৃত্রিম আজ যান্ত্রিক মানব।
এটম হাইড্রোজেন বিজ্ঞানীর আকাঙ্ক্ষিত ধন।
অন্তরে ঘৃণা নিয়ে সব বুঝি হিংস্র দানব।
ভোগের ফসল তাই তোমার ওই নাবালিকা-মন,
দানবিকতার চিহ্ন আজ তোমার ওই নবারুণ-মুখে
সুচরিতা, চলো আজ চলে যাই আদিম সেই যুগে।

বিফল বসন্ত

রামশঙ্কর ঘোষ

হে বসন্ত, আমাকে কর গো ক্ষমা,
তোমার উষ্ণ উৎসবে তুমি রাজা,
রূপসী পেলব পুষ্পে তোমার সাজা,
আমার মনেতে বিগত শীতের শীতলতা শুধু জমা।
 ঝরা পাতাগুলি খসে খসে গেল সব,
 তার সাথে গেল সারা বছরের স্মৃতি,
 কিশলয় মাঝে অজানা নবীন প্রীতি,
 পতিত পাতার অভিমান বাণী—ঐ মর্মর রব।
তোমার এ ভরা উৎসবে ওরা আছে—
কিশলয়, রাগ-অনুরাগ আর ফুল,
ভ্রমর, কোকিল ও দখিন বায়ু-কুল,
ডেকোনা আমাকে, বসন্ত, ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে।
 তোমার আসর পূর্ণ যে কুহু তানে,
 তোমার বাসরে অজস্র ফুল রাশি,
 প্রাঙ্গণময় ঘাসের সবুজ হাসি,
 এতো আনন্দ আয়োজনে সাড়া জাগেনা আমার প্রাণে।
যাও বসন্ত, যেখানে ফুটেছে জোছনা,
কানন যেখানে মুখরিত কুহু তানে;
মেশে কি সে তান ঝরাপাতাদের গানে?
আমার প্রাণেতে থাকুক জমানো বিগত শীতের দেনা।

প্রভাত

অধ্যাপক শ্রীজয়কালী ভট্টাচার্য এম্-এ,
কাব্য পুরাণতীর্থ, সাহিত্য ভারতী।

ধীরে ধীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রশান্ত নীরবে
কৃষ্ণ যবনিকাখানি আপনি মিলায়;
পূর্বাশা উদয়গিরি দেয় দেখা যবে,
রাশি রাশি জ্যোতির্লতা আলোক বিলায়।

বিশ্ব-রঙ্গালয় মাঝে একি কমনীয়
কান্তি দীপ্ত সমুজ্জ্বল! সুকান্ত তরুণ
সপ্ত অশ্বে জুড়ি' রথে চির-বন্দনীয়
উদিত-ভাস্কর,—সাথে সারথি অরুণ।

সুপ্ত-শক্তি নিমেষেতে লভে জাগরণ,
বৈতালিক ধরে তান, অপরূপ সুর;
সুন্দরী প্রকৃতি হাসে, অঙ্গে আভরণ,—
বসুন্ধরা নৃত্য-ছন্দে বাজায় নূপুর।

নিশীথ মায়ায় ছিল জ্ঞান হারা যা'রা,
প্রভাত পরশে পুনঃ পায় প্রাণ তা'রা।

হায়—নিদ্রিত স্বদেশ !

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য

অন্ধকারে
হাতে হাত রেখে
উদাস বিষণ্ণ ভাবনা !

তারপর—
গোলাপের পাপড়ি
দু'হাতে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে
আকাশে উড়ালো,
হাত লাল, রক্তের রং
দিন নেই—মানুষ মৃত।

আর
আমাদের রক্ত শীতল
বরফের মত
হায়—নিদ্রিত স্বদেশ !

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

অধ্যাপক—শ্রীজয়কালী ভট্টাচার্য
এম-এ, কাব্য-পুরাণতীর্থ, সাহিত্য-ভারতী।

পৌরুষের বহ্নি-মূর্তি, তেজের আধার,
কঠোর কর্তব্য-ব্রতে অকম্প নির্ভয়,
হে মহান শুদ্ধসত্ত্ব, উৎস করুণার।
চির-পুণ্য কীর্তি তব করেছ অক্ষয়।

বন্ধুর চলার পথে পেয়েছিলে শত
বেদনা-আঘাত নিত্য; ছিল অবিচল
অটুট অন্তর তবু; বিঘ্ন বাধা যত
গেল দূরে; হ'ল জয়ী সত্য আত্ম-বল।

হীনতার ক্ষুদ্রতার সকল বন্ধন
অবহেলে করেছ গো বিচ্ছিন্ন আপনি;
নিবারিলে প্রীতি ভরে আর্তের ক্রন্দন
নির্মমের রক্ত-চক্ষু তৃণ হেন গণি'।

নহ ত কেবল তুমি বিদ্যার সাগর,—
দয়ারও সাগর যে, তুল্য পরস্পর।

বীণা বাদিনী

মানবশঙ্কর ঘোষ

আমাকে ডেক না তোমার প্রমোদাগারে
বারে বারে,
সেথা পাই শুধু সুখ—তুমি থাক দূরে,
সখি, ডেকনা আমারে॥
ভালো যদি বাসো প্রিয়ে মনের গোপনে,
ক্ষণে ক্ষণে—
এসো তুমি এই শ্যামল উপবনে,
আমার হৃদয়-কাননে॥
ফুল বাগিচায় বীণাখানি নিয়ে হাতে
এসো রাতে,
গান শেষ করে না-হয় যেও যে প্রাতে,
বিদায় নিও প্রভাতে॥
তোমার পরশে প্রাণ পায় বীণাখানি,
কত রাগিনী—
গাও তুমি ওগো আমার বীণা বাদিনী
আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি॥

———

॥ সকল পাওয়ার শেষে ॥

শিবদাস চক্রবর্তী

ঠিক যেন সেই হাসি এখনো ঠোঁটের কোণে লাগা,
সশঙ্ক আনন্দ-ভরা উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি জাগা
তন্দ্রিল আবেশ-মাখা সেই চোখ। আগেকার মতো—
অতিথির আপ্যায়নে গৃহী হয় যেমন বিব্রত,
অস্থির সে উদ্দীপনা আজো তার সমগ্র সত্তায়
সফেন তরঙ্গ ভঙ্গে পথিকের বিভ্রম জাগায়।

বহুদিন পরে দেখা দূর থেকে,—তা'ও অল্পক্ষণ,
জটিল জনতা-স্রোতে পথ বেয়ে চলেছে তখন,
হয় তো সিনেমা-গৃহে, কিংবা কোনো পার্কে, রেস্তোরাঁয়,
কিংবা কোনো বান্ধবীর আমন্ত্রণে সৌজন্য রক্ষায়
ছুটির বিকালে। সঙ্গে—দেহরক্ষী সারা জীবনের।
প্রহরা এড়িয়ে দেখা অলক্ষ্যিতে, তবু তা' মনের
আকাশে সঞ্চার করে দিয়ে গেল সহসা তড়িৎ;
প্রশ্ন নিয়ে ফিরে এলো অপগত আমার অতীত।
পেয়েছে সে সব কিছু সমাজের চোখে যা' যা' দামী,
কখনো করেনি স্পর্শ তাকে কোনো লৌকিক নোংরামি।
তবু কেন তাকে দেখে আজকে এ কথা হলো মনে,—
কী যেন পায়নি চেয়ে, চলেছে সে তারি অন্বেষণে?

আত্মজ

॥ অন্ধকারে সমিধ খুঁজি ॥

মানবশঙ্কর ঘোষ

হতাশার মেঘে ঢেকে গেছে
আজ সাধনার ধ্রুব তারা,
অন্ধকারে শান্তি-পারাবত
ভয়েতে ব্যাকুল দিশাহারা।

সবাই যে চলেছি কোথায়—
আলোক সরণী বেয়ে বেয়ে ;
নিয়মের মাঝে তাল রেখে
প্রাচীন আশার গান গেয়ে ?
সরণী আলোময়, যদিও
গন্তব্য রয়েছে অন্ধকারে,
চলেছে প্রশান্ত রাজপথে
অশান্ত মিছিল সারে সারে।

ছকে বাঁধা সাবেক জীবন
পদে পদে আজ প্রতিহত—
তবুও অজানা অরণ্যেতে
সমিধ সংগ্রহে আছি রত ॥

খোকার স্বপ্ন

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঘুমের ঘোরে ছোট্ট খোকা স্বপন দেখেছে ;
হাওয়ার গাড়ী চড়ে সে অনেক ঘুরেছে ।
ঘুরে ঘুরে দেখেছে সে একাই চুপি চুপি
রকমারি মজার কথা-যত আজগুবি ।
কাঠের ঘোড়া দিচ্ছে তাড়া ছুটার তরেতে,
মাটির হাতী নিয়ে ছাতি চড়ছে গাড়ীতে ;
মরা গাছ করে সাজ নানারকম ফুলে,
সেই ফুল করে ভুল নীল পরীরা তুলে ।
বাড়ীগুলো শাড়ী পরে নাচে মজার নাচ,
বিড়ালগুলো নিয়ে কুলো শুনে বসে মাছ ;
মানুষগুলো ফানুষ হয়ে উড়ে গিয়েছে,
ছাগলগুলো পাগল হয়ে জলে নেমেছে ;
মণ্ডা মিঠাই ডাণ্ডা নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে,
জামা গায়ে ধামাগুলো চলে তাদের দলে ;
যত কুকুর নিয়ে মুগুর তেড়ে এসেছে,
বাঁদরগুলো চাদর পরে বাবু সেজেছে' ।
স্বপন দেখে খোকার চোখে ঘুম আসে না—
ছোট্ট সোনা বন্ধুরা ভাই ! স্বপন দেখনা ।

বিরহ

শ্রীনিরাপদ দত্ত

আজিকে এ প্রভাতে আজিকে ফুল-বনে
এসেছি তারে সখি, এসেছি তারি সনে।
কবরে কত কথা ভাঙ্গি সে নীরবতা
বাঁধিয়া তারে সখি মিশিব তারি সনে॥

তারি সে সুরে, সুরে কেবলি ঘুরে ঘুরে
বসিব সেথা সখি তারি সে হৃদি জুড়ে।
তারি লো মধু বয়ে কত না ব্যথা সয়ে
রচিব নীড় সখি তারি সে সুরে সুরে

দেখ সে ঝরা ফুলে কভু না যাবে ভুলে
বিরহ ব্যথা সখি জাগিবে হৃদি-মূলে।
বুঝায়ে বল কথা দিয়ো না তারে ব্যথা
গোপন করো না সখি মম সে চেনা ফুলে॥

আজিও ফুলবনে ব্যাকুলি মনে মনে।
জাগে সে কথা সখি সে মধু আহরণে
তারি সে ফুলবনে চলেছি ক্ষণে ক্ষণে
মানে না বাধা সখি চলেছি প্রাণপণে॥

স্বাধীনতার দিন

শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত

রক্ত রবির আলো পরশে নন্দিত অনুক্ষণ
পনেরো আগষ্ট স্মরণীয় দিন বরণীয় শুভক্ষণ।
ঝরেছে রক্ত শত শহীদের কবর হয়েছে পাতা
বুকের পাঁজরে হাজার গুলির ভিত্তি হয়েছে গাঁথা।
ললাটে এঁকেছে রক্তের টীকা পদযুগে শৃঙ্খল
ভারতমাতার মুক্তির লাগি জাগিয়াছে মহাবল।
ছুটেছে পাগল ভেঙ্গে পাষাণ আসিয়াছে সৈনিক
একটি মন্ত্রে মন্ত্রিত মনে দৃঢ়চেতা নির্ভিক।
কোথা রে যোদ্ধা, কোথা সন্তান কোথায় শস্ত্রবান
মুক্তি সেনানী কদমে কদম হও শুধু আগুয়ান।
ভাঙ্ রে শেকল, ভেঙ্গে দে বাঁধন আসুক প্রলয় আজ
ধ্বংস হউক পরাধীন প্রাণ রুষ্ট বৃটিশ-রাজ।
হউক শ্মশান পরাধীন বাস, বাসের মমতা মায়া
শ্মশানের বুকে আমরা আনিব শিবের শান্তি ছায়া।
আসুক দুঃখ, দৈন্য, বেদনা তবুও স্বরাজ চাই
'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ভয় নাই ভয় নাই।'
নিভেছে আগুন নেমেছে শান্তি মহাবেদনার 'পরে
ভারতমাতার অশ্রু মুছিল, স্বাধীনতা এল ঘরে।
সাধনার ধন সে শুভ-লগন ফিরে এল গৌরবে
গাও জয়গান রাখো সম্মান প্রণমি মাতৃপদে॥

লক্ষ্মী আবার ফিরেছে ঘরে

শ্রীশংকরনাথ সেন

ধানের ক্ষেতে সোনালী রং ধরেছে আজ—

ব্যস্ত কৃষকেরা ধান কাটার করছে কাজ !

তাদের মনে সুখের ঢেউ খুব করছে খেলা ;

ব্যস্ত আছে অনেক কেউ জগতের এই মেলা।

সুখের ঢেউ করছে খেলা সারা জগৎময়—

সবাই সুখী ; কেউতো দুখী নয়।

মনের সুখে কইছে তারা :

ধানের ক্ষেতে কিষাণ যারা—

ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে ফিরে

দিয়েছে তাদের সুখে ঘিরে।

চারিদিকে যায় যে শোনা শঙ্খধ্বনি

ফিরিছে আবার সুখের মণি।

এনেছে সাথে করে মঙ্গল ;

দিয়েছে ছিঁড়ে দুখের শৃঙ্খল ॥

কয়েদী

শ্রীঅনাদিনাথ রক্ষিত

অপরাধ করিয়াছ, বড় ঝামেলা,
কয়েদখানায় কাঁদো, তুমি একেলা।
উৎসবের দিনে ত্যাজি মহাধুম ধাম,
লোকজন সোর গোল করে অবিরাম।
তুমিও থাকিলে ত্যাজি করিতে খেলা।
কয়েদখানায় কাঁদো, তুমি একেলা।

আপনার হয়ে তবু পর হয়ে যাও,
নানা কথা মনে এনে দুঃখ জাগাও।
হাহাকার হৃদয়েতে কত না বেদনা!
বলিবার কেহ নাই, "কেঁদো না," "কেঁদো না"।
হাসির ভুবনে ঝরে অশ্রুমেলা।
কয়েদখানায় কাঁদো তুমি একেলা।

মেলে নাকো তোমার তো কাহারো দেখা,
নীরবে বসিয়া ভাব, ভাগ্য লেখা।
অলক্ষ্যে করিয়াছ, যতটুকু পাপ,
মরম ব্যথায় মর, কর অনুতাপ।
কেটে যাক তাড়াতাড়ি কয়েদী বেল।
কয়েদখানায় কাঁদো তুমি একেলা।

সদ্য প্রাতে

শ্রীনিরাপদ দত্ত

রূপ কমলা শ্মশান শ্যামা সংসারে সং সাজলি কেনে !
শ্মশান শ্যামা মধুর রূপে সাজলি কেন সকল জেনে ।
বেয়ে বেয়ে জ্বলছে চিতা, রাজার ঘরে হাজার বাতি
জ্বলছে চিতা দিবানিশি যুগান্তরের বর্ত্তে মাতি ॥
রথের চাকা আটকে গেল অভিশাপের বাতাস লেগে
গর্জ্জে উঠে বীর দাপনি ! ঘূর্ণি বাযুর বর্ত্ত বেগে ।
মর্ত্তে তারি মত্তপনায়, স্বর্গে তারি আভাস জাগে ॥
আজকে তারি উদ্দীপনায়, উদয় বুঝি উষার রাগে ॥
বান এলরে পরাণ ভরে জীবন ধারা মরণ পানে—
গর্জ্জে উঠুক গরজ করে লুকিয়ে রাখা সকল গানে ॥
চলব না আর তারি স্রোতে, গতি পথের পথটি বেয়ে'
হুঙ্কারি ওই ভৈরব রব আকাশ পানে উঠব ছেয়ে !
তুলব তারি তুলব ধ্বজা, শঙ্খ ফুঁকি সিংহনাদে—
জাগবে তাদের জাগরণী দুঃখে যারা কেবল কাঁদে ॥
সকল ব্যাথা ছিন্ন করি, শূন্য মনের আঙ্গিনাতে
শ্যাম হবে যে শ্যামাঙ্গিনী, আজকে ফোটা সদ্য প্রাতে ॥

করছি মোরা পণ

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশ ও দশের কাজের তরে করছি মোরা পণ ;
লোভের থেকে, অটল করে রাখব মোদের মন ।
আঘাত, বাধা, বিপদ আসুক চলার পথে আজ—
সহজ করেই চলব মোরা রাখব নাকো লাজ ।
ধর্মকে ভাই মাথায় রেখে সিধে পথেই চলব
পাকের পড়ে কোনদিনই মোটেই নাহি পড়ব ।
সকল কাজ ও কর্মে মোদের থাকবে শুধু লক্ষ্য—
দেশ ও দশের প্রাণের ভিতর জাগবে সদা সখ্য ।
কুঁড়েমি আর বিলাসিতা মোদের চলার পথে ,
ঝেড়ে ফেলে দূর করে ভাই চলব বিবেক মতে ।
দেশের তরেই আনব মোরা চিত্তে নূতন বল ;
সত্য-শিখা মনের ভিতর জ্বলবে অবিরল ।
এই সমাজে আছে যতেক' নীচতা আর কালো,
পবিত্রতায় ঢেকে তারে জ্বালব দেশে আলো ।
মোদের কাজেই থাকবে সুখে দেশের জনগণ ;
তাই'ত মোরা আজকে সবাই করেছি এই পণ ॥

বেদনা ও উচ্ছ্বাস

বিপ্লবকুমার সেনগুপ্ত

বিনিদ্র রজনী যাপন করেছ প্রিয়া
উত্তপ্ত কামনার দিনে।
দুটি অভিন্ন হৃদয়ের কোমল স্বাক্ষর
চেয়েছিলে এঁকে দিতে জোৎস্নাস্নাত সিত মধুযামিনীতে,
তোমার প্রিয়ের বুকে।
কিন্তু ভাগ্যাকাশে বিষাদের কুজ্ঝটিকা
সুপ্তিতে হয়ত ছিল মগ্ন।
নিঝুম রাত্রির কিছু আগে
পীচ বাধানো শক্ত পথের ধারে
রক্তের রেখা সর্পিল গতিতে জোয়ার এনেছিল
সাক্ষী ছিল ক্লান্ত ফেরতা কিছু পথিক।

মিথ্যে হয়েছিল কল্পনার রঙে
সাজান তোমার বাসর।
অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে অসহ্য অব্যক্ত বেদনায়
লুটিয়ে পড়েছিলে বৃন্ত হতে খসা কোমল
চাঁপাফুলের মত
দুগ্ধ ফেননিভ বাসর-শয্যায়।

সমাধি

বিজয়কুমার লস্কর

আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা—
জ্বলন্ত অঙ্গার।
অশান্ত সমুদ্রে
(যেন) উত্তাল ঢেউ।
—কাল নাগিনীর নিঃশ্বাস।
তলিয়ে যাওয়া রক্ত
ঝাঁপ দেওয়া মন!
দাবানল লোভ—
উলঙ্গ অট্টহাসি
ওরা সবই প্রেতাত্মার প্রচ্ছায়া
আসুরিক রাজত্ব—
—কুৎসিৎ-কদাকার।
নারকীয় ব্যাভীচার
নাসা সাকী আর হিরোসিমা।
আর অহিংসার সমাধি
অধুনা ভিয়েৎনাম!

ছন্দপতন

বিজয়কুমার লস্কর

বসেছিলাম কবিতার খাতা নিয়ে
জানালার পাশে—
পূর্ণিমার রাতে।
কাল জয়ী সাহিত্য স্থষ্টির ছিল মনে আশ।
মাঝ থেকে বাধা দিল—
—দুদিনের উপবাস।
ভাবনা ছিল চাঁদ-ফুল আর প্রিয়ার
হায়! কলরব শুনা যায় অস্থিচর্ম্মসার অবোঝ! জনতার--
একি প্রহসন!
গুজব শুনতে হ'বে, ভেজাল মানতে হ'বে—
হায় নিয়তি! এর চেয়েও ভাল
স্থষ্টি করা মূক আর বধির।
না! না!! না!!.—
চাঁদ আজ অলীক মসনদ্
—আমার লেখনী সর্বহারার প্রতীক
উদ্দাম দামোদর নদ॥

আমি যে তাদেরই দলে

শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জী

বিশ্বের নিঃস্ব যে জাতি, সমাজের কাছে হীন,
যাহাদের নাম কেউ বলে নাকো কোনদিন,
এতটুকু স্নেহতরে।
ক্ষুধাতুর ব্যথিত অন্তরে জানায় না কেহ একটু সহানুভূতি
তবু আমি যে তাদেরই দলে !
আমার এ গান সিক্ত তাদের দুঃখের অশ্রু জলে
যদি এ গান গাহিতে না পারি তবুও সে তান যাবে না বন্ধ হয়ে
উষার আলো বিশ্বে জানাবে সে সুরের লহরী।
ঘৃণা, অবহেলা আর উৎপীড়নে মূক হয়েছে যাদের মুখ,
তাদের দীর্ঘশ্বাস হবে না বিফল, বহিবে এ আকাশ বাতাস,
কাঁদিবার নাই যাদের এতটুকু ঠাঁই, এতটুকু অধিকার
তাদের আঁখি জল, প্রভাত শিশিরে মিশিয়া সিক্ত
করিবে ধরণীতল,
স্তব্ধ নিশীথে তারার কণ্ঠ ভ'রে সব হারাদের গান রেখে যাব,
নিয়ে যাব শুধু ঘৃণা. বিনিময়ে দিব এই কবিতার দীন বীণা।
হে ধরণী ! কোন দিনের তরে মনে পড়ে এই অভাগাকে, যেইদিন
চির লাঞ্ছিত সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত যারা। তাদের দিও স্থান
তব উদার হৃদয় মাঝে। সেইদিন আমার এ বীণা
সুরে বাজে কি না বাজে !

এবার লও গো মোরে

শ্রীঅনুপকুমার পাড়ই

দেখিলা তুহারি ও নয়ন ; প্রাণ মোর
উথালি পাথালি। কি যাদু ছিল তুহার
ও নয়নেরি প্রতি চাওনির ঝলকে
ঝলকে। আমি যে দেখিলা ও নয়নের
বহুরূপীতা ; আমি যে দেখিলা ও আঁখিতে
মাহরূপীতা। ও নয়নে মোর প্রাণ
কাঁদিলা : হু—হু ক্ষণে ছুটি ও আলেয়ার
পিছিয়া। দিবারাত্রির খেলার মাঝেতে
ছুটেছি ছুটেছি ও আলেয়ার পিছেতে
রক্ত ঝরিছে দরদর ধারায় মোর
হিয়া হতে ; আমি ক্লান্ত, আমি অবসন্ন।
দেখিলা বসিয়া—ঐ—দূরে যায় আলেয়া
চলিয়া ; ওকি জানিল না আমি তো আর
নাহি পিছু নিব ওর। প্রতিযোগী
সাজি হার মানিলা ; তবু কেন ছুটিয়া
যায়—ও কোন দূর প্রান্তের পানে, তবে
কি ও বুঝে না মোর এ প্রাণের ব্যথার
ব্যথা ; হায়রে ! অতি দীর্ঘশ্বাস পড়িলা
কাঁপি স্তব্ধ মোর হিয়া। পড়ি গেনু, ঢালি
দিনু মোর প্রাণ প্রকৃতির ধরাতলে।

স্থির চিত্র

অসীম বক্সী

অনেক দূর চ'লে এসেছি
অনেক নগর, নদী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন,
অনেক স্মৃতি পেরিয়ে বিস্মৃতির হাত ধরে
এক নির্জন পাহাড়ের কোলে।

সংগে আনিনি কিছুই !
আনিনি কোনো এ্যাল্বাম্
বা তোমার দেওয়া নানা চিঠির একখানা।

শুধু রয়ে গেছে এক স্থির চিত্র
অপসৃয়মান দ্রুত চলচ্চিত্রের এক স্থিরচিত্র ;
মিশে রয়েছে আমার হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকারে
তাতে সমানভাবে আলো-আঁধারের মেশা চ'লে,
যদিও আমি দাঁড়িয়ে বিস্মৃতির নির্জন পারে।

ব'সে আছি সান্ত্বনা, বিশ্বাসের হাত ধরে
কখন স্থিরচিত্র মুছে নিয়ে যাবে নোতুন ভোরে

নবীন

শম্ভুনাথ দত্ত

শঙ্খ নিনাদ তরঙ্গায়িত হয়
সুদূরে। শান্ত নিঃস্পন্দিত জ্যোৎস্নাস্নাত,
রজনী। নিশিকরের স্নিগ্ধ রশ্মিছটা
প্রশান্ত অন্তরীক্ষের বাণী প্রেরণ
করে সবুজের মুখমণ্ডলে।
ঘোষিত হয় নবীনের আবির্ভাব।
স্বচ্ছ, নির্মল, সবুজ,
পঙ্কিলতার বহু দূরে।
পথিকের পথভ্রম। গোধূলি ক্ষণে
যেন বৃক্ষে উপবিষ্ট শ্রেণী হারা
একক ক্লান্ত বলাকা।
নবীনের নিষ্পাপ ক্রন্দন
ভীতির সঞ্চার করে
আগামী দিনের স্বপ্নাচ্ছন্ন ছবিটিতে।
মৃদু শীতল সমীরণের আন্দোলন।
বাত্যাতাড়িত একক কাদম্বিনী,
ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়।
অজান্তে ছিন্ন করে স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটা।
ক্লান্ত বলাকার করুণ ক্রন্দনে
স্পন্দিত হয় অন্ধকার রজনী।

স্মৃতি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য

চৌকস লনে বৃষ্টির হীরা-মতি-পান্না,
আর্কিড, ডালিয়া, কসমস্ দোলে
আলোর ফোয়ারায় রডোডেনড্রনগুচ্ছ ;
মুখর সন্ধ্যা প্যালেসের ড্রয়িং-রুমে,
মিস্ সেনের জন্মদিনের উৎসব—
পার্টি, সংগীত, পান, যৌবন······

এরই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম
এক কৃষাণের বাড়ী ঃ
বৃষ্টির জলে তার মাটীর মেঝে—
থৈ থৈ। দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে।
মৃতপ্রায় চার টাকা কেজি
চালের চাবুকে ; চারদিনের অনাহার।
জ্বরে অচৈতন্য সে মৃত্যুর মুখোমুখি
পাঞ্জা কষছে।
দেখলাম আমি।

হে পৃথিবী অশ্রু মোছ !

শ্রীনন্দদুলাল আচার্য

হে পৃথিবী ! অশ্রু মোছ, কেঁদ নাক আর।
আনন্দে নাচাও প্রাণ, দূর কর গ্লানি বেদনার।
আশা মন্ত্রে দীক্ষিত এ মাটির রসে গড়া কবি,
প্রতিক্ষিত আমি নিত্য হেরি বারে সে আনন্দ ছবি।
শুষ্কতম ধূলি পরে সতত ঝরিবে প্রেম সুধা;
রবে নাক মানবের দানবের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।
রাত্রির তপস্যা শেষে, জ্ঞান মাতঃ সূর্য্যের উদয়,
নির্ম্মম শীতের পরে বহে যেনো বসন্ত মলয়।
মোছ, মোছ অশ্রু বারি হে মৃন্ময়ী জননী আমার,
পূবের দিগন্ত লাল অনুরাগে লোহিত উষার।
নন্দিত হৃদয়ে যত ঐ শোন কোয়েলের গান,
ঐ শোন কান পেতে যমুনায় বহিছে উজান।
ঐ হের নর আজি অনিন্দিত দেবতা সমান,
আজিকে বাজাও শঙ্খ আজি ওরে জানাও আহ্বান।

মিলন

শ্রীসুধাংশুকুমার দাস

মিলন মাধুরী রাতে
হৃদয় পেয়ালাতে,
বসন্ত ঝরিয়া পড়ে
কিসের স্রোতে ?
দুইটি জীবন কেন
একই বীণায় হেন,
বাঁধা পড়ে এক সুরে
এক মোহনাতে ?
দুইটি নীড়ের পাখী
হলো শুধু চোখাচোখি,
এতেই মিললো তারা
এক হৃদয়েতে ?
কেমনে কিসের টানে
একটি হৃদয় পানে —
ছুটিছে হৃদয় কারো
অনাদি অতীত হতে ?

ভাব সন্মিলন

—মানব শঙ্কর ঘোষ

যে গান গাইবে বলে কথা দিয়েছিলে
সে গান গাওয়া হ'ল না।
দু'জনে দুলব বলে যে কথা হয়েছিল,
দুলল নাতো সে দোলনা।
তোমার কথা দেওয়া হয়নি তো যে মিছে, —
প্রাণে আমার বাজছে মধু-গীতি।
যে ঝুলনে দুলিনি দু'জন মিলে,
সে দোলা আমার চিত্তে নিত্য-নিতি॥
যে ফাগ গুললে তুমি গো
রঙিন দোলের সকালে ;
সে ফাগ মাখিয়ে দিলে না-তো
তোমার বঁধুর কপালে।
দুটি রাখী গাঁথলে বসে বিজনে
রেশমীফুল আর জরির তার দিয়ে
ঠিক ছিল পরব দুটি দু'জনে
হ'লনা পরা সে রাখীতো প্রিয়ে।
তোমার আবীর গোলা হয়নি তো মিছে,
তোমার আবীর গোধূলি আকাশে ছড়ান।
হয়নি তোমার রাখী যে গাঁথা মিছে,
রাখী তোমার, লতাটি হয়ে তরুর গায়ে জড়ান॥

"সায়াহ্নে"

শ্রীবিজয়কুমার লস্কর

সূর্য্য ডুবু-ডুবু—
পৃথিবী সিঁদুরের টিপ পরেছে।
অবোঝ উলঙ্গ ছেলেটি নদীতে দাঁড়ানো,
এক ঝাঁক নাম-না-জানা পাখী
হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল!
জেলেটি মাঝে মাঝে ছেলেকে তাড়া দিচ্ছিল।
মেয়েটির কাঁখে কলসী—
অঙ্গে যৌবনের উচ্ছলতা
আর মুখে সলজ্জ হাসি।
—উঠতি অলস বালকেরা
গাছ তলে মধু আলাপে মশগুল।
ঘাটে বসে মোক্ষদা মন্থরা পরচর্চায় মগ্ন—
ওদের অঙ্গে উপবাসী যৌবনের জ্বালা।
অদূরে অচেনা মাঝি দাঁড় বেয়ে চলেছে
কোন অজানা যাত্রায়—
শান্ত নদীটির নাম মায়া
গাঁয়ের নামটি অজানা—
পাড়ি যাদের মহাযাত্রা—
পিছনের কথা নাইবা হলো শুনা।

'অদৃশ্য আওয়াজ'

শেখরচন্দ্র বসু

একদিন আমি নিরালা রাতে বসেছিলাম,
এমনি সময় দূরে থেকে ভেসে এল
এক নারী-কণ্ঠ
সশব্যস্ত হ'য়ে বাহিরে পলক মেলি
কেহ নাই কাছা-কাছি।
তবে কি আমারই ভুল ?
পরক্ষণে যখন বসে আছি, আবার—,
তখন শুনিলাম সেই একি আওয়াজ।
ভয়ে, ত্রাসে চকিত নয়ন মেলি দেখিলাম
কেহ নাই কাছা-কাছি।
তবে কি কোন মায়াবিনী ?
নাকি আমার হারিয়ে যাওয়া প্রণয়িনী ?
যে আমারে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল দূরে
অনেক দূরে।
মনে মনে শুধু একি প্রশ্ন র'য়ে গেল
কি এ অদৃশ্য আওয়াজ ?

নিমন্ত্রণ রক্ষা

শ্রীরামকিঙ্কর বিশ্বাস

আজকে কেন আমায় তুমি করলে নিমন্ত্রণ ;
শূন্য হাতে রাখবো কিসে তোমার আমন্ত্রণ ?
জীর্ণ বেশে মলিন হেসে গেলে তোমার দোরে,
বলো গো মোর বন্ধু তুমি চিনবে কিগো মোরে ?
দেবে আমার কোন ঠিকানা বন্ধু জনের কাছে ?
সবার কাছে পরিচয়ের গুণ কি বলো আছে ?
নেইকো আমার অঙ্গভরা অলঙ্কারের ছটা।
নেইকো আমার পরিধানে পরিচ্ছদের ঘটা,
নেইকো আমি গল্প লেখক নেইকো বড় কবি,
পারবো নাকো আঁকৃতে আমি তেমন ভালো ছবি।
বন্ধু আমার হে সখা মোর করিও ক্ষমা মোরে,
যাবো না আজ এ আবাহন রাখতে তব দোরে।
নিমন্ত্রণের দানবো কি আর নব পুরস্কার—
তাই নিও হে বন্ধু আমার একটি নমস্কার।

।। লাঞ্ছিত মানব কাঁদে শূন্য মানবতা ।।

শ্রীঅমূল্যমোহন রায়মৌলিক

এক রাজ্য, এক জাতি, এক পতাকার নীচে, এক দুঃখে-সুখে
এক তান, এক মন, এক আশা, অকথিত কত কথা মুখে।
হে মোর দুর্ভাগা দেশ—সব ব্যর্থ আজি
সুরে সুর মিলাইতে—আমি নাহি রাজি।
শাসন আসন ঘিরি স্বার্থান্বেষী পদলেহী করিছে গুঞ্জন
হাহাকার। হা-হুতাশে উঠিয়াছে চারিদিকে করুণ ক্রন্দন।
আর কত সহ্য তুমি করিবে দেবতা
লাঞ্ছিত মানব কাঁদে শূন্য মানবতা।
মুক্তি মন্থন করি উঠিয়াছ বিষ, অনাহার, অর্দ্ধাহার
তিলে তিলে জীবন হইবে শেষ
ধনিক-বণিক আর শাসকের মেদ বৃদ্ধি করি
শেষ রক্ত বিন্দু করিবি নিঃশেষ।
সর্ব লোক'পদাহত দুর্বৃত্ত অসুর নৃত্য
কোথা ঋষি ; কাঁদে সর্বজন—অস্থিদান
প্রলয়ের মেঘ-জাল বিস্তার প্রসার করি—
ধ্বংস কর—আর্ত্ত ত্রাণো—বজ্র হানো।

সুদূরের ডাক

শ্রীঅনিলবরণ মাহাত

আজ হ'তে কত যুগ যুগান্তর পরে
আবার এসেছি ফিরে তোমাদের জনপদ তীরে।
কত যে খেলেছি খেলা পৃথিবীর পান্থশালে বসে
স্বপ্নীল জীবন ছন্দে সবই আজ দূর প্রান্তে যায় ভেসে ভেসে।
চমকি উঠিছে মন দূরে থাকা দিনগুলি বারেক গণিয়া
কেঁপে কেঁপে উঠি তায় বিদায় বেলার ডাক মনেতে জানিয়া।
আমার স্বপ্নালুমন চায়নাকো সেথা আজ যেতে
তবু নীলাভ আকাশখানি হাতছানি দেয় পিছু হ'তে।
কত প্রেমের আলোয় বাঁধা দিনগুলি পড়ে রয় পিছে,
সুদূরের ডাক পেয়ে সবই আজ মনে হয় মিছে।
কত আশার উপল খণ্ড নিয়ে, এসেছিনু আমি আজ হেথা
দূরে যাবে সবই আজ আকাশ-কুসুম রাখা শেষ বৃন্ত যেথা।

যাদুকরের ডায়েরী থেকে

শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ

সাগরেও নাচতে পারি, নাচতে পারি পাতালে,
পাহাড়েও নাচতে জানি, নেচেছি খুব চাতালে।
হাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে আমি কখনো যাই আকাশে,
সৌধ আমি গড়তে পারি যেখানেতে চাঁদ হাসে।

গলা ছেড়ে গাইতে পারি সভায় কিংবা প্রান্তরে,
মরা-মানুষ খিল্‌খিলিয়ে হাসবে আমার মন্তরে।
শেওড়া গাছের পেত্নীটারে কাঁদাতে পারি হামেশাই,
এক তুড়িতে জঙ্গলেতে এনেই দেবো রোশনাই।

এ্যাটম্‌ বোমার রক্ত-চোখ দেখলে আমি হেসেই খুন,
মনে ভাবি ঃ প্রিয়া এলো বাজিয়ে কাঁকন—রুনুর ঝুন্‌।
যুদ্ধ যদি বেধেই থাকে মরবো নাকো ভ্রান্তিতে ;
দেখিয়ে দেবো, কেমনভাবে গোল মিটে যায় শান্তিতে।

দশ-চক্রে ভগবানও ভূত নাকি হয় শুনতে পাই,
লাখো-চক্রের মাঝে আমার সুখ-শয্যার মধুর ঠাঁই।
যুগ-যুগান্তর থাকতে পারি বদ্ধ ঘরের মায়াতে—
মহাদেবের আশীষ পেয়ে, আকাঙ্ক্ষিত ছায়াতে॥

ছন্দহীন

প্রভাত ঘোষ

হঠাৎ আমার মনে হল
আমি চলছি না তালে তালে,
যুগের সংগে পা মিলিয়ে
মানুষের দলে মিলে—
গড্ডালিকার মতো,
পিছনে পিছনে সারি দিয়ে।
হয়তো পড়েছি পিছিয়ে
নাকি লক্ষ্য ভ্রষ্ট প্যারাবুলার পথ বেয়ে!

* * * *

আসে পাশের সিটে ছেলেগুলো
বসেছে বড় বড় গণিত বই নিয়ে,
আলফা বিটার সাইনের আঁচড়ে
চলেছে কলম চালিয়ে।
আর আমি বসে আছি এখানে
ছেঁড়া কবিতার খাতাটার সংগে।
ওরা সব চলেছে অগ্রগতির তালে
আমিই বাঁধা পুরোনো ছন্দে?

* * * *

আবার হঠাৎ মনে হলো
আমি আমারেই যেন চিনেছি!
নেই কোন গতি তাই—
(আমি) সব অগতিরে জিনেছি॥

শুভ যাত্রায়

পঞ্চানন প্রধান (মধুকর)

কোমল কাঁচা সবুজ ডালের নবীন ফলে তুলি,
গাঁথলে কে গো অমন মালা মনের মধু মিলি।
মায়ের কোলে ছিল তারা, ছিল আঁধার ঘরে,
তোমার তরে প্রকাশ পেল ফুটল তোমার করে।
শুভ্র তারা সবুজ তারা কোমল তারা কাঁচা,
প্রাণের মধু ছড়িয়ে দিতে চায়না তারা খাঁচা।
বিশ্ব-মায়ের চরণ ডালায় কত ফুলই আছে,
কেউবা গোলাপ রক্ত-জবা কেউবা পলাশ সাজে।
শুভ্র বা কেউ জ্যোতির্ময়ী সূর্য সম জ্বলে,
কেউ বা কালো ছলনাময়ী জগৎ ভুলায় ছলে।
তাদের মাঝে শুভ্র আছে কোমল আছে, আছে রবির জ্যোতি,
আঁধার ঘরে লুকিয়ে আছে ঘৃণা তারা অতি।
তুমি তাদের আলো দিলে পথ দেখালে তুমি,
কোমল মুখে হাসছে তারা চাইছে নয়ন তুলি।
তুমিও নবীন তারাও নবীন সবুজ কিশলয়,
সবুজে সবুজ, অবুজে অবুজ মিলন-মধুর হয়।
তোমার প্রভা হার মানাবে নবীন প্রভাকরে,
তারা সবাই গাঁথবে মালা তোমার বিজয় তরে।
জগৎ মাঝে সবার কাজে ব্যস্ত তুমি রবে,

আঁধার ঘরে আলোক দানেই শ্রেষ্ঠ আসন পাবে।
বিশ্ব-ভরা রঙীন ফুলের ক্ষুদ্র আমি অতি,
তোমার ছোঁয়ায় নয়ন মেলি প্রণাম কোটি কোটি।
তোমার তার চোখ মেলিনু রইব তোমার তরে,
যাত্রা শুভের শঙ্খ বাজাই মনের বীণার সুরে।

প্রার্থনা

সুকমল ঘোষ

শোন শোন হে মানুষ
আমি সেই ব্যর্থ আত্মজ
যে তাঁর পিতার সমস্ত সাধ
চূর্ণ করে দিয়ে কতগুলো অক্ষরের
সমষ্টি দিয়েছে,
নির্গুণ অক্ষরগুলো কতকাল আমাকে জ্বালাবি
এবার আমাকে ছাড় সামনে যে জীবিকা সংগ্রাম
ভাগ্যের অমল মুখ সন্দর্শনে
প্রবল আকাঙ্খা আমার॥

অভিনব

আবার এসো কানু

শ্রীঅধীরচন্দ্র মণ্ডল

কিশোর কানু, ঘুমাও কোথা কোন্ সে অচিন লোকে ?
বৃন্দাবনে মা-যশোদার বাদল ঝরে চোখে।
রাধা তোমায় পায়নি খুঁজে হাজার অভিসারে,
কংস শেষে বন্দী তারে করলো কারাগারে।
ব্রজের রাখাল বালকগণে খুঁজছে তোমায়, রাজা !
মথুরারাজ ধরে তাদের দিচ্ছে বেদম সাজা।
গোপগণে আজ দুগ্ধ ছেড়ে সুরা বেচে হাটে,
নিত্য তাদের হানাহানি পথে-ঘাটে-মাঠে।
যমুনা হায় শুকিয়ে গেছে কালেরই উত্তাপে,
কুঞ্জগুলি ভাঙলো ঝড়ে প্রেমের অভিশাপে।
যমুনা নেই, গোপীরা তাই ল'য়ে পুরুষ-সাথী
বিলাস-ভরা গোসলখানায় করছে মাতামাতি।
কদমতলে শয়তান আজ ফুঁকে বিষের বাঁশি,
রাধার সখী চন্দ্রাবলী হলো তাহার দাসী।
ড্রাগণ-শ্বাসে গোঠের ঘাসে অগ্নি সদা ঝরে,
কংকাল-সার গাভীদলে ধুঁকছে গোয়াল ঘরে।
নীল আকাশে বিষের ধোঁয়ায় ভরলো চারিধার,
বৃন্দাবনে নামলো দিনে দারুণ অন্ধকার।
কিশোর কানু, তাই তোমারে ডাকি অশ্রুবানে—
ফিরে এসো ব্রজধামের সবার প্রাণে প্রাণে।

তোমার বাঁশির মিলন-গানে ঘুচাও দ্বন্দ্ব-দ্বেষ,
কংসরাজের শয়তানী আজ হোক, তবে হোক শেষ।
প্রেমের গানে জোয়ার আনো শুকনো যমুনায়,
বৃন্দাবনে দাও বহিয়ে মধুমাসের বায়।
শাখে শাখে ডাকুক পাখী, ফুটুক গাছে ফুল,
মাঠের নরম সবুজ ঘাসে চরুক গাভীকুল।
কিশোর কানু, তোমার মুখে বাজুক সদা বাঁশি,
বৃন্দাবনে সবার মুখে আবার ফুটুক হাসি।
প্রেমের তরে ধরো বাঁশি, শাসন তরে অসি,
অমা-নিশায় মানব-প্রাণে সৃষ্টি কর শশী।

মতো

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রূপের বেসাতি করো?
রঙদার চামড়ার?
সোনালী রোদের জলে
ডুব দাও?
বহুবার?

আমিও তেমনি
তোমারই মতো দোকানী।
সাজায়ে রেখেছি পথের মোড়ে
যত্ন ক'রে
হরিণ-মনের বেসাতি;
শুরু হ'য়েছে তারই বিকিকিনি।

অনুরোধ

বিশ্বজিৎ ঘোষ

দুর্ভিক্ষ এসেছে দেশে,
কেউ ধুঁকছে,
কেউ বেশি দাম দিয়েও সিগারেট ফুঁকছে,
ব্ল্যাকে সিনেমার টিকিট কিনছে,
রেঁস্তোরায় চপ-কাটলেট খাচ্ছে,
ভাবছে না তারা—
তারাও যে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে।
ভগবান যে তাদের পরীক্ষা করছে।
এখনও সময় আছে,
ওদেরকে বাঁচাবার। নিজে বাঁচবার।
এখনতো সময় নয়
আনন্দের স্রোতে গা ভাসাবার।
এইতো সময়
ওদের পাশে এসে দাঁড়াবার।
এস ! দাঁড়াও। আলিঙ্গন কর।

স্বপ্ন

শ্রীদিব্যেশ্বর নাহাত

স্বপ্ন মোরে নিয়ে যায় বহুদূর দেশে,
পৃথিবীর পরিক্রমা স্পুটনিক আকাশে।
যেথায় স্বরগ সুখ সঞ্জীবনী-সুধা,
শতাব্দী প্রত্যাশায় সাধনার ক্ষুধা।
নন্দন-কাননের সুষমার মোহ,
বিমোহিত করে মোর স্বপ্নালু এদেহ।
কভু সেথা ঝড় উঠে তরঙ্গ উত্তাল,
মূর্ত্ত হয় মরণের বীভৎস করাল।
ক্ষণিকের প্রতিভূতে বিশ্ব করি জয়,
ক্ষণিকের ক্ষয়িষ্ণুতে জরীষ্ণু প্রলয়।
ক্ষণপ্রভা, তবু সে যে দেহের সঞ্জীবনী,
সুন্দর শ্যামল শস্যে ভরায় অবনী।
আমার এ কল্পরাজ্যে স্বপ্ন করে বিচরণ,
নির্জীব জড়ত্বে আজি জাগায়ে স্পন্দন।

বিদ্যাসাগর

শ্রীনির্মলকুমার প্রধান

জন্মাইলে মেদিনীপুরে, বীরসিংহ গ্রামে
পরিচিত হ'লে তুমি 'বিদ্যাসাগর' নামে ,
দয়ার জন্য বিখ্যাত দয়ার অবতার
ধন্য করেছিলে নাম দেশ-মাতৃকার
পিতা তব ঠাকুরদাস, মাতা ভগবতী
সুপুত্রের মাতা তিনি ছিলেন ভাগ্যবতী
সুপুত্র নিশ্চয় হবে এমনই মাতার
যিনি চেয়েছিলেন ঐ তিনটি অলংকার
স্ত্রী-শিক্ষার জন্য লড়াই করিলে আপ্রাণ
পরহিতে সারাজীবন করে গেলে দান,
বিধবার দুঃখে তোমার গলিল পরাণ
একান্তরেতে তোমা হইল তিরোধান।
দেখালে সবারে তুমি ঐ পিতামাতা,
সকল দেবের বড়, শ্রেষ্ঠ দেবতা।
'বিদ্যাসাগর' বিখ্যাত, ঈশ্বরচন্দ্র নাম।
এখন জানাই ওগো চরণে প্রণাম।

মরণ-উৎসব ॥

প্রবীরকুমার দেবনাথ

চারিদিকে জ্বলন্ত পৃথিবী।
প্রকৃতির রুদ্ধশ্বাসে আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা ঃ
আকাশে-বাতাসে চরম প্রতিবাদ
হাজারো কণ্ঠের। বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন জীবন
মুহুর্মুহুঃ পেতে চায় সবুজের স্পর্শ।
মুক্তি-আলো ছড়াবে কে?
কে শোনাবে মহামন্ত্র
মানবের করুণ আর্তি শুনে,
এ-দিনে?
ষড়যন্ত্র হো-হো কোরে হেসে ওঠে ঃ
রক্ত-সায়রে ডুব দিয়ে
মুক্তি-স্নান কোরে নিতে হবে।
পাতালে কান পেতে শুনি,
জয়-বাদ্যে উল্লসিত
মরণের বিরাট উৎসব।
আহত হৃদয় ঘিরে
অসংখ্য বীভৎস দেহ নৃত্য করে
ভৌতিক আলোতে। চারিদিকে জ্বলন্ত পৃথিবী ঃ
মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আমরা
চিৎকার করছি, আসমুদ্র-হিমাচল ছেয়ে॥

খেই

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মানুষ কত কিতো আশা করে,
প্রবাল, পান্না, কিংবা হীরা, মতি-চূর্ণ
ক্ষণে ক্ষণে হয় কি তা' পূর্ণ?
জীবন-নদীর স্রোতে
ভেসে ভেসে কোনো মতে,
মেলে যেই,
খেই,
হৃদয় দু'চোখ হ'য়ে গেয়ে ওঠে
আর, নেই, নেই!

ঘূর্ণি-হাওয়ার স্রোতে
ভেসে ভেসে কোনো মতে
হাতছানি দিয়ে ডাকা তীরগুলো
যেই
হ'য়ে যায় শূন্য,
পদে পদে রং-হারা খুশী নিয়ে
হয় বুঝি ক্ষুণ্ণ।

সম্ভাবনা

শ্রীবিবেক কাঞ্জিলাল (কর্মকার)

আঁধারের পরেই আলোর সম্ভাবনা
বিরহের পরেই সম্ভাবনা মিলনের ; আর
দুঃখের পরেই সুখ ।
তাই তোমায় পাইনি বলে আমি কি ব্যর্থ-প্রেমিক ?
পাবো না, হয়ত পাবো—
কিন্তু প্রেমের ইতি নেই কোন কালেই ।
তাই আমারও প্রেম অমর, অনন্ত, চির-ভাস্বর
নিশ্চল প্রদীপ-শিখার মতো ।
তুমি চঞ্চলা 'ঝর্ণা', আমি তোমার প্রেম-পিয়াসী
অচঞ্চল পাহাড় ।
তুমি ফটিক জল—আমি চাতক ।
তুমি স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা—আমি মরুভূমি ।
তুমি চাঁদ—আমি চকোর ।
তাই তোমার আমার মিলনের সম্ভাবনা থাকবেই ।
সেই সম্ভাবিত মুহূর্ত্তটির জন্য অপেক্ষমান আমি
ব্যর্থ-প্রেমিক নই আজও ।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মদিনে
(জন্মদিন : ১২ই আশ্বিন)

শ্রীকিশোরীমোহন নস্কর

ঈশ্বর তুমি মানব সেবা
করে গেছ আজীবন,
আপন করে টেনেছ কাছে
যারা দীন হরিজন।
পরম দয়াল দয়ার সাগর
মাতৃভক্তি ছিল অন্তর
দিয়েছিলে পাড়ি নদ দামোদর
মায়ের স্নেহের ধন।
মায়ের আজ্ঞা পালন করেছ
চিরদিন শ্রদ্ধায়,
পরের দুঃখ-মোচন করিতে
দুঃখ পেয়েছ তায়।
তবুও তোমার উদার হৃদয়
ছিল আনন্দ কত মধুময়
তোমার পরশে ধন্য যে হয়
বাংলার জনগণ।
যখন এ দেশ অশিক্ষা আর
অজ্ঞানে ছিল ভরে,
তোমার "বর্ণ পরিচয়" মালা
দেখাল আলোক ধরে।

প্রথম দ্বিতীয় ভাগের পড়ায়
অয় অজগর ছবিও ছড়ায়
পেল আনন্দ ছন্দে ভরায়
আজিও শিশুর মন।

তুমি বলেছিলে

অশোক বসু

তুমি বলেছিলে আমাকে ভালবেসে
জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করবে
তুমি বলেছিলে গোধূলির স্বর্ণাভা নিয়ে
আমার বিষণ্ণ-হৃদয় রাঙাবে।
সেদিনের স্বপ্ন আর যত কিছু কল্পনা
মন থেকে মুছে ফেলে অন্য এক পথ ধরে চলেছ
কোথাও পড়েনি প্রেমের চিহ্ন এতটুকু
শুধু নারীর হৃদয় ভিজে মাটির পথ জেনে দু'পায়ে দলেছ
তুমি বলেছিলে আমাকে ভালবেসে
নতুন জীবন সুরু করবে
তুমি বলেছিলে হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে
একটি প্রেমের নীড় বাঁধবে॥

অলঙ্ঘ্য সাগর

শ্রীবিমলচন্দ্র বাগচী

অনন্ত সময়-সমুদ্র পাড়ি দিতে
কোটি কোটি জীবন চলেছে সাঁতরে;
লক্ষ্য তাদের মোক্ষ বন্দর।
নানা কৌশলে হাত পা ছুঁড়ে,
দিবা-ঢেউয়ের মাথায় চড়ে
ভেসে চলে স্রোতের অনুকূলে;
কখনো আবার নিশি-ঢেউয়ের তলা দিয়ে
এগিয়ে যায় নিঃশব্দে
ঘুম-ডুব-সাঁতারে।
মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়ে
তরঙ্গ হয়ে উঠে উত্তাল, ভয়ঙ্কর;
কত জীবন তলিয়ে যায় সময়—সাগরে,
অতীতের গভীর অন্ধকারে।
তাই কেউ ভাসায় যাগ যজ্ঞ তপস্যার ডিঙ্গি;
তাও ভেঙ্গে হয় চুরমার;
পাড়ি জমাতে পারে না কেউ দুর্লঙ্ঘ্য সময় পারাবার

মিল

শ্রীশ্যামলকুমার রাণা

এত মিল—
মনে হয় ক্যান্‌ভাসে আঁকা
একখানা নিখুঁত ছবি,
ভ্রূ দু'খানি বাঁকা।
একি মোণালিসা—
দ্যভিঞ্চির কল্পনার রাণী!
শিল্প সৃষ্টির ইতিহাসে
এত মিল, আমি জানি—
তুমি সেই! ঠিকরে এসেছো
মানবীর রূপ ধ'রে।
(আর) অনুরাগের জাল বুনে
আমারে নিয়েছো ব'রে।
প্রশ্ন জাগে যোগ্যতার কক্ষ,
রূপসী মডেল—
আমার এ তুলি দিয়ে
যৌবন অঢেল—
উঠবে না ফুটে। অভিশাপে
এ হাত পক্ষাঘাতে বাঁকা,
তুমি ফিরে যাও—
এ হাতে হবে না আঁকা।

চিঠি

শ্রীঅজয়কুমার বেরা (টুরিষ্ট)

প্রিয়া, দেখি দূরে আজ
দূর আকাশের পানে
আকাশের চাঁদ
হাসিতেছে মিটি মিটি।
কাব্য নয়
ওতো, যেন ঝলসানো রুটি
কঠিন পৃথিবী.—
কাব্যের ছাড়ি গন্ধ রচিছে আজ
মলিন চন্দ্র লজ্জা পেতেছে আজ।
তবু আমরা চলো যাই কাব্যের দেশে
যে পথের শেষে
আছে ঝলসানো রুটি।
কাব্যের চেয়ে ক্ষুধা ঢের বড়ো
প্রিয়া শেষ করি চিঠি।

রোয়াকে

শ্রীভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

এই রোয়াকে বিছায়ে দিয়েছি।
উঠানে গাঁদার চারা,
নিঃস্তব্ধ উদাস দুপুরে,
ভ্রমর চেতনা ঘোরে।
কোথায় গোপন দ্বারে
ছিম ছিমে স্যাৎ স্যাতে সীমা,
আধো আধো কথা ;
যেন কে রচে নিত্যের প্রতিমা।

এস! এস! আর কতদূর ?
এই রোয়াকে একটু বস।
না হয় গণ্ডি দিয়ে ভয়ের আগলে
একটু মিলন প্রীতি গড়ো।
সমুদ্র তোমার চোখে কর্পুর হোক্।
হাসির আলোকে ভরো সমগ্র চেতন,
এস! এস! হে সীমা মনের মতন,

কবিকে

শ্রীসুবলচন্দ্র সামন্ত

নাই। নাই। কে বলে তোমায় কবি নাই ?
ভাষা আর ছন্দে তুমি রয়েছ সদাই।
তুমি গেছ ধরাহতে চলে
রেখে গেছ চিহ্ন পদতলে
সেই চিহ্ন লক্ষ করি অনুগামী তাই।

তুমি যে মরণ জয়ী মৃত্যুরে করিয়া আলিঙ্গণ।
জীবন মন্থন করি কণ্ঠে বিষ করি অনুক্ষণ।
লিখিলে অমৃতময়ী সুরে
নিখিলের প্রশান্ত মুকুরে
যত তার ছায়া ছবি দেখেছিল মনের গগন।

তোমার শুভাগমনে অন্ধকার গেলো বহুদূর,
প্রাত রমণীর শুভ্রাদিলা আনি বার্ত্তা সুমধুর।
জ্বালিলে সব আলোক
ভাসাইলে যত যার শোক
মাতৃভাষারে তুমি পরাইলে সোনার নূপুর।

"বোঝা"

শ্রীবলরাম চক্রবর্তী

আসন্ন সন্ধ্যায় পথ ছিল দুর্গম,
আরো দুর্গম ছিল যাত্রা ;
কারণ বৃদ্ধা ছিল ভারাক্রান্ত
শীতার্ত্ত ঋতুর আশিটি সংখ্যায়
আর একভার অসহ্য সাংসারিক বোঝায়।
সারা অঙ্গে ছিল তাঁর ক্লান্তির অবসন্নতা
দেহে ছিল ঝরাপাতার জীর্ণ প্রলেপ।
বিশীর্ণ কুঞ্চিত চর্মে তখনো মোহান্ধ মমতার ক্রন্দন।
মন্দাক্রান্তাগতি ; কিন্তু স্তব্ধ হয়নি অনির্দেশ যাত্রা।
সবিস্ময় বিনয়ে বলেছিলাম—এখনো এতো কি বোঝা
দিইনা নাবিয়ে – হাল্কা হোক্ দেহটা।
"সংসার আমার—চাইনে হাল্কা হ'তে
বাঁচতে চাই"—উত্তর দিয়েছিল
আশান্মুখ এক জোড়া চোখ।
তখন আর একটি মমতা মেদুর বেদনার্ত্ত নয়ন
তাকিয়ে ছিল পশ্চিমে, মৃন্ময়ী আত্মজায় রক্তিম
আশ্লেষ দিতে।

এলো ফাল্গুন

শ্রীমতী ছবি নাগ

'ফাল্গুন এলো' বলে পাখী গানে গানে
শিমূল-পলাশ লাল পতাকা ওড়ায় !
কৃষ্ণচূড়া আজ রঙের জোয়ার আনে
ভুল হয় কাজ—মন যে সুদূরে ধায় !

'ফাল্গুন এলো' অলির গুঞ্জরণে,
নবীন পত্রে ভরা হলো শাখা-শাখী ।
ফাল্গুন এলো –কোকিলের কুহুতানে,
ধরা হাসে আজ—পরায় মিলন রাখী ।

কামিনীর কুঁড়ি দেয় উপহার—ফুল !
নবারুণ রাগে জাগে সব ফুল কলি ।
ফুলের সুবাসে মৌমাছি মশগুল ;
প্রাণের খুশীতে প্রাণে প্রাণে গলাগলি

'ফাল্গুন এলো'—চঞ্চল হলো যে মন
দক্ষিণা বায়ে প্রাণে আনে শিহরণ ।

শরতে শিউলি নেই ॥

শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ

জলের ভিতরে কিছুক্ষণ ডুবে থাকলে
যেমন শব্দ শোনা যায়,
কায়াহীন অনুচর আমার আত্মার গভীরে
কেবলই তেম্‌নি বাজায়।

নির্দয়-অবুধ আমূল আমাকে
ঝিমিয়ে রাখে
শরতের রোদ্দুরে ঃ কচি-কচি মুখের বুলিতে
আবদার ফোটেনা, শিউলি হারিয়ে কোথায় যাবো,
কিইবা পাবো—
আগামী শীতে !

এমনতো বাধ্যবাধকতা নেই
যে, কেউ কাছে এলেই
তাকে প্রভু ভেবে জড়োসড়ো কাটাবো রাত ঃ
ঘরের যা-কিছু পায়ে ঢেলে দেবো অকস্মাৎ।

কার অনুচর পায়ে-পায়ে হাঁটে
আমার ভিটেয়—নীরব ঘরে
কান পেতে শোনো, নিখাদ শব্দ বাজে···
এখনো আত্মার গভীরে ॥

নতুন

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এতোটুকু কথা দিয়ে
একটুকু লেখা
ক্ষণে ক্ষণে রং নিয়ে,
মন দিয়ে
কিছু-কিছু দেখা,
এই যদি শেষ হ'তো,
ছেদ হ'তো যদি,
হয়তো,
নতুন পথের কোনো
পেতাম দিশা।

ভাষার আঁচড় টেনে'
প্রাণের লিপি
আকাশে বাতাসে আজ
পেতাম যদি,
সবটুকু নীল—খোয়া
ফিকে রঙ্ নিয়ে
পেতাম নতুন কোনো,
নতুন নেশা।

বালুর জীবন

শ্রীমৃণালকান্তি দাস

অতৃপ্ত বালুর জীবন
রিক্ত মরুর বুকে।
আমিও কি চাইনি
সমুদ্র বিন্দু কণা?
সাগরেরা নিরুত্তর।
ভালোবাসা চেয়েছিলাম।
স্নেহ? কল্পনার ধন আমার
হীরে বসানো সোনার ফুল
কি সত্য?
তবুও কি সত্য নয়।
আঘাতে আঘাতে উন্মত্ত আজ।
কী উদগ্র আশায়
চেয়ে যাই জীবনের পথে
ছায়ারা উধাও।
আমি ফিরে যাব
আমার রক্তাক্ত পক্ষ পুটে
শান্তি, তুমি নিপুণ নায়িকা।

আমরা দুজন জানি

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

এখনও সময় হয়নি বন্ধু
উত্তপ্ত হয়ো না।
এখনও সময় হয়নি বন্ধু
ভেবনা ভেবনা।
সেদিন এসেছে কাছে
দেখ পূর্ব্বাকাশে—আর
নদীর বালুচরে,
কারা কথা কয়,
কোন বিগত দিনের।
আমি আর জানি সেই বনানী॥

বিপুল সমুদ্র স্রোত
পারটাকে ভেঙ্গে ছোটে
আপন মনে,—যেমন,
আমার বুকের পাঁজরাগুলো।
এই ভাঙ্গনের খেলা
এক দিন থেমে যাবে
ক্লান্ত পথিক মত,
উত্তপ্ত আঘাতের
নির্ম্মম কৃপাণে,
সেদিন আর দেরী নয়
হাওয়ার স্পন্দনে
শুনতে পাওনা?
জানি আমি আর বনানী॥

দূরে থাকে

সুবোধ সেন

দূর—দূর—দূর—বহুদূর মাঠ আর বন
জবুথবু গ্রাম সোঁদা পচা গন্ধে ভরপুর,
জীবনের নদী বয় সময়ের স্রোতে ভাসে মন
যাদু আনে হৃদয়ে রাখালিয়া বাঁশির সুর।

এই সব দূর গ্রামে শহর স্বপ্ন হয়ে রয়
অসহ্য স্বপ্ন—নারলিকার তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন
গ্রামের পথে ঋতুতে ঋতুতে পুড়ে ছাই হয়;
অবিরল মনে হয় এ গ্রাম আমারই মন।

তত্ত্ব শুধু দিনে দিনে অক্ষরের বন্ধনে জড়ায়,
পারে নাতো সাজাতে আলোকের মালায় হৃদয়;
শুধু নক্ষত্র দেয়ালি রচে ঘনঘোর অমানিশায়,
তোমাদের জ্ঞানের শহর গ্রাম থেকে দূরে রয়।

নীরব ইশারা

(বন্ধুর শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তীকে)

সুবোধ সেন

হে ক্ষণিকা, আমি তো খুঁজেছি
জীবনের বন্ধুর পথে পথে
কত বেদনার ব্যাথিত বেলায়
তোমার প্রেমের অতল অমৃত,—
আর কিছু নয়, শুধুমাত্র এই।
যতই এসেছি তোমার কাছে
বারে বারে দ্রুতলয়ে স্পন্দিত হয়েছে হৃদয়,—
তোমার হৃদয় এত সীমিত
যেন পাহাড়ের বদ্ধ সরোবর—
বাতাসের প্রেমে তার ঢেউয়ের গর্ব—
সশৈবাল পাথরের দেহে তার সাগরের স্বপ্ন

ঝর্ণার রূপ তুমি দেখেছ কি কোনদিন
গানে প্রাণ ভরে উচ্ছল আবেগে?
ক্ষণেকের তরে স্মৃতির নিলয়ে
খুঁজেছ কি কোনদিন একটি ব্যাকুল হৃদয়
নিরবধিকাল কেঁদে ফেরে কত বিরহে?
তোমার হৃদয়-মথিত কাব্যে
এতটুকু ঠাই দিয়েছে কি তারে?
ফিরায়ে দিয়েছ হায় কি বেদনায়

যতবার খুঁজেছি তোমার প্রেমের অমৃত।

হে ক্ষণিকা, আমার জীবনের বন্ধুর পথে
থাকে যদি তোমার ব্যক্ত ইশারা
সময়ের নিস্বনে এতটুকু মূল্য কি
দিতে পারবোনা তোমারে?
তাই শেষ ক্ষণে তোমার এ নীরবতায়
এ দৃঢ় বিশ্বাস আমি রেখে যাই—
তোমার জীবনের রাজপথে
কোনদিন যদি আমি ভিখারী হয়ে দাঁড়াই
দূর থেকেই মৃদু হেসে হাত দুটি তুলে
আমার রিক্ত হৃদয়ে দিয়ো শুধু
আমারে চেনার নীরব ইশারা।

শিশু

পীযুষকান্তি সিংহরায়

তিন চার বছরের কচি দুধের ছেলেটা !
কে, কে কেড়ে নিলো ওর মুখের লাবণ্য ?
কে কেড়ে নিলো ওর শিশু-সুন্দর হাসি ?
কেন হাসে না কে দাপায় না সব বিধাতার ভুল
ও যে প্রায় অঙ্কুরে ঝরে যাওয়া ফুল।
জন্মেই ও শুনেছে হাহাকার
শুনেছে মা-বাবার অভিশাপ—
'এটা সংসারের বোঝা'
জন্মেও দেখেনি দুধের মুখ
শীর্ণ জননীর রক্ত চুষে মানুষ
ওইটুকু কচি ছেলেটা
ওর দেহখানা যেন হাড়ে গড়া খাঁচা।
ও শুধু হাঁ করে কাঁদতেই শিখেছে,
শেখেনি ঘর-মাতানো দাপানি
শেখেনি প্রাণ-মাতানো মন ভুলানো হাসি !
ভোরেও খেয়েছে এক টুকরো বাসি রুটি
দুধের বদলে একি গরম চা—সে কি উল্লাস,
ওর মরা ঠোঁটের ফাঁকে যেন খেলে যায় হাসি,
কেন ও খিলখিল করে হাসে না।
কেন ও সবল দেহ নিয়ে দাপাদাপি করে না,

কেন ? কেন ওকে দেখলে মনে হয় না
ও শুধু হাসি দিয়েই গড়া
কবে, মাগো কবে ফুলের মতন ও হাসবে কবে
নদীর ঢেউয়ের মতো খুশীতে খেলায়
মাতবে মাতাবে কবে দস্যিপনায়,
বুঝতে পারি না ওই কচি ছেলের
ফুটবে কবে হাসি, জাগবে কবে ওর
মন মাতানো বুলি ?

যদি জানতাম

অলকা রায়

যদি আমি জানতাম—
এ সঙ্গীত লেখা রবে আকাশের বুকে
যেখানে ধ্বনিত হয়ে ফিরে গেছে পৃথিবীর গান
বারংবার—
অনন্তকালে ধরে সীমাহীন পথের সন্ধানে।
তবু আমি গাব সেই গান।
যে রাগিনীতে ধ্বনিবে সকরুণ আহ্বান
'ও' পারের স্তব্ধ নিনীমায়
যেখানে প্রত্যুত্তর রুদ্ধ হয়ে মিশে আছে
পৃথিবীর সৃষ্টি স্থিতি লয়।

তুমি সমুদ্র আমি ক্যানেল

—নয়নকুমার রায় (অভাগা)

ভেবে নিও তুমি সমুদ্র আমি ক্যানেল
আমার নারীসত্বা বার বার মুখ গুজবে
তোমার অশান্ত সামুদ্রিক বুকে।
নারী-পুরুষের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত
সে আদিম পরিচয় জানাবার প্রয়াসে।
এবার বলো সমুদ্র ছাড়া কি ক্যানেলের জন্ম হত ?
তুমি সলিল আমি পংক
বার বার আমার সূক্ষ্মতায় শুষব
তোমার সমুদ্র পৌরুষত্বের কাঠিন্য রস
যা নারী ক্যানেলের জন্ম বৃত্তান্ত।
তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলেও
নিজস্ব প্রয়োজনে কৃষাণেরা আমায়
সহায়তা করবে জল নিকাশের ব্যবস্থায়।
আমি সমুদ্রের শাখা ক্যানেলেরমত তাদের হাত ধ'রে
হামাগুড়ি দিয়ে আছড়ে পড়ব
তোমার আশ্রিত সমুদ্র বুকে।

অভিব্যক্তি

যুথিকা রায়

আমার কপালটা হোয়াইট্ ওয়াশ করাতে চাই না
স্যাঁৎ-সেঁতে রক্ত টিপ মুছে ফেলে।
বরং নোংরায় পরিপূর্ণ থাক ও' স্থানটা
একখানা পুরাণো সাইন বোর্ড নিয়ে।

কোথা বৃকোদর—নাশো দুঃশাসন

শ্রীঅমূল্যমোহন রায় মৌলিক

অহিংসায় নবজন্ম লভিল ভারত
দিকে দিকে প্রচারিত ভারত গৌরব,
প্রবাহিত মুক্ত বায়ু বিমল সৌরভ।
প্রকম্পিত সর্ব দেশ—"জয়তু ভারত"।
এ ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র—এ যে পুণ্যভূমি
এই ভারত আত্মার মুক্তি শ্রেষ্ঠ মানি
করেছে প্রয়াণ কত—কণ্ঠে গীতা বাণী
কত প্রাণ শেষ হল,—ফাঁসী রজ্জু চুমী।

যাহাদের হস্তে আজ রাজ্য ভাঙ্গাগড়া
দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্র—নিত্য বাঁচা মরা ;—
সত্যের সেবক ছিল—অহিংসা সাধন
পথ ভ্রষ্ট হয়ে মাগে ভোগ-আরাধন।
বিচিত্র ভারতভূমি—ত্যাগীর ভারত
চাহে আত্মার প্রসার—নহে প্রগল্‌ভতা
ঐশ্বর্য্যের দাম্ভিকতা চাহে না ভারত
বিলাস-বসন নহে ভারত সভ্যতা।
সমাজ-তান্ত্রিক সাজি কল্পনা বিলাসী
যে সৌধ গড়িতে চাহ—যাহে অভিলাষী
(কেন) মিশরের পিরামিড মৃত্যের কবর
শুধু জাগায় বিস্ময়—ভোগীর চত্বর।
ভুঁখার মিছিল আজি সর্ব্বদেশ ব্যাপী
মৃতের কঙ্কাল তার স্মৃতি-সৌধ স্থাপী
মসীলিপ্ত হয়ে রবে সমস্ত কাহিনী
পশ্চিমী পসারের যত বিকিকিনী।
নীতিহীন, নিষ্ঠাহীন—ব্যাভিচারী মন
তারা সবে দেশ ভক্ত—কোথায় শাসন
নাহি প্রতিকার—মূল্যহীন ব্যক্তির জীবন
কোথা বৃকোদর ?—এস ত্বরা, নাশো দুঃশাসন।

রঁল্যার উদ্দেশ্যে ॥

—কালীসাধন ফৌজদার

শিল্পীর সাধনা নয় কারুকর্ম শুধু,
যুগের চাহিদাটুকুর দাবী কিছু আছে ;
যে প্রাণ যন্ত্রণা-দগ্ধ, মরুময় ধূ-ধূ—
শিল্পীর দায়িত্ব কিছু আছে তার কাছে।
চিরন্তন শিল্প-কথা হবেই বিমিশ্র,
আজকের সমস্যা নিয়ে আগামীর সত্য—
অসত্য দারিদ্র্য নিয়ে বঞ্চনা অজস্র,--
অবশ্য নিবিড় প্রেমে হবেই প্রমত্ত।
শিল্পীর কর্তব্য শুধু ধ্যানলোকে নয়,
নির্মল আনন্দে প্রেমে সৌখীন সংলাপে ;
অন্যায়ের প্রতিকারে তিনিও নিশ্চয়—
শৈল্পিক সংগ্রামে লিপ্ত সৈনিক প্রতাপে।
একটি সংগ্রামী মন নিয়ত ব্যথিত—
নিরলস চিন্তার রাজ্যে প্রত্যয়িত প্রেমে,—
যে জন থামে না কভু, চলে অবিরত—
বঞ্চিতের পাশে পাশে অন্ধকারে নেমে।
সাম্রাজ্যিক ষড়যন্ত্রে নিত্য যেথা চলা ;
সেখানেই উপস্থিত বজ্র নিয়ে রঁল্যা।

যন্ত্রণা

শ্রীসোমনাথ দে

এক অপরিসীম যন্ত্রণায় দগ্ধ আমি
ক্লান্ত, শ্রান্ত মন আর প্রাণ
স্ফূর্তির গলা টিপে মেরেছে কে—কি জানি !
ফাল্গুনের মধুর বাতাস—জাগায় যন্ত্রণা
মন গেছে ভার শুধু দেহ।
শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ভারী আমার
হৃৎপিণ্ডে মর্মশায়ী বেদনা-নির্মম
নখের ডগা থেকে প্রতিটি চুলের গোড়ায়
এক দাহ যন্ত্রণা।
চোখে নেই জোয়ার সবই দেখি ভাঁটা
মৃত মানুষের মত ক্লান্ত আমার চোখ—হতাশা
অসুস্থ, রুগ্ন আমি, ব্যাধির লক্ষণ প্রকট
মাতালের মত বেপথুমান—দম্ভহীন—
স্রোতের বেগে ভেসে চলি শুধু
কিছুই হল না করা
এক অসহ্য যন্ত্রণায় মরা—
মরণ তিলে তিলে গ্রাস করবে আমাকে
আমি শক্তিহীন।

সুমেরু থোকে নন্দাদেবী

গণেশ কর

আমি তোমাকে দেখছিলাম এক ঝাঁক ভীড়ের মাঝে
তুমিও দেখছিলে একটি আশ্চর্য্য হয়ে
দেখতে দেখতে আমি অনেক কিছু আবিষ্কার করে .ফললাম,
একটি মুহূর্তেই আমি
তোমার হয়ে গেলাম।
তারপর দীর্ঘ একটি ছুটি।
এর মাঝে তুমি নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছ,
আমি এসে দেখলাম : শুধু আমিই আছি 'কিন্তু সে যে নাই।'
.দখতে দেখতে নাল আকাশ কালো হয়ে বোবা হয়ে গেলো।
এ রূপক ইতিহাসের শেষ অধ্যায় বড় তাড়াতাড়ি অঙ্কিত হলো,
গল্প মনে পড়ে : ভিখারী এক স্বপ্ন দেখছিলো যদি পাশের ওই
বড় বাড়িটা
হঠাৎই একদিন তার হয়ে যায়
কিন্তু সে একদিন বুঝতে পারল যে
গেট্‌টাই তার একমাত্র দাঁড়াবার স্থান, বাড়িটা নয়।
আর আমিও ভেবেছি : যদি যেয়েইছি পথ ছেড়ে
একটি পথ ছেড়ে আর একটি পথে
কবরের কাছে কাছে

এই পথটাই যদি আমার স্থান হয়
তবু যেতে পারি তোমাকে ছাড়িয়ে
নগর থেকে সাগরে—
কিন্তু পারলাম কই ?

গান

কেষ্ট চক্রবর্ত্তী (কবি ভূষণ)

দুটী আঁখি যেন দুটী পাখী হ'য়ে
কাকলীতে দিল ভ'রে,
হৃদয় আমার ছন্দ-মধুর করে।
ও দুটী আঁখির চপল তারায়,
উদাসী এ হিয়া, আবেশে হারায়,
সবুজ-মায়ার মধুর মিতালী খুসীতে পড়ে যে ঝ'রে
—হৃদয় আমার ছন্দ-মধুর ক'রে।
ওগো সু-নয়না, ও দুটী নয়ন—সাঁঝের তারকা হ'য়ে
চুপি চুপি মোরে কত কথা যায় কয়ে
মাধবী-নিশীথে দুটী আঁখি হায়,
মালা হ'য়ে মোর কণ্ঠ জড়ায়,
তারি ছোঁওয়া লেগে বিরহ-আঁধার নিমেষেতে যায় ঝরে
মরু-হিয়া মোর ফুলে ফুলে দেয় ভ'রে

আগামী !!

শ্রীদিলীপকুমার বাগ

সেই সে, যার—
দুরন্ত আত্ম-প্রত্যয়ের জোয়ারে
মাঝে মাঝে ভেসে যায়
সমস্ত বাধা। মানে না কিছু—
স্বাভাবিক যা আর
অনেকের মনে।
নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়
প্রতিটি পদক্ষেপ তার।
মাঝে মাঝে মনে হয়—
এ বুঝি নিছক কল্পনা বিলাস !
কল্পনারই রঙে রাঙা
পুরাণো চেতনায়—এক নবরূপ !
তবু তাকে ভাল লাগে,
অসংখ্য একঘেয়েমীর মাঝে
নতুন আস্বাদ,—আমার
মনে আনে নতুন আমেজ !

"ওদের নাকি মানুষ বলে"

শ্রীপরাশর

আশৈশব প্রকৃতির সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে—
আজ এত বড়টি হয়েছি আমি।
গুণে নয়; লম্বায়।
সারা শরীরটাই রুক্ষ; মাথাটা কাঁটায় ভর্তি।
উত্তরে বাতাস মাথায় নিয়ে যখন শীত আসে—
তখনই আমার বুকে জন্মায় মিষ্ট রস।
হাত নেই বলে পায়ের অসংখ্য আঙুল দিয়েই—
বাসুকী মায়ের স্তনের বোঁটায় চাপ দিয়ে;
ক্ষরণ করি সেই রসকে।
শিশিরের প্রারম্ভেই কাউকে যেন—
আমার শরীর বেয়ে উঠ্‌তে দেখি ধারাল অস্ত্র নিয়ে।
তারপর সে আমার গলার নিকট ঝুলে পড়া—
মাথার জটগুলোকে কেটে নামিয়ে দেয়।
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার গলাটা কাট্‌তে থাকে।
চেষ্টা করি তুষ্ট কোর্‌তে তা'কে বুকের সঞ্চিত রসে।
কিন্তু সে তুষ্ট হয় না; আরও চায়—কেটে চলে।
প্রতিবেশীকে ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লুম—
ওদের নাকি মানুষ বলে।

তিনটি জীবন-স্মৃতি ॥ বিজন ভট্টাচার্য্য

(এক) সেকি লবনাক্ত ?

আমার স্মৃতির সোপান বেয়ে
তোমার কথা ভেবে,
চল্‌ছি হেঁটে হেঁটে—
সহসা মোর কপাল থেকে
একফোঁটা ঘাম বেয়ে
পড়লো এ'সে ঠোঁটে।
তোমারই সনাক্ত
সেকি লবনাক্ত ?

(দুই) কোন্‌টা চিরন্তনী ?

আমার সনে যখন তুমি
কথা বল হেসে,
ভাবনু মনে বাঁধলে বুঝি
নিবিড় ভালবেসে।
কখনও বা কাছে থেকেও
চিন্‌তে নাহি পারো
ভাবতে থাকি আপন মনে
চিন্তা কারে কারো ?
দুইটা যে এমনি
কোন্‌টা চিরন্তনী ?

(তিন) আগামীর স্মৃতি

কবরী শিথিল হলো

খুলি গেল ময়ূরের কাঁটা,

ললাটে উড়ন্ত কেশ

ক্লান্তির স্বেদ দিয়ে আঁটা।

আলো হাতে আলোকের দূতী

তাই এত আলো, গান,

তাই এত প্রেম, প্রাণ,

তাই বুঝি কুসুমের জন্ম ইতিহাসে

রসাপ্লুত সম্ভাব্য আগামীর স্মৃতি।

নবীন দিনের বার্তা ‖ ভারতী ঘোষ (মুক্তি)

বার্তা আমি নতুন যুগের,—

প্রতিনিধি আমি নতুন বিশ্বের,

আমি ঘুচাব সকল অন্ধকার—

ব্যর্থ প্রাণের খুলি রুদ্ধদ্বার।

আনিব আমি নতুন প্রভাত

অনাচারে হানি নির্ম্মম আঘাত,

হয়ে বিশ্বলুপ্ত অতীত মাঝে

সাজিবে আবার নতুন সাজে

যৌবন তন্দ্রা ও বসন্ত

শ্যামাপ্রসাদ দাস

বাসনা বিলাসে শুধু ভরিয়াছে ভোরের আকাশ ;
সকালে বিনিদ্র তারা অন্তরের নিগূঢ় প্রদাহ
বেড়িয়াছে চতুর্দিকে ঘর্ম কলেবরে—
বিষাণ বাজিছে যেন। একে একে দেখি
লোভ ক্ষোভ ঘৃণা পাপ তৃষাতুর আঁখি
মন চায় ছুঁয়ে যেতে, চেয়ে নিতে আজ
নাই তবু হৃদয় সলিলে পুণ্য
দীপ্ত কণ্ঠে শুধু জাগে প্রতীক্ষার দাবী।
যেথা চাই, পারিনি তাকাতে—
দশদিক মনোহর পুষ্প বাগিচায়
অপূর্ব লহমাসম প্রস্ফুটিত প্রগাঢ় জীবন অন্তরের মাঝে—
শুধু চাই ভ্রমরের ব্যগ্র আলিঙ্গণ।
গুঞ্জরিয়া ছুটে চলে আপনার পথে
চিন্তাক্লিষ্ট নহি তবু, পান করি
প্রাণপ্রীতি মধু অনাবিল সুখ জোছনায়।
তাকাতে পারিনি শুধু এযে ভুক্তভোগী—
অজানা নয়তো মোর বাস্তব ভূমিকা।

শেষের গান

হরিসাধন পাইন

অতলান্ত জীবনের স্বেদ সিক্ত
লবণাক্ত জলে—
তুমি ভাসাবেনা ভেলা
তুমি বাহিবেনা দাঁড়?
ক্ষতি নাই ব্যথা পাই
শক্ত যেন রই
পরাভব নাহি যেন মানি।
তুমি মোর জীবনের দিনান্তে একদা
আঁধার রূপেতে দেখা দিবে
ক্লান্তের যত গ্লানি আপন তরীতে
তুলে নিবে
ছুটি দিবে—
মোরে ছুটি দিবে।

চতুরালি ॥

জীবন সরকার

পাহাড়ের কিনারে কিনারে
দেবদারুর মিনারে মিনারে
যদ্দুর যায়
তদ্দুর মেলি আকাঙ্খিত চোখ।
অথচ
মনে ছিল
বিভাবরী সাম্পান।
বুঝবে না—তুমি বুঝবে না
ধীরি-ধীরি বোবা কান্না।
অবিশ্যি
প্রজাপতি পাখা মেলে
ভাঙতে পারে নিবিড় নিলয় ॥

বঞ্চিতা

শ্রীবিজয়কুমার মাজী

কেগো তুমি বসি অশ্রুনয়নে
আলু থালু কেশ ছিন্ন-পরণে।
গোপন আঁধারে লুকিয়ে কাহারে
ভাবিছ কিবা আপন মনে?
ভাবিও না তারে পাবে নাকো দেখা
ভেবে ভেবে হবে সারা
পতঙ্গের মতো উন্মাদ সম;
হবে শুধু দিশে হারা।
যেদিন তোমার মুখ দর্শনে
জেগেছিলো তার বাসনা,
সেদিনতো তুমি করেছিলে তারে—
ভর্ৎসনা আর লাঞ্ছনা?
তবে কেন আজ ভাবিছ তাহারে
কিবা প্রয়োজন আছে;
প্রয়োজন যদি থাকে তবে তুমি
ক্ষমা চাহ তার কাছে।

চিতেটার মৃত্যু

গজেন্দ্র কর

সারাদিন ওই চিতেটা ঘুরে ঘুরে উঁচু ঢিবিটার কাছে আসছিলো
একটি হরিণীর লোভে
আর এ বন ওবন পাড়ি দিয়ে কত কাঁটা ঝোপে নিজেকে হারিয়ে
গেলো জীবনের ইতিহাস খুঁজে চলছিলো··· ।
হায়, পাতায় পাতায় গাছটির নীচে
একবার আস্তে, একবার দৌড়ে, কিংবা শুয়ে বসে ঘন নিঃশ্বাসে
একঝুড়ি স্বপ্ন দেখে চলছিলো : গেলো জীবনের।
এমনি করে সারাদিনটাই কিন্তু কাটলো ঘুরে ঘুরে
বেচারী চিতা বাঘটার।
একদিন ছিলই রাত, প্রচণ্ড দিন
গর্জনে কাঁপত বন, হরিণীর ছোটা, হাসত চিতেটা
এ থাবায় লাল ছিল, নখরে ভীষণ
ছিল রাত মনের মতোন।
অনেক বছোর আগে, যেন কত যুগ পেরিয়ে—
মনে নেই, মনে নেই কিছু।
সেই এলোমেলো দিনটির চিড় দিয়ে রাতের ঘন কালো মনটি
চঞ্চল হয়ে ওঠে।
চিতার চোখ যেন ঘোলা হয়ে যায়—
অন্ধকারে কাঁপে বন, বাঘের মনটা,

ভাবে : ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ধরা দেবে হরিণীর মন তার কাছে
এরাতের মদির আসে, কিন্তু কুয়াশা—
অনেক কুয়াশার শীতে ওঠে চিতেটা
বুঝিবা বুড়ো হয়ে গেছে—
বুঝিবা সব রাতগুলোই ধুয়ে মুছে সাদা হয়ে গেছে ভোরের
পাখীর গানে।

চিতার মনটা
চোখ মেলে শুধু আকাশকেই দেখতে চাইল।

স্বপ্ন দেখে আশার

জি, দেবাশিসুল

ক্ষেত ফেটে চৌচির
প্রসাধনের প্রলেপ নেই
যেন যৌবনবতী ধরিত্রীর
হারিয়েছে জীবনের খেই।
প্রভাতিক সোনালী আলো
কিষাণ আর কিষানীর
লাগেনাতো ভালো
নির্লিপ্ত উদাস মাঠের
দিকে—শুধু চেয়ে রয়।
স্বপ্ন দেখে আশার
হৈমন্তিক ফসলের পশরায়
বন্ধ্যা ক্ষেত আবার—
কাঁপছে—উত্তরের হাওয়ায়।

সুন্দরী বর্ষা

শ্রীমতী মায়া মিশ্র

কালো ওড়নায় ঢেকেছ লজ্জা ? চকিত নয়না বর্ষা।
চাহনিতে ছোটে বিদ্যুৎ-বান তবুও কেন বিমর্ষা !
দেখি অনুখন তুমি ক্রন্দসী, ছলছল আঁখি দুটি
মহাকাশ জোড়া ভাবনা তোমার নয়নে রয় যে ফুটি।
শিথিল হয়েছে বসন ভূষন কবরী পড়িছে খুলে .
কোন্ ইসারায় ফুল বাগিচায় ওঠে ফুল দুলে দুলে !
দিগদিগন্তে কোন উল্লাসে শূন্যে বাজাও ভেরী
অশ্রুর ধারা ছিটায়ে বেড়াও হয় না কোথাও দেরী।
ধানদূর্বার দোদুল দোলায় বাতাসের মর্মর,
প্রান্তর জোড়া হ'ল আয়োজন, নাই নাই অবসর।
সুন্দরী ওগো কৃষ্ণ বসনা তুমি কি বিরহী রাধা !
দয়িতের পথে অনিমেষে চাহো, কোথায় রয়েছে বাধা ?
মিলনের লাগি হয়েছ উতলা আছো নিশিদিন সেজে
তোমার বেদনা কবির বক্ষে সঘনে ওঠে যে বেজে।
সুন্দরী রাধা. যাও অভিসারে পথ তো আঁধার হোলো,
চাহিবে না কবি, ব্রীড়ানতা বধূ এবার ঘোমটা খোলো ॥

মৃত্যুও পায় না স্পর্শ যাদের

অনুপা দাস

.. ...ঐ যারা কাঁদে অন্তরের অন্তঃস্থলে গুমরি গুমরি—
বেদনার ফেনপুঞ্জরাশি, শতবর্ষের সহ্যের প্রাচীরে
হানে আঘাত— আরও আঘাত।
তোমাদের বন্দুকের নির্লজ্জ বুলেট,
ঐ যাহাদের বক্ষ ভেদ ক'রে, টেনে আনে—
অন্ধকার রাত্রির মাঝে জ্বলে ওঠা মশালের মতো ?
বীভৎস কালো রক্তের বন্যা।
তবু, তারও 'পরে ওরা তোলে,
জীবনের বিজয় বৈজয়ন্তী !
ওরা ভয়হীন, মৃত্যুঞ্জয় ওরা।
তোমরা করো' না দান, একবিন্দু দয়ার কপটতা,
সে লজ্জায় ওদের দিও না চির-নির্ব্বাসন—
আলস্যের, মৃত জীবনের গ্লানিতে—
ওদের পৌরুষ দিও না ঢেকে।
তার চেয়ে বরং ; তোমাদের বুলেটের,
জন্ম দাও আরও—আরও বেশী।
আপন দাবির অধিকারে, যুদ্ধ বিজয়ীর জয়টীকা—
আঁকি দাও কপালে ওদের,
রক্তবন্যা মাঝে দাও স্থান,
চির-স্মরণীয়, মৃত্যুও পাবে না স্পর্শ যার।

স্মৃতি ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কাঁপছো তুমি, মগ্ন অন্ধকারে,
অতল রাতের নদীতে দেখি অবিশ্বাসের ঢেউ
ভাসিয়ে দিলে চিত্ত, বিত্ত—সব।
দূরের স্তব্ধ সাগর তটে,
দাঁড়িয়ে তোমার কাঁপছে দেহলতা!
ভর করেছো ত্রস্ত হাতে পলকা ডালে,
প্রথম কদম ফুল;
নীল যমুনা বুকে তোমার শুকিয়ে চড়া পড়ে,
তোমার প্রেমিক আরেক মধুপুরে।
দাঁড়িয়ে তুমি একা এমন ভয়ে উদাস হলে
বুকের পাখি ডেকে ডেকে ছাড়লো কি তার নীড়?
হাজার হাতের ইসারা হোক মিথ্যা তবু জেনো,
নাগ কেশরের চারায় ফোটে একটা শুধু ফুল।
ভেসে যাওয়া হাওয়ায় কাঁপে
দেহলতা অবশ থরোথর, স্তব্ধ নদীর মগ্ন অভিনয়ে
হাত বাড়িয়ে জানাতে চাও ধরুক তোমায় কেউ,
রিক্ত মাঠের বাহারে ফুল
অভিনয়ে লাগে,
ফুলদানীতে মগ্ন স্মৃতি ভগ্ন হয়ে যায়!

শেষ অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্দ্দাটা উঠে গেলে দেখা গেল নায়িকার রং
দর্শক নীরব হল মুগ্ধতায়
কেউ কেউ দগ্ধ হ'ল কামনার আঁচে। সাঁড়াশিতে
কারো বুক করলো টনটন্।
নাটকটা সাধারণই—নেহাত মামুলী
বৈচিত্র্যহীন জীবনের মত
ছ'একটা ঘটনার জোড়াতালি।
একই রবারস্ট্যাম্প নানা রঙা কালি
যতটুকু নতুনত্ব এনে দিতে পারে—তার বেশী নয়
তবু বলি—
রোগা কালো দাঁত উঁচু আইবুড়ো নিঃসঙ্গ মেয়েটা
কপালের জোরে—
যদি কোন রঙীন্ রাত্রের, মুহূর্ত্ত নায়িকা হতে পারে
সেই রাত্রি ভোরে
ভালো কি বাসবে তুমি তারে?

শেষ মানে

গৌর দাশ

ঘর আমি পারিনিক করতে,
বেড়াটাই সোজা করে ধরতে,
তাই বুঝি বাড়ীর হব না।
পদে পদে দোষ মেনে নিচ্ছি—
খড়-কুটো কটা কাকে দিচ্ছি।
ক্ষমতা যে আছে তাই কব না।
বন্ধুর উপকারে লাগিনি—
রোগী হলে বিছানায় জাগিনি।
'ছুত্তোর' বলেছে বলুক।
ঘৃণিত চোখে চোখে দেখেছি
বাস্তব দোষ, গায়ে মেখেছি ;
পথরেই আমাকে দলুক !
তবু আছি খুশিতেই তৃপ্ত,
এ সবের শেষ মনে দীপ্ত।

"রিক্তের কান্না"

কনিকা ঘোষ

আমি চঞ্চল আমি দুরন্ত দুর্বার
তবু মনে হয় হৃদয় আমার গেছে মরে
শীর্ণ দেহে আমি শুধু বেঁচে আছি
মনের ইচ্ছে কি প্রাণের সবুজ
সব কিছু হারিয়েছি জীবনে আমার
আশা বিহীন নিরাশায় হয়েছি নিথর।

এখানে বসন্ত নেই ফুলের সম্ভার—
কৃষ্ণচূড়া দোপাটি ফোটে নাকো আর
কাননে পল্লবে আর ওঠে না কাকলি
তাই আমি শুনিনাত শিশুদের বুলি।

স্তিমিত হয়েছে মোর আকাংখার আয়ু
ম্লান দীপ্তি আমি শুধু গুনি পরমায়ু
এখানে হৃদয় নেই, নেই ভালবাসা
আছে শুধু চৈত্র ঝরা দিন ও নিরাশা
বেদনায় নীল হয়ে মরে গেছে আমার হৃদয়
কেন আমি বেঁচে আছি বাকিটা সময় ?

অন্তর্হিতা ॥

বৈদ্যনাথ কুণ্ডু

আজ কি আমায় চিনতে পারো
উনিশ বছর বাদে,
হঠাৎ যদি দাঁড়াই মুখোমুখি ?
অবাক চোখে হয়তো রবে চেয়ে,
হয়তো, স্মৃতির সাগরতলে
গহন ব্যথায় নেয়ে
ক্ষণিক হবে দুঃখী।

তোমার কালো আঁখির দুকূল ভরি,
উঠবে লোনা ঢেউ, জানবেনা তো কেউ,
বুঝবেনাকো—রূপে রসে গন্ধে ভরা এ নিখিলে
কতই আপন ছিলে।

এ ধরণীর আকাশ বাতাস আঁধার আলো,
এ জীবনের সকল মন্দ, সকল ভালো—
তোমার প্রাণের তন্ত্রী দিয়ে আমার প্রাণে,
পাকে পাকে ছিলো বাঁধা ছন্দে গানে।
আজকে যদি শুধাই, 'ওগো, মিথ্যে সে কি ?
বলতে পারো, জবাব আমায় দেবে যে কি ?

তবুও সে আছে

আশুতোষ রায় :

তরল স্রোতের মত অন্ধকার নামে,
এবং নীবিড় অরণ্য কালো হয়
পৃথিবী মৃত্যুর মত গ্রাস করে সবটুকু আলো।
অথচ সকাল আসে প্রতিদিন,
জানালায় সোনালী রোদের কালি দেখি।
চারিদিকে মানুষেরা ছোটে ক্লান্তিহীন,
রেশনে, বাজারে, হাটে কিম্বা কোন মদের দোকানে।
অন্ধকার কানাগলি পথ গেছে বহুদূর।
কোথাও নর্দমা পচা, কোথাও বা লক্ষ্যহীন পথের কুকুর,
মোটরে চাকার তলে পিষ্ট হ'য়ে রেখে গেছে পুরাণো জিজ্ঞাসা।
ক্লেদাক্ত পথিক থুতু ফেলে ; জীবনের মেটে না পিপাসা।
কখনো গোধূলী নামে বর্ণালী ছন্দের মায়া নিয়ে
পশ্চিম দিগন্তে দেখি একঝাঁক বলাকার পাখা
শব্দহীন গানে গানে সমস্ত আকাশ ভরে দিয়ে
উড়ে চলে। যদিও গলির পথ বহু আঁকাবাঁকা
আকাশের কোণে দেখি স্থির আছে একটি তারকা।

সুনন্দ-কে

মঞ্জু মিত্র

সুনন্দ :

তুমি নাকি ক্লান্ত চোখে আজকাল
কি সব দেখ ! রাত্রে ঘুমের মধ্যেও
কথা বলো। কখনো কামার্ত মাকড়সা
অথবা টিকটিকির মৈথুন দেখে
বিড়বিড় করো। কপিস চোখে শন্দেহের
ছায়া ভেসে ওঠে। ভাবছি—
এমন তো তুমি কোনদিন ছিলে না।
সেদিন তোমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছি,
অসমান্তরাল আয়নার ছায়ায় দেখা
এবড়ো-খেবড়ো তোমার মুখের ছবি, ভাস্করের
অসমাপ্ত কীর্তির মতো।
সুনন্দ, তুমি নিষ্ঠুর। বলতে পারি
তোমার মতো স্তব্ধ হৃদপিণ্ডের মানুষ
আমি দ্বিতীয় দেখিনি। অথচ গন্ধর্বের মতো
কখনো চারুবাক সংলাপে
আমাকে মুগ্ধ করেছো। সুনন্দ, তুমি
অভিশাপে পাথর হয়ে গেছ। তোমার মুখ
কালের প্রাজ্ঞ কচ্ছপের মতো স্থবির।

আমায় তোরা সাজিয়ে দেরে

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

আমায় তোরা সাজিয়ে দেরে
বদ্ধ খাঁচায় থাকবো না আর
লাগছে নারে ভালরে।
আমায় তোরা সাজিয়ে দে ॥
আমায় তোরা শক্তি দেরে
দেখনা তোরা চেয়ে চেয়ে
পিঠের চামড়া গেছে উড়ে।
আমায় তোরা শক্তি দে ॥
আমায় তোরা অস্ত্র দেরে
শোষণ নীতি চলবে না আর
সবাই মোরা এক হব রে।
আমায় তোরা অস্ত্র দে ॥
সমুদ্র পারে ভিয়েৎ নামে
সর্ব্বহারা মা কাঁদে ঐ
শিশুর মুখে আহার নিয়ে
মার্কিনের ঐ দালাল যত
হাসছে অট্ট হেসে রে।
আমায় তোরা রক্ত দে ॥
এই দুনিয়ার স্বাধীন সবাই
ভাষায়, ভাবে, আচারে
ওরা প্রাণ খুলে চায় হাসতে রে।
আমায় তোরা অভয় দিয়ে,
রক্ত টীকায় সাজিয়ে দে ॥

কিছুটা আগুনের অপেক্ষায়

অমরনাথ বসু

মা আমার হাতে আগুন দাও অন্ততঃ কিছুক্ষণ
যে আগুন আমি হাতে রাখতে পারি, বিষণ্ণ রাত্রি
ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, বাতাসে মরা মানুষের
গন্ধ ; ঝিলমিল তারার আকাশে পেঁচকের ডাক,
কিছুক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম এ দৃশ্য দেখবার। চাঁদের
আলো মাটিতে এখনও ছোঁয়নি ; মা এই অন্ধকার
থাকতে থাকতে তুমি আমায় আগুন দাও,
কারণ আগুন না পেলে আমার জীবন কী দারুণ
রকমের বিপন্ন হ'বে তা তুমি নিশ্চিত জানো। বহুদিনের
অভুক্ত থাকা পাঁজরগুলো আজ শিরশিরে যন্ত্রণায় কাঁপছে
পথে চলার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত অবলুপ্ত হ'তে চলেছে, অতএব
সময় থাকতে থাকতে তুমি কিছুটা আগুন
আমার শুষ্কহাতে তুলে দাও, মা আমি জানতে চাই
পৃথিবীর সকল মানুষ যে আগুনকে এত বেশী
রকমের ভয় করে, সেই আগুন কি আমায়
শেষ ভালবাসা জানাতে পারে !

ড্রপসিন

নির্মলকুমার চক্রবর্তী

মনটা ঠিক করে ভোরের সূর্যকে প্রশ্ন করে দেখ
ঠিক তুমি যা চাও সেই মত উত্তর দেবে,
যদি বুঝতে না পার—তোমার "সোনাকে"
জিজ্ঞাসা করো—ঠিক বলে দেবে।
তখন যদি পার এ্যাল্‌বামের বুকে বেঁধে রেখ
কথাগুলো—একটার পর একটা।
যখন সূর্য ডুবে যাবে—আবছা আবছা অন্ধকার
রজনীগন্ধার গুচ্ছ থেকে ভেসে আসবে গন্ধ
সেই গন্ধটুকু মেখে স্নান করো অন্ধকারের মাঝে।
পাড়ার ছেলেরা দেখে—করবে হিংসে করবে বিদ্রুপ
তবু সব মুছে ফেলে দুষ্ট ছেলের মত
এলো মেলো হাওয়ার মাঝে হারিয়ে যেও।
দেখবে ওদের ব্যর্থতা—ওদের সমালোচনা
না পাওয়ার ব্যথা
সব হারিয়ে যাবে তোমার "সোনার" কুমকুম টিপে।
তখন যদি পার শুকতারা থেকে একটু
আলো এনে পরিয়ে দিও তোমার "সোনার"
বিদ্রোহিত অবলা ছেলেগুলোর হৃদয়ে।
দেখবে সব ঠাণ্ডা—সবাই চুপচাপ হাসি খুসি মুখ
তখন যদি পার ভেবে চিন্তে আধুনিক কবিদের মত
দাঁতভাঙা শব্দ দিয়ে পার যদি লিখ একটি কবিতা।

পাইনি উত্তর

কুমারী প্রতিমা সিংহদেও

কি সুর জাগে প্রাণে আজি কি সুর জাগে প্রাণে !
জীবন আলোর যাত্রাপথে নতুন বীণার তানে ॥
কি যেন আজ খুঁজতে যে চাই
পথ হারিয়ে কোনদিকে যাই,
মরমী মন বেড়ায় ঘুরে সেই অজানার পানে।
বন ফুলের ডাকে আমি
ঘুরে বেড়াই দিবস যামি,
পাইনি খুঁজে তবু যে হায় আঁকড়া ঝোপের পাশে
শুধু-অকূল গাঙের নদীর তটে দরদী মন ভাসে।
পাইনি খুঁজে ইলোরাতে,
পাইনি খুঁজে অজান্তাতে,
তবু আমি জানতে যে চাই কোথায় তোমার ঘর ?
কোনদিন কি পাবনা আর এ কথার উত্তর ?

নির্বিকার সৈনিক

শ্রীবীরেশ্বর সিংহ

করেছ প্রলুব্ধ মোরে, রাজা তুমি।
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পাঠালে নির্বিবাদে
জেনো তুমি সে সৈনিক নই আমি
ভয়ে ভীত, ত্রাসে ত্রাস্ত হয়ে রাত জাগি
বাঁচিবার সাধের ভেলাটির দিকে চাহি।
প্রাজ্ঞলোক শান্তি সুখ খুঁজে মরে পুঁথিপত্রে
ঐতিহাসিকদের দলে মতভেদ
ইতিহাসে ডুব দিতে কতবার ব্যর্থ হয়ে গেছি—
ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞায় প্রাণ মন আর ভরেনাকো,
এইবার বাঁচিবার ভেলাটির দিকে চেয়ে
কুঁড়ে হ'য়ে ঘুমাবার বিছানায়
ঘুমাবার সাধে বেঁচে থাকি।
শয্যাতলে মারনাস্ত্র রেখে দাও রাজা, ক্ষতি নেই
ঘুমোবার ইচ্ছা নিয়ে কুঁড়ে হয়ে শুয়ে রব তবু॥

মানবতার উপরে

সুভাষচন্দ্র পাল

সু-উচ্চ শিখরে নয়
নয় সমুদ্রোপরে
মাঝামাঝি রয়েছি—
শুধু মানবতার উপরে।

সব গেছে ধুয়ে মুছে
গর্ব, অহংকার, অভিমানে
ব্যর্থতার জীবন-নদে
ভেসে চলেছি জোয়ারের টানে।

দর্পণে দেখি স্মৃতিরেখা
পার হয়েছি তরঙ্গের যৌবন,
ভাবি বসে বসে কোথা গেল
আগের সেই হাসি উদ্যোমের ক্ষণ।

বসন্তের আগমণে ফুলের মাদকতা
ভরিয়ে তোলে চির নবীন মন
তবু রয়েছি মানবতার উপরে
যেখানে রয়েছে মিলনের সন্ধিক্ষণ।

কেন ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা

এ সংসারে সুখ ও দুখের চক্র একটি মাত্র,
ঘুরিতেছে দিবারাত্র।
এক ধারে তার শত বেদনার দুঃখের গাঢ় কালো
আর ধারে সুখ-আলো।
দুখ আসে যবে মোরা ভুলে যাই সুখ বুঝি কিছু নাই,
মোদের নিরাশা তাই।
সুখ আসে যবে দুখ ভুলে যাই মনেই থাকে না কিছু
দুখ আসে সুখ-পিছু!
দিবসের পরে রাতের আঁধার একথা যেমন জানি,
কেন মোরা নাহি মানি—
সুখের পরেতে দুখের পালাটি ? কেন রই আশাহীন ?
আশার আলোটি ক্ষীণ ?
আষাঢ় মাসের আঁধার মেঘের হেরিয়া আমার মন
সুখ পায় অনুখণ।
দুখ-বরষার কালিয়া মেঘেরে হেরিয়া আমরা ভাই
কেন সুখ পাই নাই ?

তারার আলোতে

—সমর বসু

তারার আলোয় আমি পথ হেটে চলি—
সঙ্কোচের বাহুডোরে অতি সন্তর্পণে
চোখের আলোতে। যে আলো নেভেনি—
আজো তোমারো দুচোখে। অতি স্বচ্ছ হয়ে
জ্বলে ওঠে বার বার ঘোর অন্ধকারে।
আকাশেতে আলো খুঁজি তোমার মশালে
বারুদে আগুন জ্বলে ক্লান্ত দিন জুড়ে।
যে খোঁজে বিদ্রোহ শুধু মনের সোপানে।
সব তারা নিভে গেলে আকাশের গায়ে
ভোরের সূর্য ওঠে শুকতারা দেখে,
যে শুধু রয়না জেগে প্রভাতী আকাশে।
জীবনের ছায়া পথে মেঘ পিছু ফেলে
যে শুধু দেখায় আলো রিক্ত জীবনেতে
রাতের অতিথি জাগে রক্তিম প্রভাতে॥

বৃষ্টি এলো

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

বহুদিনের প্রতীক্ষিত মন
আজ সন্ধ্যার এই আলো ছায়াতে
হঠাৎ যেন উঠলো হয়ে উদাস।
প্রতীক্ষিত স্বপ্ন—সম্ভাবনায়
যেন কার আগমণের সুর
উঠলো বেজে ভরলো আজি আকাশ—।
কবে কার সেই সন্ধ্যেবেলার স্বপ্ন
হঠাৎ যেন উঠলো বেজে বৃষ্টি হয়ে
আর তাই যেন আজ
বৃষ্টি-এলো বৃষ্টি-এলো বৃষ্টি-এলো॥

চাই যে শুধু

শ্রীঅমলচন্দ্র মাহাতো

একটা কথায় শেষ করতে
চাইনে আমি সকল কথা,
সারা জীবন বলতে যে চাই
প্রাণের যত গোপন ব্যথা।
একটি বারই ফুটে ধরায়
চাইনে আমি ঝরতে গো,
রোজই যে চাই স্মৃতির ডাঁটায়
রঙিন্ হয়ে ফুটতে গো।
একটি চুমু খেয়েই কেবল
শেষ করিনে সকল সুধা,
ভোগ বিলাসেই জীবন কেটে
চাইযে হিয়ায় প্রেমের ক্ষুধা।
হারার পরেও লড়তে রাজি
জয়ের আশায় একটি বার,
জয় করিলেও পরতে রাজি
পরাজয়ের কণ্ঠ হার।
চাইনে আমি এই তুনিয়ায়
এক জনমে মরতে গো ;
মরার পরেও চাইযে শুধু
অমর হয়ে বাঁচতে গো।

অশ্রুসম্বল

ডঃ এস. বেরা

ধরো,—
আমি কোনো এক অচিন দেশের রাজকুমার।
চলেছি দুস্তর মাঠের মধ্য দিয়ে—
সজ্জিত এক পালঙ্কে চড়ে।
আমার স্বর্ণ-রোপা-হীরক খচিত পোষাকের ঝল্‌মলে শোভা,
শরীরের রূপলাবণ্যের চচ্ছটা
মুগ্ধ করছে প্রতিটি দর্শককে।
সম্ভ্রমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তারা।
কিংবা কোনো এক বীরযোদ্ধা?
চলেছি মাঠের মধ্য দিয়ে—বিজয়ীর গৌরবে—
অশ্বারূঢ় হয়ে।
দেহে আমার কঠিন বর্ম, শিরস্ত্রাণ,
হাতে ঝল্‌মলে তরবারি।
অসির ফলকে আমি জবাব দিতে পারি শত্রুদের।
পথিপার্শ্বের নরনারী সম্ভ্রমে আমাকে অভিনন্দন জানায়
বিজয়মাল্য পরিয়ে গলে।
কিংবা আমি এক উদীয়মান কবি!
আমার লেখনীর আঁচড়ে ধরা পড়ে
বিশ্বের যা' কিছু হাসি কান্না, উত্থান-পতন, হিংসা প্রেম-সবই
আমার খ্যাতি দেশজোড়া।

কিংবা আমি কোনো এক বেকার যুবক।
সারাদিন কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াই ক্লীষ্ট ক্লান্ত দেহে।
শেষে—দিনান্তের আলোয় স্নান সেরে ফিরে আসি
রিক্ত হাতে ছোট্ট এক পর্ণ-কুটিরে টলোমলো পায়ে।
সেথা তোমাকে তুলে শুধু দিতে পারি বুকভরা অশ্রুশিশির !
বলো :—তুমি ভালোবাসবে কোনটিকে ?
তোমাকে—শুধু তোমাকেই !!

মলয়া

নারায়ণ মান্না

গাছের কাঁচা কচি পাতায় কাঁপন জাগায়ে
কোন রূপসী আজ এল ঐ ধরার দুয়ারে,
ওই ও কোকিল তোরা, কোন গাছের ওই
আকুল করা পাতার ছায়ে
কোন ব্যাকুল গানে উদাস হ'য়ে ডাকিস্ উহারে !
ওই ও পূর্ণিমা চাঁদ সুনীল আকাশে
আমার প্রিয়ার সুখের হাসি নিয়ে
কেন আজ হাসে ?
আজ নৃত্য চপল নদীর ঢেউয়ে কার ছোঁয়া লাগে
বাগানের ফুল ফুটে আজ আশীষ কার মাগে
কেন, মৌমাছিদের গুনগুনানি গান হ'য়ে আজ
টান দিয়ে যায় হৃদয় তারে।

সমুদ্র সৈকতে

অমিতাভ দাস

দূরদিগন্তে ধরি, সুনীল জলরাশি রয়েছে ব্যাপিয়া।
ছল ছল কলকল উচ্ছ্বলিত বারিধারা যাইছে ছুটিয়া।
গরজিয়া গম্ভীর নাদে, আছাড়িয়া পড়িছে কূলে,
পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র বারিকণা, ধাইছে সবলে।
দলিত মথিত করি, ধায় যথা, মত্ত করি দল :
ধাইছে তেমতি, উপকূল পানে ফেন পুঞ্জ শ্বেতজল।
চঞ্চল সমুদ্রমাঝে, প্রমত্ত বারিরাশি, ফুঁপিয়া উঠিছে ;
উত্থিত হইয়া, অমন গরজনে ঝাঁপায়ে পড়িছে।
সুনীল বারিরাশি গিজয়া উঠিছে উল্লাসে,
সুউচ্চ ঢেউগুলি নাচিয়া উঠিছে নির্ঘোষ।
সমগ্র উপকূল রয়েছে ব্যাপিয়া, বালু রাশি রাশি।
বিস্তীর্ণ সেই বালুরাশি,—সমুদ্রে মিশিছে আসি।
নির্জ্জন সৈকতে তপ্ত বালুকামাঝে, একাকী বসিয়া ;
চরাচর ব্যাপি তরঙ্গিত বারিরাশি দেখছি চাহিয়া।
উত্তাল তামাল ঢেউ, গর্জি উঠিছে নাচিয়া ছন্দে ছন্দে,
সে নির্ঘোষ ছন্দে মন মোর ভরিয়া উঠেছে আনন্দে।
অবশেষে দিনান্তে, সূর্য অস্ত গেল পশ্চিমদিকে ;
ধীরে ধীরে এলো সন্ধ্যা, অন্ধকার চাইল চৌদিকে।
সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ক্রীড়ামত্ত জলরাশি, খেলিছে একই খেল
এবার বিদায় হে সমুদ্র,—এলো যে বিদায় বেলা।

মুখ ঃ মুকুর

শ্রীগোরা সান্যাল

নিজের মুখের মুকুরে দেখা যায় না নিজের
মনের ছবি। যদি দেখা যেতো—তা ভয়ানক হতো ;
(কাকের মাংস কাক যেমন খায় না—ফের
যদি কাক জন্ম নেয় বলে—) নিজেকে যতো
বীভৎস মনে হবে—অপরকে নয়। ঠিক সেই
কারণেই বুঝি মানুষ নিজের কাছে নিজে
অপরাধী।

আমরা কথা বলি :—খেই
ধরে এগিয়ে যাই। পঞ্চমুখ হই প্রশংসায়। কী যে
করি খেয়াল থাকে না। অথচ, তখন যদি
মনের ছবি দেখি মুখের আয়নায় একবার
বুঝতে পারতাম, কেন পর্ব্বত থেকে নেমে নদী
এসে ফিরে পর্ব্বতে মিশেছে আবার।
তাই মুখের আয়নায় বুঝি পড়ে না নিজের মনের ছবি
দেখলে ভয়ংকর হতাম—বীভৎস হতো সবাই॥

অভিনব

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

শতাব্দীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে
আমরা পাড়িদেব সাহিত্য-সমুদ্রে।
নবাগতকে স্বাগত জানিয়ে
শুরু করবো যাত্রা।
যুগ সূর্যকে উপেক্ষা করলে চলবে না,
যদিও চাইনা তার আলো
চাই তার শুভেচ্ছা।
আর চাই অঙ্গীকার,
শতাব্দীর পরিবর্ত্তনে
যুগ-সূর্যের অন্তর্ধানে
পিছিয়ে কেউ যাব না
ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে
নতুন প্রাণের সঞ্চারে
নতুন আঙ্গিকে
জ্বালতে হবে পূর্ব্বাশার আলো।
পূর্ণতার কলরবে মুখরিত হবে দিক্‌চক্রবাল।
স্বার্থকতার শীর্ষে সেদিন
থাকবে একটি নাম, "অভিনব"।

চল, একটু বেড়িয়ে আসি

বিভাস মিত্র

চল, একটু বেড়িয়ে আসি ।
ওই যেখানে দূরে নির্জনে পাহাড়েরা দেয় পাহারা ।
সেই সেখানে দিক্-চক্রবালে পৃথিবীর সীমানা ।
নীল নির্ঝর পাহাড়ের কোলে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
কুল-কুল করে বয়ে যায়—
তোমার হাতের চুড়ির টুং টাং শব্দের মতন ॥
চল, একটু বেড়িয়ে আসি ।
যদি মনে চায় গান গেয়ো সেথা,
যদি ভাল লাগে কোলে মাথা রেখো ।
যদি ক্লান্তি আসে ঝরণার জলে মুখ ধুয়ো ।
যদি আরো কাছে আসো,
বুকে মুখ রেখে ঘুমিয়ো ॥
চল, একটু বেড়িয়ে আসি,
হাতে হাত দিয়ে যেতে চাও-যাব,
যদি চকোরীর মতো লুকোচুরি কর,
সাবধানে কোর—চোখ খুলে দিও তাড়াতাড়ি ।
যদি গাহন করিতে চাও
চোখ বেঁধে দিও আগে ॥
চল, একটু বেড়িয়ে আসি

······হয়ে এলো যদি সাঁঝ।
তবে আর গিয়ে কাজ নেই আজ।
গান গেয়ে সারাপথ যদি ফিরি
ক্ষতিই বা তাতে কী।
এবার চলো, হিসাব কষে দেখি, কিছু লাভ হলো কী
চল, একটু বেড়িয়ে আসি ॥

মধ্যবিত্তের ট্রাজেডী

শ্রীঅসীমকুমার ত্রিবেদী

যদিও আমি জানি—
বৈশাখের কোন এক বুক ফাটানো দুপুরে
হলুদ-কচি বিবর্ণ ঘাসের মরুপড়া মাঠের বুকে
দাঁড়িয়ে বর্ণালী-সবুজ কোন পদ্ম পারের
স্বপ্ন নিয়ে যখন তোমরা কাড়াকাড়ি করবে
তখন আমি বৈশাখের ঝলসানো দুপুরে
সাহারার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে
ঝলসে ঝলসে মরে যেতে চাইব ;
কোন এক আষাঢ় সকালে
নিঃসীম-গহিন আঁধার চাদরে মোড়া
আকাশের বীভৎস, মুখর পচন ধরানো
কান্নায় তোমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব কিছুই
গলে-পচে গেলেও বৃষ্টির আঙুল দিয়ে

স্থষ্টি হওয়া তোমার টিনের চালের
ঝরঝর রাগিনী শুনতে শুনতে যখন
তুমি ঘুমের অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরবে
তোমার প্রতিবেশী আমি তখন
ফুলে কেঁপে ওঠা কোন এক ব্রহ্মপুত্রের
সাথে কোলাকুলি করতে চাইব।
তবু কেন পোষের কুঁকড়ে শক্ত হওয়া বরফ প্রভাতে
হাওয়ায় টিনের চালে দোলা লাগার মত,
সবপাতা ঝরে যাওয়া অস্থিচর্মসার—
কঙ্কাল গাছের দোসর, তোমার বুকের
পাঁজরের দোলা যখন আস্তে আস্তে থেমে যায়—
নবোদিত অরুণের রক্তিমরাগে যখন
তোমার ছিন্নবস্ত্র রঞ্জিত হয় তখন
সূর্যের আলো সর্বাঙ্গে লেপে ছুটে যাই
বারবার কোমর সমান বেড়ে যাওয়া
আমার বাগানের সবুজ মেলায় ?-
শিশিরের মুক্তারাশি মাখামাখি
হয়ে যায় মুখে, বুকে সবখানে—
কেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর ?
সবুজের হোলি খেলতে খেলতে
কেন বারবার বাঁচতে ইচ্ছে করে ?
যদিও আমি জানি—
আবার কোন বৈশাখের দুপুরে……
আষাঢ় সকালে……

চরণদার প্রতি

কবি শ্রীমহেন্দ্র সাহা

তুমি দেখেছো কী চরণ দা,—
অন্নহারার পেটের তলা,
দেখেছো কী তলার জ্বালায় টগ্‌বগানি ?
দেখেছো তাদের অগ্নিক্ষুধা—
রক্তে কেমন জ্বলে ?
আমি জানি তার বিষম জ্বালা
তিলে তিলে জীবন ক্ষইয়ে
রক্ত উজাড় করে।
আমি জানি মর্মে-মর্মে
গোলামী খাতায় নাম লিখে।
চরণ দা, চলো না যাই—
ছন্ন-ছাড়ার দলে গিয়ে মুঠি তুলি
বাঁচার জন্যে অন্নহারার দল বেধে।
আজ নতুন গানের ভাষায় যদি—
আকাশ নামাই নীচে টেনে—
চরণ দা, হয়তো এবার নতুন ফসল
ভরিয়ে তোলবো বাঁচার গানে
ভাতের জন্যে।

দুই নারী

শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন

গ্রামের নতুন বধূ মাথায় ঘোমটা টানা
ভীরু বুকে চলে ফেরে মন কেমন আনমনা
সিঁথিতে রাঙা সিঁদুর ঠোঁটে সলজ্জ হাসি
হাতে লয়ে সাঁঝের প্রদীপ দাঁড়ায় তুলসীতলায় আসি
জানায় প্রণতি নতজানু হয়ে ভক্তিভরে
'ঠাকুর, রেখো ভালো আমার প্রবাসী স্বামীরে'।
স্বামী বিনা আর কোন চিন্তা নেই মনে
স্বামী ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নাহি জানে।
সহরের নতুন স্ত্রী মাথায় ঘোমটা নেই
বীরদর্পে পথ চলে মুখে কথার খই
সিঁথিতে সিঁদুরের ছায়া ঠোঁটে নির্লজ্জ হাসি
সন্ধ্যায় সিনেমা, রাত্রে রেষ্টুরেণ্টে ডিনার রাশিরাশি
মধুলোভে মৌমাছি নিয়ত করে গুঞ্জন
শুধু পায় না দেখা সেই যে তার আপন জন।
স্বামী বিনা আর সব চিন্তা তার মনে
স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুশীর ঢেউ খেলে তার প্রাণে।

স্বপ্ন রাজ্যের থেকে

শ্রীভবতোষকুমার রায়

স্বপ্নবর ; স্বপ্ন দেখছো !

তুমি কি স্বপ্ন রাজ্যের রাজা… ?

না মন্ত্রী, না কোনো গম্ভীর সেনাপতি ·· ?

বল, তুমি স্বপ্নে কোনটা হ'য়েছো…?

নাকি, স্বপ্ন কন্যার প্রেমিক হ'য়েছো·· ?

স্বপ্নবর !

এখনও অন্ধকার—সবাই বেহুস ঘুমুচ্ছে ।

তারারা ঘুমে ঢুলছে নিশাচরেরাও—

চারিদিক চাপ চাপ অন্ধকার—নিঃশব্দ,

চুপি চুপি বল, কানে কানে তুমি কি হয়েছো ?

স্বপ্নবর !

রাত জাগা পাখীরা ক্লান্ত পাহাড় নদীরা এখন শ্রান্ত ।

কিন্তু, তোমার ইন্দ্রিয় যুগল কেন এত চঞ্চল··· ?

কেন উত্তাল সমুদ্রের মতো উন্মত্ত ··· ?

কিষের স্পর্শে ··· ?

স্বপ্নবর !

তোমার প্রেমিকা এখন অনেক দূরে,

সেখানে তোমার সুর পৌঁছাবে না ।

তার গর্ভে এখন সন্তান—

এ সন্তানের পিতা বিংশ-বীর্য্য ।

স্বপ্নবর !

ভোরের সূর্য্য উঁকি দিয়েছে

চোখ মেলে দেখ

রক্তের মতো একটি কুঁড়ি গোলাপ

তোমার শয্যার পাশে কাকে যেন খুঁজছে

॥ বাঘ ॥

মাণিক চক্রবর্তী

বাঘটাকে শিকলে বেঁধে

বিকেলের রাজপথ পার হবার সময়

খুব সম্ভব লোকটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

এখন তার শবাধারেও

বাঘের ছবি খোদাই করা।

শোভাযাত্রাটা হলুদ,

মনুষ্যগুলো খয়েরী।

কোনো দোতলা বাড়ীর ছাদ থেকে দেখলে

মনে হবে :

বিশাল এক শ্বাপদের মৃতদেহ মাড়িয়ে

কতগুলো শৃংখলিত বাঘ

বন্দীর অভিমানে হাঁটছে॥

বুভুক্ষু বিদ্রোহী

মৃণালকান্তি রায়

আমাদের বাঁচতে দিতে হবে—খাদ্য চাই, খাদ্য দাও।
গগন বিদীর্ণকারী চীৎকারে শান্ত পথের বুকে—
জ্বেলে তুলেছে অগ্নি-ঝঞ্ঝা, কারা ওরা?
ক্ষুধার্ত, নিষ্পেষিত, জর্জ্জরিত মানবকায়া।
বস্ত্রাভাবে কৌপিনাচ্ছাদন, জরাজীর্ণ দেহ,
এক হস্তে বিদ্রোহের পতাকা, অপর হস্তে ঢাল তরোয়াল।
মুখে তাদের উচ্চারিত বাণী—কোথায় গেল কালোবাজারীর দল
খাবার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ওরা—এত স্পর্ধা!
মেরে, কেটে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।
অন্তরে তাদের ক্রন্দনের গুঞ্জন পুঞ্জিত ব্যথা,
দেহে তাদের বইছে শানিত অস্ত্রের খরস্রোতা রক্ত।
পূর্বপুরুষের চামড়ার নীচে ঢাকা আছে ইংরাজের—
নৃশংস চাবুকের কাল-কাল জমাট বাঁধা রক্ত।
তবে কেন ভয়, কিসের ভয়? কাউকে তারা ভয় করে না।
কারো দাসত্ব তারা মানতে রাজী নয়,
জ্বালাময়ী অগ্নিস্রোতে ভাসছে তাদের ভবিষ্যৎ।
চারিদিকে উঠেছে বিদ্রোহের শিহরণ।
যাদের কূটবুদ্ধিতে মানবজাতি উৎপীড়িত।
অস্ত্র নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে পথে পথে সাজা দিতে।
বাংলা মা হাসবেন তাদের রক্তে স্নান করে।
নতুন যাত্রাপথ সুগম হবে দস্যুদের পদদলিত করে।

উত্তাপ ॥

জগন্নাথ বাগ

তোমার স্পর্শের উত্তাপে উষ্ণতম·দীর্ঘশ্বাস—
ঘন ঘন বহে অবিরত,
ব্যাকুল জড়িত বাহুর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত
ফুলে কেঁপে উঠে তব উন্নত বক্ষ।
হৃদয় দিয়ে শুনতে পাই দূরাগত বাতাসের মর্মর ধ্বনি
নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কলকলানী
শুষ্ক মরুতে প্লাবনের বেগ—
দেহ মন হয় পুলকিত।
রাত্রি নিশাথে ভেসে আসে সুরের ঝঙ্কার,
পলকে পলকে জাগে শিহরণ, করে হুঙ্কার,—
মত্ত মাতাল বন্য দানব জেগে উঠে রক্তের উষ্ণতায়
দেহ মন করে তোল-পাড়।
চিরাকাঙ্খীত ফুলের স্তবকে মধু লোভি অলীদের মতো
আহরণে তব চায়,
তুমি বিশাল ফণীনি হয়ে ছোবল মারিবার তরে,
উদ্ধত ফণা তুলে গর্জে উঠো বারংবার,
আমি দক্ষ বেদের ন্যায়, মন্ত্রপুত করে তোমায়
শান্ত করে বক্ষে টানি চিরকালের মতো॥

গরমিল

—নীরেন ঘোষ

সবুজ আলো দেখে
ট্রামটা বাঁক নিলো—
শ্যামবাজারের দিকে।
পুরোনো জীর্ণ দেয়ালে—
পোষ্টারের আবরণ,
শহরের দৈন্যতা ঢাকছে
রঙীন নিয়ন।
হাসি পায় ওদিকে তাকালে—
কারণ এখানে
রাস্তার পাগলিটা কাঁদছে
ক্ষিধের টানে।
ছেলেটা তার মরেছে অকালে—
চকচকে বাবু দেখে
হকারটা হাঁক দিলো—
"আসুন বাবু এদিকে।"

আলোর পিপাসা

সোমনাথ চক্রবর্তী

তোমাকে বিষণ্ণ দেখায় রাতের আঁধারে,
প্রাত্যহিক দিবসের উচ্ছসিত প্রাণের জোয়ারে
অকস্মাৎ ভাঁটা পড়ে নিঃশব্দ অভিসারে,—
তোমার কণ্ঠস্বরা ব্যালোল সঙ্গীতে
ক্ষীণ হয়ে মিশে যায় রাতের বাতাসে,
ভয় প্রসূ ঘন কালো মহান স্তব্ধতা এক
তোমার পেছনে এসে দুবৃত্তের মত
কণ্ঠ চেপে ধরে................
রক্তের চঞ্চলতা শিরা উপশিরায়
হৃদপিণ্ডে কেউ বুঝি হাতুড়ি পিটায়
স্পষ্টতঃই স্বেদের আভাষ তোমার ললাটে।
বুঝেছি আমি—
আঁধারের স্তর পেরিয়ে
তুমি চলে যেতে চাও একান্ত নিভৃতে কোন এক
সূর্য্যবারোদ্ভাসিত আলোর সায়রে।

অভিশাপ

শ্রীরজিতকুমার চক্রবর্তী
(হারাধন) ।

দিকে দিকে শোনা যায় শুধু হাহাকার রব,

শুধু মানুষই নয়, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ যত,

করিতেছে চীৎকার 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' ॥

রাজা মহারাজও পড়িছে লুটে

পথ প্রান্তে ভিখারীর মত।

কোথা অন্ন, কোথা জল

কোথা ফুল, কোথা ফল কি ভীষণ অভিশাপ ?

কি রুদ্রমূর্ত্তী করিতেছে হনন সবায়

সতী বিনা দক্ষযজ্ঞ প্রলয়ের মত।

শত শত নর নারী, শিশু সন্তান

কাহারও নাহি পরিত্রাণ এই অভিশাপ হতে।

কেহ দেয় অন্ন, কেহ জল, কেহ অর্থ, কেহ বস্ত্র

কিন্তু, ইহাতে দুঃখ ঘুচিবে কত আর।

যদি না নিজেরে লুটায় দুঃখ ঘুচাবার লাগি,

যদি না ভাগ্যিতে লেখে,

"জগতের সুখ মাত্র সুখ আপনার"

যদি না নিজের অন্ন তুলে দেয় অন্যের মুখে

"যদি না পরহিতে লাগে এই প্রাণ
বৃথাই জনম এই মানব দেহের।"
সোনার সংসারের লোক যদি ভাবে এই কথা
সেখানে বৃথা হয়ে যায়, অধৈর্যের অভিশাপ।

গোধূলি

জয়শ্রী দেব

ম্লান হয়ে গেল গোধূলি আকাশ।
আমিত্বের অহংকারের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছিল
যারে, তাকে সে পায়নি পরিপূর্ণরূপে।
আপন অস্মিতায় লাগল ভীষণ আঘাত।
পুষ্পিত বল্লী, পলাশের রক্তিম সজ্জা
আর কৃষ্ণচূড়ার আগুন ছড়ান আনন্দ,
ম্লান করে দিল গোধূলি আকাশ।
বিবর্ণ আকাশ তাই মেঘ ছড়িয়ে দেয়
নিজের মুখে। ডেকে আনে তমিস্রার গাঢ়তা
অপমানিত অহংকার আজ স্থান খুঁজে পায় না
নিজেকে গোপন কোরবার।
স্থান দিতে পারে না গোটা পৃথিবীটা।

অভিযাত্রী কে

গোবিন্দচরণ মিশ্র

এসো হে মহান, আকাশের অভিযাত্রী
অনন্ত পথে কেটে যায় দিন রাত্রি !
কোথা ভয় কোথা শঙ্কা কোথায় রেখে
শূন্যে উধাও নীল মেঘ মেখে মেখে।
নতুন জগত নতুন দুয়ার খোলো
সত্যের মাঝে স্বপ্নেরে এনে তোলো।
আলো ছায়া মাটি পৃথিবীর ভালোবাসা
হউক সফল নীলপথে যাওয়া আসা।
অভিনব দেশে মানুষের হোক্ ঠাঁই
নীলাকাশ ঘিরে স্বর্গের সীমানায়।
তুমি গাগারিণ, তবুও কলশ্বাস
দাও নির্ভয় স্বর্গের আশ্বাস।
যাক্ ক্ষুদ্রতা নব জীবনের স্রোতে
দেবাশীষ আনো দেবতার দেশ হ'তে।
নবযুগ আনে তোমার আবিষ্কার
এসো হে যাত্রী, জানাই নমস্কার॥

গোধূলিতে

গৌর গোস্বামী

নিরুৎসুক দৃষ্টি মোর একান্ত হয়েছে

বারে বারে ;—এ পৃথিবীর ঘাসের শয্যায়

তখন গোধূলি বেলায়

তখন দেখেছি আমি একান্ত উৎসুক

পাখীদের ক্লান্ত ডানায় লেগে রয়

সেই মুখ।

লজ্জাবতী সূর্য আমি আকাশে বন্যায়

কেশবতী কন্যার মত পানকৌড়ির ডানা কাঁপে

ডেকে আনে সেই দেশ

যেখানে শ্রান্তি নেই, মহুয়ার বনে মৌমাছি

আঁধারে হাওয়ায় তারা

আজো নাচে।

দেবতা !

সত্যেশ্বর চক্রবর্তী

দেবতা দেবতা করে পাগলের প্রায়
ঘরের বাহির, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত নর
খুঁজে খুঁজে ফিরে দেবতারে। কিন্তু হায় !
আমাদের দেবতা কি ঘরের বাহির ?
স্থান নাহি তার আপনার সৃষ্টি মাঝে ?
আপনার সীমার মাঝারে, অসীমের
উদাত্ত আহ্বান কানে নাহি বাজে ?
আদির মাঝারে নাহি সাড়া অনন্তের ?
ঘরের মাঝারে আছে মহান দেবতা
মাতাপিতা, আদি মত আছে গুরুজন
অনন্ত ব্রহ্মের রূপে সাক্ষাৎ দেবতা।
ব্রহ্ম জ্ঞানে পিতৃ মাতৃ চরণ বন্দন,
শ্রেষ্ঠ পূজা সন্তানের। সত্য এ বারতা :
ইহাতেই তুষ্ট হন, ব্রহ্মা ভগবান্।

পাণ্ডুলিপি

—হীরালাল সাধক

সে বিষণ্ন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, আজকে
আনতচক্ষে অতি সংগোপনে—
তৃষ্ণাতুর পরিব্রাজক পৃথিবীর দীর্ঘ সরাইয়ে—
অস্পষ্ট আলোর সামনে তুলে ধরি সেই বক্ররেখা
এলোমেলো হাওয়ার সংকেত।
সেই পথগুলি···শস্যক্ষেত্র···জনপথ নিবিড় সংযোগ
সংক্ষেপে সমস্ত দেখি পড়ে পড়ে আছে ;
দেশে দেশে অনর্গল প্রত্যাশার প্রতি পলে পলে
শ্বেত-শুভ্র ইচ্ছায় ইচ্ছায়
কামনার আদিমতা এখনো অস্থির।
তৃষ্ণায় এখনো দেখি ফেনাপুঞ্জ—বুদ্‌বুদ্‌
ইথারে কম্পন তোলে,
নৈসর্গিক বাস্তবতা বিষণ্ন বিদুরে।
পৃথিবীর কত দীর্ঘ পথ হেটে এসে তবে
ধূসর সমুদ্রের কোলে এই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম স্মৃতিগুলি
পেয়েছি আবার খুঁজে—জনারণ্যে মানুষের ভীড়ে॥

"ইভের উক্তি"

শ্রীকার্ত্তিক দত্তরায়

আমি নারী,—সৃষ্টির আদি পর্ব হতে,
যেদিন এলাম এই মর্ত্তধামে, স্বর্গপুরী ত্যাজি ;
যেদিন পড়িলাম বাঁধা পুরুষের কঠিন বাহুবন্ধনে,
সেদিন আকণ্ঠ ভরে পান করিলাম প্রেম, ভালবাসার সুধা ;
মিটাইলাম শতবর্ষ পরে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা।
তারপর পার হল কত যুগ,—
তবুও আমি হইতে পারিনি শান্ত ;
বক্ষ-মাঝে যে কামনারে রেখেছি জাগায়ে,
সেকি নারীর ধর্ম্ম ? না, বিধাতার অভিশাপ !
পাইনি উত্তর আজও, তাই চলেছি যুগ হতে যুগান্তরে,
করিতে অন্বেষণ কোথায় ইহার অন্ত।
কেহ বা পুড়িল মোর রূপ-বহ্নি-শিখায়,
কেহ বা পাইল শান্তি জন্মান্তর ফলে
দিয়েছি উজাড় করে সর্ব ধন মোর,
তবুও হইনি নিঃস্বঃ কোন্ ভাগ্য বলে !

আর্বিভাব ॥

শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি নবীন স্বপ্ন
জন্মে নিল সবাকার মাঝে
এক নবীন উদ্দীপনা নিয়ে।
মুখর বিশ্ব যখন মেতে উঠেছে
এ্যাটম্ বোমার হিংস্র হাওয়ায়—
রকেটের সুতীব্র গর্জনে—
আনবিক যুদ্ধের দামামায়—
সেই অশান্ত ঝটিকার মাঝে,
প্রলয়ের রুদ্ধ গর্জনে,
বিভীষিকার উদ্বেল ঘূর্ণীঝড়ের কেন্দ্রে—
এসেছে নবীন সেই স্বপ্ন
সেই একক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
অনাদি কালকে স্বাগতঃ জানিয়ে
তার তুলি আর রং সমেত।
একক স্বপ্নের সেই শুভ প্রচেষ্টা
ফলে ফুলে পল্লবিত হয়ে উঠুক
পৃথিবীর বুকে আসুক নবীনের ঝড়
নবীন প্রেরণা—
নবীন আশা—
নবীন জীবন........॥

সৃষ্টি

শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

মাগো, তুমি বল দেখি
গোলাপ কেন ফোটে,
মৌমাছিরা মধুর লোভে
ফুলের পানে ছোটে।
গন্ধরাজের গন্ধে কেন
কানন মধুময়,
পারুল, বকুল এমন করে
মন করেছে জয়।
বন-ফুলের অঙ্গ শোভায়
মন্দ মলয় বায়,
ফুলপরীরা স্বপন চোখে
ঘুম যে দিয়ে যায়।
বেলী ফুলের গন্ধে ভ্রমর
হারায় বুঝি দৃষ্টি,
"মা" হেসে কন—
এই যে শোভা ভগবানের সৃষ্টি।

নীল শাড়ী ঃ লাল চোখ ঃ কোকিল কাল চুল

শ্রীচণ্ডীচরণ দে

কোথায় দেখেছি তারে—
ঠিক মনে নেই ;
কোন সে নিবিড় ঘন
কোকিল ডাকা আমলকীর বনে,
বা শব্দ তরঙ্গিণী সাগরের কূলে,
নিবিড় ঝাউয়ের বনে,
ঠিক বলতে পারি না।
অথবা দেখেছি কোন—
জনবিরল নগরীর পথে ;
চলেছিল একা আনমনে।
চকিত হরিণীর মত—
চেয়েছিল সে,
বিদ্যুৎ হেসেছিল
অধরের দুই প্রান্তে তার।
শুভ্র দাঁতে তার—
জ্বলেছিল মুকুতার আলো।
আজ সে হারিয়ে গেছে—
কত শত ঘটনার ভীড়ে ;
সেই বিদ্যুৎ খেলান হাসি নেই মোর মনে ;
কিন্তু মনে পড়ে,—
তার সেই—নীল শাড়ী, লাল চোখ,
কোকিল কাল চুল।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীবিকাশচন্দ্র সামন্ত

পঁচিশে বৈশাখ
আজ থেকে শতবর্ষ পরে,
এমনি এক রাত্রিতে
জন্ম দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথের।
আর সেই থেকে তুমি
চিরস্মরণীয় হয়ে আছ মোদের মাঝে ;
বৎসরান্তে একবারই শুধু
অতীতের স্মৃতির পসরা নিয়ে
তুমি আসো মোদের মাঝে।
আর আমরাও
সারা বছর ধরে
তোমার আসার প্রতীক্ষায় থাকি।
তোমার মধ্যে আমরা
সেই পুরাণো দিনটিকে ফিরে পাই
কি এক আনন্দে আত্মহারা হয়ে,
সমস্ত বিভেদ ভুলে
আনন্দে মেতে উঠি
রবীন্দ্রনাথের কথা
যা আজ সমগ্র বিশ্বের রত্ন-ভাণ্ডার
তাকেই যে তুমি বহন করে এনেছিলে।

॥ প্রত্যাশায় ॥

শ্রীরাখালনাথ খাটুয়া

বারংবার লাঞ্ছিত তবুও যে মনে
আশ্চর্য সান্ত্বনা পাই কিসের উৎসাহে,
ব্যর্থতার নিদারুণ দুঃখের ক্ষণে
কিসের আস্বাদে ভাসি সময় প্রবাহে।
জীবনের সুখশান্তি কোথা নির্বাসিত—
সমস্ত আশ্বাস বুঝি বৃথা মাথা কুটে,
সৃষ্টির অভীপ্সা জানি দূর পরাহত
সবুজের সজীবতা কে নিয়েছে লুটে।
নিরাশ হৃদয় আর অনিকেত মনে
মৃত্যুর পরোয়ানা খুবই কাছাকাছি,
দুর্দম পিপাসা বুকে জীবনের রণে
কিসের প্রত্যাশায় আজও আমি বাঁচি।
জানি বঞ্চিত আমার ক্ষমাহীন হাত,
একদিন আনবেই সোনালী প্রভাত।

॥ গোপনে গেঁথেছি মালা ॥

—সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

মিলনের লাগি রচিয়া বাসর
গভীর হিমেল রাতে।
আপন করে নিয়েছি তোমায়
হাতখানি রেখে হাতে।
দেখেছি-স্বপন, যেন আমার
পাশেতে আসি।
তোমার ব্যথায় আমার নয়নে
জলে উঠে ভাসি॥
যদি তুমি মোরে ভালবেসে
কত না হইলে রিক্ত।
তোমার ছোঁওয়ায় আমার দেহ
হইল যেন সিক্ত॥
নূতন দিনে সোনালী রোদে তুমি যেন
সুন্দরী এক বালা
কণ্ঠে তোমার গোলাপ, বেলা
গোপনে গেঁথেছি মালা॥

হৃদয় যন্ত্রনা

বিজয়কৃষ্ণ বেরা

দৃষ্টি চলে যায় অসীম আকাশের

দূর সীমানায়—

দেহ মোর ক্ষত বিক্ষত, জীবনের যন্ত্রণায়

আর হৃদয়ের বেদনার—

মনের মাঝারে জ্বলবার প্রদীপ

সদাই উঠে জ্বলি,

প্রেমিকার অন্তরের সংগোপন

অভিলাষ বুঝিতে না পারি

আমি চাই প্রেমের স্বর্গে মিলনের

নীড় বাঁধিবারে

হৃদয় ওর বাঁধা আজি যৌন ক্ষুধার

অবিচ্ছেদ্য কারাগারে

অধরে বারাঙ্গনার হাসি, নয়নের বিল্লোল দৃষ্টি।

এই কি ভালবাসার উপহার?

হৃদয়ের এ অব্যক্ত বেদনায় সদাই

গুমরে মরি—

প্রকাশের ভাষা না পেয়ে এ

[illegible] জীবন।

দুরাশা

শ্রীরাজকুমার রায়

ভগ্ন মেরুদণ্ড আর হবে নাকো সোজা
বৃথায় বিষাক্ত সর্প মাথা খুঁড়ে মরে
অন্ধকারে বন্ধ হল শিকারকে খোঁজা
এখানে দু'হাত জমি পুঁজি তার তরে।
অথচ এখনো বেঁচে হিংসা হলাহল
রক্তজাত সে বাসনা অনন্ত অপার
দ্বিখণ্ডিত কালজিহ্বা লোলুপ, দোদুল
মৃত্যুকে প্রকাশ্যে চায় করিতে সংহার।
দুরাশা এখনি হবে ধূলায় বিলীন—
জীবনের অপরাহ্নে শেষ হেলে খেলা
যত হিংসা হলাহল সব হবে লীন
স্বপ্ন রাজ্য ভেঙ্গে যাবে প্রভাতের বেলা।
মৃত্যু যে পরশমণি—সোনা হবে সব
মৃত্যুর মধুর স্পর্শে অপূর্ব সৌরভ।

নিষ্ফল প্রয়াস

শ্রীপ্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর অসীম পৃষ্ঠে চলেছে
নব নব বিবর্ত্তন—ঋতুচক্রে,
না বন্ধু না—
সময়ের অপচয় আর না।
জীবনের গভীর অন্তিমে
কিছুই তোমার নয় : জন্ম মৃত্যু পূরবী, বিভাসে,
পৃথিবীর অসীম মঞ্চে এক বিচিত্র অভিনয়—
পরিচালক ! তুমি আছো দর্শকের ভূমিকায়।
ফেনিলোজ্জ্বল যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণা
প্রত্যাশিত চুম্বন, আকুল মুখ চিরস্থায়ী না।
তুমি কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ আপনার অমিত তৃপ্তির,
সব খেলা শেষ হয়, তোমার নির্বোধ খেলা স্থির।

ঋতু মঙ্গল ॥

শ্রীফাল্গুনী মুখার্জী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল

আম-কাঁঠালের ধুম,

আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল

জল পড়ে ঝুম-ঝুম।

ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল

পূজোর-ঢাকের সাড়া,

কার্ত্তিক-অগ্রাণ হেমন্তকাল

ধান কাটবার তাড়া।

পৌষ-মাঘ শীতকাল

চালের পায়স পিঠে,

ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল

দক্ষিণ হাওয়া মিঠে।

বারোমাসে ছয়টি ঋতু

বাংলা মায়ের প্রাণ,

আমরা মায়ের ছেলেমেয়ে

গাইব ঋতুর গান।

।। শহরতলীর বুকে ।। (একটি নারীর মনকে)

শ্রীমৃগাংককৃষ্ণ রায়

রুদ্রানী !

তুমি নাকি আর পাখি নও !
তোমার হাতের কোমল স্পর্শে আর প্রেমের
নেশা আনে না। —হারমনিয়ামের রীডের উপর
আঙুলের চাপ সংগীতের ঝংকার তোলেনা ;
আর, গানের স্বর কেমন কান্নার মতো বাতাসে ভাসে।

রুদ্রানী !

তুমি নাকি আর পাখি নও !
এখন তুমি অপ্সরা, মেনকার মতো
মুনীর মনে আগুন জ্বালাও—অবৈধ জননীর দীক্ষা
নিয়ে অন্তত্র নিয়ন আলোর নাচে লাল লাল
সুরাপানে মিথ্যা প্রেম বিলাও।

রুদ্রানী !

তুমি নাকি আর পাখি নও।
তুমি নাকি শহরতলির প্রেমে মত্ত :
কাঁচুলীপরা উষ্ণ বক্ষে শহরপুরী মাতাল হতে
কসুর করে না ; বাঁ হাতের নীল ভ্যানিটি ব্যাগ
প্রেমের দান ঝনাৎ ঝনাৎ বাজে ; কিন্তু, তাই বলে,
তোমার সন্তান শকুন্তলা নামে শকুনির ছায়ায়
বিংশতী সূর্যের আলো পায় না—শুধু— নীলশ্বাস
শকুনের কালো পাখায় মিলায়।

হৃত স্বপ্ন

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যেন কিছু হারিয়ে ফেলেছি
সুখের মুখ দেখতে গিয়ে দুঃখের দ্বারে দ্বারে ঘুরে
নিজেকে যাচাই করতে পারলাম না এখনও :
জীবন্ত কংকালের ছায়া আমার মনেতে এসে
বারে বারে ব্যঙ্গ করে গেছে। ভাঙ্গা পাঁজরের ধ্বনিগুলোর
চেতনতা আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে—
আমার মনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে অবচেতনের স্তরে।
যতবার হারিয়ে যেতে চেয়েছি ভীড়ে, পারিনি হারাতে
কি যেন খুঁজতে গিয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে
এসে মিলেছি আবার জনতারই মাঝে।......
যারা একদিন আমায় ভালবাসত, তারাও হারিয়ে গেছে ;
চেনামুখগুলো দেখলেও মনে করতে পারব না :
কি যেন খুঁজে বেড়িয়েছি ঘুড়ির মত কামনার সায়রে ;
চিন্তায় এসেও পালিয়ে গেছে তারা, স্বপ্ন দিয়ে ধরে রাখতে
পারিনি হারিয়ে যাবার মানা নেই জেনেও হারাতে
চেয়েছিলাম নিজেকে গহন তমসায়, ফেরত এসেছি সেখান
থেকেও। কতবার এ খেলা খেলব বলতে পারি না—পাওয়া
না পাওয়ার লুকোচুরির মাঝে—সত্যিই যেন কিছু হারিয়ে
ফেলেছি। কি তার নাম জানি না !!

মনে পড়ে

প্রতাপরঞ্জন হাজরা

প্রতি বছর আশ্বিনেতে মনে পড়ে তোমার কথা।
শিউলি ফুলের মালা গেঁথে কাটিয়ে দিতে সারা সকাল,
বুকের মধ্যে উঠছে জেগে কত স্মৃতি কত ব্যথা।
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমায় সর্বনাশা কাল।
এখনও তোমায় ভাবি কতবার
পূজোর দিনে দাওয়ায় বসে তাকাই আকাশ পানে,
আবার তুমি আসবে বলে, গিয়েছ সেবার।
আকাশ বাতাস ভরে গেছে আগামী গানে
আমার জন্যে তোমার প্রাণে কষ্ট কি নেই ?
পূজোর দিনে তোমার মত সাজিয়ে দেবে কে ?
সবাই যে আজ সাজছে ঘরে তুমি শুধু নেই।
সবাই যখন বলবে হেসে তোকে সাজিয়ে দেবে কে ?
আমি তখন আকাশ পানে চেয়ে ভাবব শুধু তোমার কথ
বুকের মধ্যে উঠছে জেগে কত স্মৃতি কত ব্যথা।

বৃত্ত

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

তুমি বলেছিলে উদার বৃত্তে ঘুরবে
বৃত্তে যখন ঘুরতেই হবে আমাদের।
তুমি বলেছিলে একবারই তুমি মরবে
বিশ্বে যখন মরতেই হবে আমাদের।
তবু তুমি শত সহস্রবার মরলে
শ্বেত শতদল বারবার হ'লো ছিন্ন,
অজানা ধূলির পঙ্ক পরেই ঝরলে
স্পন্দিত ফুল পরাগেই হ'ল ক্লিন্ন।
তুমি ঘুরেছিলে উদার আলোর বৃত্তে
থৈ থৈ জলে ফুটে উঠেছিলো পদ্ম
হঠাৎ কেন যে মাতলে খেয়ালী নৃত্যে
রাঙা পলাশের উৎসব থামে সদ্য।
অমৃত-বিষ দুটোই তো দেখি সত্য
আমরাই প্রভু এ বৃত্তে তবু ভৃত্য।

রোমাণ্টিকতা

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

টেবিলের দু'দিকে গল্পের নায়ক-নায়িকা বসে আছে
মুখোমুখী রেস্তোঁরার অসংখ্য ভীড়ের মাঝে। মাঝখানে
নামানো পেয়ালার কবোষ্ণ চা থেকে ধুঁয়ো উঠছে।
নায়কের হাতে সিগারেট, নায়িকার রাঙা ঠোঁটে
মৃদু হাসি.........., কি অপূর্ব রোমাণ্টিকতা! কখনও
জোরে হাসে, আবার কখনও মৃদু—যেন সমুদ্রের বুকে
ভেসে আসা দু'টি পারিজাত ফুল! প্রেমের তরঙ্গে
ভেসে এসে তীরে পড়ল আছড়ে। স্বপ্নে
মেতে আছে ঐ দু'টি মন— বাস্তবের সীমারেখা
ছাড়িয়ে গেছে বহুদূর।
................ভেসে আসা পারিজাত ফুল
হয়ে যাবে নিস্তেজ, পচে মিশে যাবে মাটির সঙ্গে
তা কি জানে ঐ তীরহারা দু'টি মন?

প্রার্থনা

পলাতকা

গভীর বনে গেছে পথ হারিয়ে

প্রভু এখন দেখাও আলো

এবার আসে ঘনিয়ে কালো রাত

প্রভু এবারও আলো আলো।

পূবদিকেতে দিয়েছে দেখা ঝড়

এবার প্রলয় শুরু হ'ল

ফেলেছি হারিয়ে ঠিকানা আমার

প্রভু এবারও আলো আলো।

চারিদিকেতে মরণেরই ডাক

রক্তলোভা পশুর দল

মোরে ঘিরে যেথায় আছ, আমায়

ওগো বক্ষে দিও যেন বল।

বক্ষে ছিল তোমার বাণী, তোমায়

আমি এঁকেও ছিলাম ধ্যানে

ঝড়ের সময় কি হোল কি জানি

হারিয়ে গেলে কোন্‌খানে।

ঠাকুর। কেন দূরে এত, এবার

দেখাও না রাস্তা আলো জেলে

আজই মলিন আঁধার মোদের

ঘুচবে, জ্ঞানের আলো পেলে।

অবসাদ

বিজু প্রামাণিক

প্রাত্যহিক প্রচেষ্টা মুক্ত ক্লান্ত অবসরে,
মনের ঘোলাটে দৃষ্টি বৈকালিক ছায়ায়—
ডানা মেলে উড়ে যায় সে সুদূরে,
যেখানে সকল পাওয়া হঠাৎ হারায়।
আকণ্ঠ তিক্ততা রিক্ততার লতার বাঁধনে,
সূর্যমুখীর মন ম্লান করে গোধূলির আলো,
পরিমিত শ্বাস শুধু নাভিশ্বাস টানে,
মূক-বধির হয়ে তৃপ্তি পাওয়া ভালো।
মৃত্যুর প্রশান্তি নিয়ে চেতনার রাজ্যে
পাখীরা কুলায় ফিরে দিনের শেষে,
সব কিছু ব্যাখ্যাত ব্যর্থতা ও সজ্জে,
সমস্ত দিনের স্রোত রাত্রিতে মেশে?

কবিতা

যতীন্দ্রনাথ পাল

স্মৃতি, অবসর উতলা। এবার এসো তুমি।
অভিজ্ঞতা অনেক তো হলো। জলে পা'
রেখে আলতা মুছে পরিণীতা তুমি।
না, আর দেরী কর না, এসো।
পুরনো মেঘ থেকে বিষ্টি হবে।
শাড়ী ভিজবে, সায়া-ব্লাউজ-কাচুলি
কিছুই বাদ যাবে না, বিষ্টি এলে।
জলে ডুব না দিয়েই স্নান সেরে নেবো।
ইস্। কি ভীষণ শীত। বিষ্টি ভেজা শীত।
পথে-ঘাটে জলের কোমল শরীর লুটানো।
তোমারও শীত করছে, জন্ম শীত?
হাত ধরে চল। পথ যে রসিকা।
স্মৃতি, সময়ের দুপুর। মেঝেতে চিৎ শুয়ে
তোমার অলস দেহ, তুমিই কামনা কর?
কিন্তু আমি তো বুঝি না—
কখন তোমাকে জীবনে মা হতে দিলাম।

প্রেম

চিত্তরঞ্জন জোয়ার্দার

জানো! ভালোবাসার পরিণাম?
বেসেছ ভালো? দিয়েছ কি প্রেম?
হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে, দরদর ধারে—
বলেছ কাউকে? "প্রিয়তম! তুমি আমার প্রাণ?
আমি সঁপেছি আমার জীবন। আমি অনাথা,
অভাগা, অসহায়া—
প্রেম যাচ্ঞা করি যৌবনের বশে।"
অভিমান করেছ কি, প্রিয়তমার প্রতি?
অভিমানে দগ্ধ, বিক্ষুব্ধ, রাধা, –
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত জীবন-যৌবন। প্রেম –
নিবেদন করে করজোড়ে—
"মরণ রে। তুঁহু মম শ্যাম সমান।"
শুক-শারি দিবারাত্রি মিলনোৎকণ্ঠায়, বিনিদ্রভাবে
সচকিত দৃষ্টি—
ত্রাস্ত ভীতি বিহ্বল, তোমার প্রেমসুধা
অনাদৃত, উচ্ছলিত পূর্ণ যৌবনে।
সুখ দেয় প্রেম, ক্ষণিকের,
চির বেদনাময় থাকে, অন্তরে, ব্যথাতুরা
কামাতুরা রূপে জলে।

অনির্বাণ
ধুকু ধুকু হৃদয় বিদীর্ণ
প্রকাশো সঙ্কোচ, ছলছল দৃষ্টি.
মেঘ করে, আঁখি প্রান্তে, জল আসে
ভারে ভার। কেউ নেই, সুধাবার
"কেঁদোনাকো প্রিয়া জীবনে মরণে
জনমে জনমে তোমার বেঁধেছি হিয়া।"
প্রেম আসে—
সুখের বার্তা নিয়ে।
নেভেনা বেদনার জ্বালা।

কৌণিক ‖ উদয়ন ভৌমিক

বিপন্ন বিস্ময়ে যদি বান্ধব প্রতিম
অন্ধকার পাশে শুয়ে নিদ্রিত নয়ন
আলোর ফলকে অসবে ছায়া, অকৃপণ
সম্পন্ন প্রদোষ যাত্রা উজানে অগ্রিম।
কত পুষ্পে স্পর্শ রেখে পাতায় অথবা
কত স্বপ্নে আয়োজন উদ্ভিন্ন হৃদয়
ঘুমন্ত নিঃসঙ্গ দেখে মেলে কি বাহবা
জলের আগুনে পুড়লে পূত হিরণ্ময়।
অনন্বিত শূন্যতায় বৃথাই সাধনা
দৃষ্টে অন্তর্দৃষ্টে লয়, দৃশ্য দিকে দিকে
না যদি স্বর্গীয় চিত্র, অ-শিব প্রতীকে
হ'ব না, দ্বিধায় তবু দ্বিখণ্ড হ'ব না।

মেহনতী জনতা

শ্রীঅজিতকুমার মাইতি

এঁরা সেই মেহনতী জনতা—
যাঁদের ঘিরে নেতাদের ছোটে বক্তৃতার তুবড়ী,
কারো গাথায় ঝরে ভাষার ফুলঝুরি।
নিত্যদিনের সংবাদপত্রে
যাঁদের ছবি ছাপা হয় ফলাও করে ;
যাঁদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জিত হয়
নিত্য নতুন করে—।
এঁরা নাকি সেই ভারতবর্ষের প্রাণ,
সেই মেহনতী জনতা।
এঁদের ঘরেই ক্লান্তি ; হতাশা।
নিরন্ন পরিবার—
এঁদের দিকে চেয়েই দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
জীর্ণ কুটীরে এঁদের
নগ্ন দীনতার ছাপ ;
শীর্ণ শরীরে এঁদের—
ভগ্ন অবসন্নতা।
এঁদের জন্যেই নাকি সবার
উৎসর্গীকৃত জীবন।
এঁরাই নাকি সব মহলের
বড় পুঁজি, বড় মূলধন

লাভের অংক মুখ্য—,
পুঁজির প্রশ্ন গৌণ।
তাই এঁদের ঘরেই শূন্যতা ;
এঁদের ঘরেই ব্যর্থতা।
এঁদের মেহনত, এঁদের প্রচেষ্টা
তাই তলিয়ে যাচ্ছে
সেবক দরদীর ঘুর্ণিপাকে।

দেশের ডাক ‖ [illegible]

মাতৃভূমির ডাক এসেছে, জাগ্ রে জোয়ান ভাই,
অলস রাতের স্বপ্ন দেখার আর যে সময় নাই॥
অস্ত্র শানায় শত্রু আজ
পরতে হবে বীরের সাজ
কৃপাণ হাতে রণভূমে ছুটতে হবে ভাই॥
চল্‌ব মোরা সমুখ পানে
ফির্‌ব নাক পিছুর টানে,
সমস্বরে গাইব মোরা আজ বিজয়ের গান॥
দেশের মান রাখতে হবে
দৃঢ় পদে চল্‌ব সবে
সফল হব এই রণেতেই সন্দেহ ত নাই॥

ফুল গুলো ঝরে

সমরজিৎ দাস

ফুলগুলো ঝরে ঝরে যায়।
রক্ত গোধূলি— ম্লান হয়, হয় বিবর্ণ পাণ্ডুর
ফিরে আসে প্রাচীন স্মৃতিরা॥ অজানা বেদনায়
মৃত্যু হয় সবুজ প্রাণের। কারণ আয়না মাত্রই ভঙ্গুর॥
মৌনতা আর মৃত্যু, শ্মশান আর চিতা।
জীবনের অন্তরে অন্তরে চলে মৃত্যুর প্রস্তুতি।
আসলে জীবন একটা গন্ধময় বিশুদ্ধ কবিতা
ফুটন্ত ফুলের মৃত্যু, মৃত্যু নয়—সকরুন বৃন্তচ্যুতি॥
কত ফোটে হাস্নুহানা, কাঞ্চন, করবী
ঝরে যায় সাহারায় কত শত তৃষ্ণার্ত জীবন।
ফুল ঝরে, রেখে যায় মধুর সুরভি
সুরভির পরশেতে বাঁচে কত কবিতার করুণ মরণ॥
আমি তবু নিঃসঙ্গ, নির্জন, একক বালুচর, পড়ে থাকি মৃতপ্রায়
ডাকি আমি তারাদের "ধরা দাও সুদূর! সুদূর!"
ফুলগুলো ঝরে ঝরে যায়।
ম্লান হয় শীর্ণ গোধূলি—হয় বিবর্ণ পাণ্ডুর।

বিচিত্র জগৎ

শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী

ক্ষমতা পেয়েই "ল এণ্ড অর্ডারের হুমকি।
তারপর স্পীকারের ঐতিহাসিক রুলিং
এবং শুরু হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা-প্রদর্শনী।
ফিসফাস্, অন্ধকারে আনাগোনা,
গোপন টেলিফোন, একান্ত অনুরোধ,
আর প্লেনে অবিশ্রাম দিল্লী ছুটাছুটি।
মুখে শান্তির নির্ভয় আশ্বাস।
ইউ. এফ. নয়, পি. ডি. এফ. তাও নয়
এন. ডি. এফ—শুধু দল আর কোন্দল।
.দশসেবার আগ্রহাতিশয্য দেখে
মানুষের রক্ত ওঠে টগবগিয়ে;
এদিকে চালের কেজি দুটাকা থেকে—।
শেষ শয্যায় ক্ষুধার্ত মানুষ শুনছে
মুহুর্মুহু সরকারী ঘোষণা:
"কোন মানুষকে দেবো না মরতে,
—উৎপাদন আশাতীত।"
"....অমুক করতে হবে—অমুকের বাণী"।
প্রগতিবাদী রাষ্ট্র: তাই
পারস্পরিক হুমকি, স্নায়ুযুদ্ধ আর
ঘায়েলের মহড়া অবশ্যম্ভাবী, বিচিত্র জগৎ।

স্বাধীন

শ্রীললিতমোহন সিন্‌হা

স্বাধীন আজ এই দেশ
তার চেয়ে স্বাধীন আমরা,
সত্যকে তাই ফাঁকি দিতে পারি
আমাদের শাসন সত্যের কাছে নয়
পচা মাংসয় ঘেরা হাটের সেকায়।
স্বাধীন আমরা তাই
আমাদের আকাশ ছোঁয়া কল্পনায়
সংকীর্ণতার মিতালি।
মহাজন প্রদর্শিত পথ
রবি, কবি নজরুল, মধু, বঙ্কিম
তরুণকান্ত সুকান্তের পথে ভীড় নয়,
অচল। মার্ক্স জ্ঞানের মিথ্যা ব্যাখ্যা
সুন্দর (শশী-শশাঙ্ক-শেখরের) পশারা
আজ সভ্যতার মেলায় খুব দাম।
সুপথের যাত্রীরা বিমুখ
পথ্যহারা হাট। মিথ্যা সত্যের পণ্য দিয়া
আজি ইতিহাস হচ্ছে মহাভারী
দুর্বোধ্য আত্মবাধীন নয়
সরল সত্যের দারুণ অপমান
—আকাশ ছোঁয়া কল্পনায়
সংকীর্ণতার মিতালি।

স্বাধীন আজ এই দেশ
তার চেয়ে খুব স্বাধীন আমরা
সত্যকেও তায় ফাঁকি দিতে পারি।

দৃষ্টির ঘসা কাঁচে

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পথ এই বাঁকা গলি,
সব কিছু পরিচিত অনেক আগের।
এই পথ ধরে মন যেন চলে যেত অনেক সুদূরে।
আজ তবে নেই সেই দিন
দৃষ্টির ঘসা কাঁচে অস্পষ্ট মলিন।
এই পথ ধরে, চলে যেত 'কলেজ মেয়েটি'
অহেতুক শুধু তার বর্দ্ধিত ভ্যানিটি।
আমি তাই কোন এক স্মৃতির দুপুরে—
মনের ডানাতে চড়ে
চলে যাই কোন এক স্রোতস্বিনী তীরে।
যেথা সেই পরিচিত মুখ
মনে হয় আবারো, মন মোর উড়ুক উড়ুক॥

চল : পৃথিবীর জনতার সাথে

উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

চল : পৃথিবীর জনতার সমুদ্রে—
আমরা আমাদের সংকীর্ণ জীবনগুলো
একে একে বিলীন করে দিই !!
সবার কল্পনার সাথে,
আমাদের কল্পনাগুলো মিলিয়ে দিয়ে,
শাশ্বত পৃথিবী গড়ার
আর একবার জয়ধ্বনি তুলি !!
চল : শতশত "মানব দধিচির"
অস্থির সাথে—
আমাদের অস্থিগুলো জুড়ে,
কতকগুলো তীক্ষ্ণ "বাঘের নখ"
গড়ে তুলি !!
চল : আন্তর্জাতিক পৃথিবীর রঙীন-কেতনে,
আমাদের ছ্যাঁকোটা বুকের রক্ত
নিংড়ে দিয়ে আসি !!
চল : পৃথিবীর হাজার মানুষের সাথে,
আমরা আর একবার বলি :
আমরা পৃথিবীর—;
পৃথিবী আমাদের তাই !!

ব্লাউজ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবী উৎসব কারাগারে বন্দী,
পুষ্পিত যৌবনে মৌবনে সন্ধি।
রতিভাসে আঁখি জ্বলে, মানুষের মন গলে,
অংশুরে তনু দিতে রচে নব ফন্দী।
আগ্নেয় গিরি-শিরে তুষারের বর্ম,
খড়েগর ক্ষুরধারে গণ্ডার-চর্ম;
বারণাবতের গড় আশ্রিত হিমঘর,
রক্ষা-কবচে আঁটা বারুদের নর্ম।
আদিম নারীর যবে উঠেছিলে অংগে,
প্রাণপণে যুঝেছিলে দানবের সংগে;
তোমারি হয়েছে জয়—পৌরব কিছু নয়,
দাসখত লেখে ভীম-তৈমুরলংগে।
রেশমী পশমী সুতো—মখমলে লুপ্ত,
অলকা ও রামগিরি পাশাপাশি গুপ্ত:
রঙীন ছিটের ভাঁজে তাজমহলের লাজে
হৃতমান শাজাহান ইতিহাসে সুপ্ত।

রামমোহন

শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃতির বাহক হে ঋষি,
সাধক রামমোহন
তুমি মানুষের হৃদয়-আসনে
রহিবে চিরন্তন।
শুভ্র-শীর্ষ হিমাচল হয়ে—
কোন বাধা নাহি মানি
নব বিধানের ছন্দে রচিয়া
যুগ ইতিহাসখানি।
নিশীথ-আঁধার বক্ষ ভেদিয়া
ফুটায়ে অরুণ ভাতি
মহিমা ও ত্যাগ—আলোকে জিয়ালে
মৃত্যু-নিথর জাতি।
ন্যায়ের পূজারী, নব-যুগ-গুরু
মুছি ভেদাভেদ, ভয়,
বিশ্বের-মহা-মর্য্যাদা-সুধা
আনিয়াছ করি জয়।
কালের নিকষে স্মরিয়া তোমার
পুণ্য জনমক্ষণ,
প্রণাম জানাই হে যুগাবতার
মনীষী রামমোহন॥

খেলাঘর

অতুলরঞ্জন দেব

বিশ্বময় ছড়িয়ে যেতে চাই,
তোমার খেলাঘরের মাঝে সকল খেলা নাই।
যখন আরো ছোট্ট ছিলেম বুঝিনি এতো কিছু—
হাঁটতে গেলে অনেক বাধা, পথটা উঁচু নীচু।
রঙ্গে-রসে দিন কেটেছে, হিসাব কিছু নাই;
আপন পরে ভেদ ছিল না যখন যেথা যাই,
এমনি করে খেলার মাঝে হঠাৎ দেখি চেয়ে
সামনে নদী বইছে তোড়ে, আমি না'য়ের নেয়ে।
পথিক এসে ভিড় করেছে করতে হবে পার,
সবাই বলে কাজটি নাকি সব কাজেরই সার।
প্রতিবারেই পারের কড়ি হিসাব করে রাখি;
স্বভাব ক্রমে খারাপ হলো, পার করি না বাকী।
এখন সদা সবার আগে লাভের কথা ভাবি—
তোমার কাছে কোনই কাজের রাখি না আর চাবি।
খেলাঘরের নাম রয়েছে, দাম কমেছে ঢের;
বয়স বাড়ে···নিয়মে নেই কোথাও হেরফের।
এবার বাঁচি সাঙ্গ হলে খেলাঘরের পালা;
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেলে পারবো হতে আলা।

"বালুচর"

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শুষ্ক বালুচর আমি, সাগরের তীরে
মোর আবাহনী গায় প্রশান্ত গম্ভীরে
জনাকীর্ণ তরুছায়া। মোর রিক্ত বক্ষে
নৈদাঘ-প্রশান্ত রৌদ্র ; মোর শত চক্ষে
ঝিলিমিলি অভ্রশোভা। ক্ষণিক মূর্চ্ছনা-
ময় নীরধার আসে, না পারে সান্ত্বনা
দিতে অবোধ আমারে, ক্ষণিকে মিলায়
তাহা শতছিদ্র পথে মোর। মেখলায়
সবুজের সমারোহ বহুদূরে রাজে।
অন্তরে আগ্নেয়-গীত। আজ শুধু লাজে
রয়েছি পড়িয়া হেথা। অতৃপ্তির নেশা
না পারি সহিতে আর, কবে এলকেশা
সমুদ্র তরঙ্গ মোরে কোলে তুলে নেবে।
জীবন সুধাটি মোর পূর্ণ হবে তবে।

প্রস্তুতি

—রণজিৎ দেব

পায়ের নীচে ক'টি ঘাস-ফুল যত্নে আছে
পনের বছর এ পৃথিবীর কিছু ছুঁয়া হয়নি
শেফালী কুড়োব বলে কোনদিন কোন ছায়া

নতজানু হয়ে হাত পেতে ভুলেও বলেনি এসে—
তুমি কে? পায়ের নীচে কি? শেফালীকা গাছ কোথায় আছে?
শেফালীকা ছড়িয়ে গেল কারা? কুড়িয়ে নিল কারা?
মীরা শ্যামলী অনিন্দিতা
দেখি তোমাদের চোখ মুখ, হাতগুলো দেখি।
তোমরা নিম, বকুল, শেফালীকাই পুঁতে নিও ওঠানে
যেহেতু আমি শ্মশান থেকে ফিরে এসে
গরম লোহা বারবার কনুই, পা, বুকে বুলিয়ে নিচ্ছি।

॥ ভালোবাসি মনোরম বস্তু-নিচয় ॥

(Version of the idea of the poem "I love all beauteous things" composed in Eng. by seymour bridges.)

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী কাঞ্জিলাল (কর্মকার)

ভালবাসি মনোরম বস্তু নিরে
সুন্দরের সন্ধানী আমি যে পূজারী।
এই ভালোবাসা দিয়ে বন্দি দেবতায়
এর চেয়ে সেরা পূজা নাই আর নাই,
ক্ষণিক জীবন এই সৃষ্টির তরে—
চিরদিন গৌরবের হয় অধিকারী।
আমিও ভেবেছি কিছু করিব সৃজন
আহরিব সৃজনের আনন্দ অপার।
আমার সৃজিতে বস্তু ভাবীকাল মাঝে
যদিও স্বপন-সম ব্যর্থ হয়ে রাজে—
মনে হয় নিরর্থক শুধু বারেবার।

ফুলপরী

গুপ্তচর

সাঁঝ সকালে পেখম তুলে আসে,
ছুয়ার ক্ষণেক ঘিরি' কেশের বাসে,
আ-হা ফুলপরীরা হাসে।
রঙ্‌চঙে সব কাপড়গুলি পরে'
রাজকুমারের ঘোড়ায় কভু চড়ে'
অলস মৃদু চপল চরণ ফেলে
বন-পরীরা বনে বেড়ায় খেলে।
নাসিকা মূলে তোমার কেশের রেণু
নূপুর-ঝুমুক-ঝিনুক পায়ে আসে।
আ-হা ফুলপরীরা হাসে।
দিল-দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আজ পড়ি
নায়ে চড়ার নাইকো আমার কড়ি,
ওগো নাইকো আমার কড়ি।
এবার শুধু তোমার পাখার ভরে
বিভোর হয়ে যাব ক্ষণিক উড়ে
কোন্ সে সুদূর রাজকুমারীর দেশে
গুন্‌গুনিয়ে ভ্রমর রাজের বেশে।
কাঁদন হিয়া নাচন দিয়া আমি
সাঁঝ সকালে নাচবো তোমার পাশে।
আ-হা ফুলপরীরা হাসে॥

প্রেম

শ্রীরাধাকান্ত দাস

কালস্রোতে বয়ে চলে নদী।
এক তীরে সুবিস্তৃত সৈকত সীমানা। অরণ্যানী অন্য তীরে
নিস্তব্ধ, গাঢ় অন্ধকার ;
পাইন, দেবদারু, ইউক্যালিপটাসের সমারোহ।
তুষার গলিত শৈত্যরাশি। জ্যোৎস্নার আলোয়
যেন, রূপালী পাতে মোড়া। অথবা কিংখাবে ঢাকা
জলতরঙ্গ সুবিশাল।
সুরে সুরে যার মিশে গেছে
এক দিকে অরণ্যের মায়াময় মধুর সঙ্গীত।
অন্যদিকে উদাসী বালুচরের বেরাগী একতারা।
মাঝে স্রোতে বাজে সুর : ভাঙ্গা আর গড়া,
জীবন ও মরণের গান।
নির্জন নদী তীর। সন্ধ্যার মায়াময় ছায়াছন্ন আলোয়
আবেশিত দু'টি প্রাণ হাতে হাত রেখে
হিম-শীতল সুকোমল বালুকারাশি
পায়ে পায়ে পার হয়ে আসে,
সম্মুখে নিষ্প্রাণ বেলাভূমি।
কেবল কবোষ্ণ দু'টি প্রাণের স্পন্দন
চলমান সময়ের স্রোত ছুঁয়ে যায়।
দু'টি হৃদয়ের নিবিড় উত্তাপে
চন্দ্রিমার আলোজ্জ্বল, মদির বিস্ময়ময়

চোখে চোখে অনন্ত কথার বিনিময় :
'এই রাত, ঐ চাঁদ, এই নদী বালুকা বেলায়,
ঐ পারে ঘন অরণ্যানী,
এই পারে তুমি আর আমি
অন্তহীন কলধ্বনি শুনি।
ওই সুরে কানে কানে বলি :
এই দেহ, ওই দেহ দেবতা-মন্দির।'
নিস্তব্ধ প্রকৃতি অপলক বিস্ময়ে চেয়ে রয়,
বুকে মুখে মনে প্রাণে দু'টি দেহে একটি হৃদয়।

বর্ষ শেষ || গোপালচন্দ্র মিত্র

মাসে মাসে দিনে দিনে বর্ষ শেষ আজি
রিক্ত হয়ে এল তাই শেষ সাজে সাজি
প্রকৃতির কাছে,
পুরাতন বর্ষ যেন শেষবার যাচে
বিদায়ের শুধু এক ক্ষণ,
নতুনের ছেড়ে দিতে তার সেই, অস্থায়ী আসন।
পুরাণোর এই শেষ সীমা,
আগামী দিনের প্রান্তে জাগিবে যে নব অরুণিমা
পূর্ব দিক ভালে,

উজলিয়া দিগন্তেরে, আবরিবে বর্ণচ্ছটা জালে।

আজ যেন ভাই,

চৈত্রবায়ে ঝরাপাতা মর্ম্মরিয়া বিদায়ের শুধু গান গায়।

দখিণের সমীরণে

ক্ষণে ক্ষণে

জাগে যেন বিদায় বিরহ ব্যথা সুর,

সহজ শক্তিরে তার নিমেষেই করে চুর চুর।

চৈত্র হ'লো ছন্দ গতি হারা,

কিন্তু বল রুধিবে কে প্রকৃতির সেই চির ধারা।

কাল-চক্রে এক আসে এক হয় গত,

আপন সৃষ্টিতে তাঁর রয়েছে সংহত

নিয়মের সূক্ষ্ম কারিগরী,

এক আসে এক যায়, রাখে শুধু পদচিহ্ন ধরি'।

বর্ষ শেষে বর্ষ এলো ফিরে

নতুনে বরিতে হবে, বিদায় জানাতে হবে শেষ দিনটীরে।

এসো হে গোপন এসো, প্রকাশিত হও ওগো হও,

দিক দিগন্ত পূর্ণ করে, নৈঃশব্দের মাঝে এসে রও।

দিবা হোক অবসান, অস্ত যাক শশী,

আমি আজ তোমারি প্রতীক্ষায়—

সমস্ত হৃদয় মেলে স্তব্ধ হয়ে বসি'।

লঙ্কার ঝাঁঝ

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খাওয়া খায়ি বাড়াবাড়ি, খেয়েছ কি ছাই ?
'যাম্‌দোর' লঙ্কায় ঝাঁঝ কিছু নাই।
পেটটায় রোগটার আবদার বেশী মোর,
তাও খাই গণ্ডায় সাড়ে ছয় বড় জোর।
লঙ্কার লঙ্কা ছক্কার ধাক্কা,
বেশী কিছু নয় ভাই, আধসের পাক্কা।
বেনেদের বক্কার লঙ্কার ঝাঁঝ—
খালি পেটে খেলে হায়, পেটে পড়ে ভাঁজ ॥
কাঁচুনে গ্যাসের চেয়ে কাঁচুনে বেজায়,
চোখে যদি ঘসে দাও একটু কাঁচায় !
চীনা চীনা স্নুটকে ও পুটকের চাই,
আধমণ খেলে বলে, "পালাই পালাই"।
মসলায় ঘসলে ও চুষলে জিহ্বায়
পাক্ পাক্ সৈন্যের রসনায় পাক দেয়।
ভ্যান-গান্ গ্যান্ গ্যান্ করে কি যে ছাই,
লঙ্কার ঝাঁঝে সব "উড়িয়া পালাই"।

সাজাই স্বয়ম্বরা

অতুলরঞ্জন দেব

নীল সায়রে সাঁতার কেটে আমরা কয়জন
চলছি ভেসে ; যাচ্ছি কোথায়, জানার প্রয়োজন
আছেও জানি, তবুও মুখে এমনিতরো ভাব :
গাঁজার শেষে দুখের নেশা, নেই আসলে লাভ।
তীরের থেকে যারাই দেখে আমাদের এ খেলা,
তাদের মাঝে অনেক আছে সাহস বড় মেলা—
ছুটতে পারে আঁধার ঘরে, নিজের ঘরে তালা
দ্বিধাবিহীন মারতে পারে যখন আসে পালা !
আবার দেখি অনেক আছে, সহজে দিন কাটে—
দিনদুপুরে উদাস মনে বসে নদীর ঘাটে।
ছায়ার মজা ভুলে কখন ঢেউয়ের দোলা দেখে,
সূর্য ডোবার গানের স্মৃতি মনের ভাঁজে লেখে !
বহুর মাঝে আরোও দেখি বহুল ব্যবধান—
কেউ বা কাঁদে, কেউ বা হাসে, কেউ বা ভাঁজে গান।
পেছন থেকে কামড় মেরে হাসিল ক'রে কাজ,
নিরেট বোকা হঠাৎ পরে বুদ্ধিমানের সাজ !
এমন করে দিন রজনী চলে পাগল-খেলা—
পাগল ভাসে নয়ন জলে হলে অঢেল বেলা।
পাগল রাজা লাগাম টানে, যায় না তারে ধরা—
কাজের মাঝে নানান সাজে সাজাই স্বয়ম্বরা।

গুপ্তচর

গুপ্তচর

গুপ্তচরে ঘৃণা কোরো, আমি গুপ্তচর,
কবি। নিশীথ শয়ানে কামিনী অধর
প্রেমালাপে প্রিয় সনে, ক্ষমা কোরো মোরে,
গোপনে পলকে আমি হেরিয়াছি ঘোরে
সে নিশীথ আলাপন। তুমি গুপ্ত রাখো
আপন নিভৃতে ব্যথা, রচিয়াছি দেখো
সে ব্যথার গুঞ্জরণ। জটিলতা মনে
দিয়াছরে ঠাঁই, হের, নিশান্ত শয়ানে,
দিবালোকে, ছত্রে মোর তাহা। গীত রচি
তস্কর বৃত্তিতে। তুমি সতী শুভ্র শুচি,
হরি' হৃদি কথা তব চরিতার্থ আমি।
আমি গুপ্তচর, বৃত্তি মোর শান্তিকামী।
সংসারের জীব-গুপ্তচর, শত্রু তা'রা।
প্রকৃতির হৃষ্টপুষ্ট করি প্রেমে ভরা।

প্রাত্যহিক ||

—সুধীর রায়

মুখের গ্রাস থেকে

না খাওয়া থালাটা রেখে পাশে

প্রাণপণ চলেছে সংগ্রাম,

শুধু বাঁচার আশ্বাসে।

তাই সকাল দশটা থেকে

বিরক্তির পাঁচটা,

মাথাটা ঝিমুনি ধীরে

পড়ে থাকে পেটটা।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে

ঘরে ঢুকি, বিষাক্ত বাতাসে

শুনি রোজ কর্কশ গলা,—

হাড়ি আছে আজও ফ্যাকাশে।

অথচ একটানা রক্তের

দেড়শো কৌটা,

মাসের অর্দ্ধে মরে

মাইনে কটা।

অভ্যাস মতো যাই ঋণ নিতে

দারোয়ান আছে এক অফিসে :

সুদ দিয়ে মৃত প্রায় হয়ে

হঠাৎ উধাও হই নিরুদ্দেশে।

কত না কত কথা

শ্রীরামেশ্বর চক্রবর্তী

আজোও শিল্পের একটিও আনন্দ নেই
সময়েই নেই দুঃস্বপ্নের উদাহরণ
হজমের গোলমালে যকৃতের দোষ অনেকেই…
স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কে যে কোন্ বস্তুটিকে দেখবার
জন্য বেছে নেবে…তার কোনো নিশ্চয়তা নেই
অবশ্য প্রায়ই দেখা যায় অবচেতন মনের আশা আকাঙ্ক্ষা…
শূন্যরাণ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছে ডবল সেঞ্চুরীর দি
প্রতিক্রিয়ার সংগে স্বপ্নের যোগসূত্র নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে…
ঘুমন্ত মনের উপর নানারকমের পরীক্ষা চালিয়ে
এই দৈনন্দিনে প্রত্যক্ষ আমাকে—
একটি কথাও মনে আসছে না বলে কিছুই লিখতে বলো না
আজোও শিল্পের একটিও আনন্দ নেই—
সময়েই নেই দুঃস্বপ্নের উদাহরণ…
প্রসঙ্গে আসা যাক্ -
হাল আমলের দাখিলার শেষ তারিখে
সেই সব অভিজ্ঞতা থেকে—
খাতা-কলম এবং প্রশ্ন পত্র সামনে নিয়ে
যে যুগ জবাব দেবে জনতার রায়ে অথবা
শ্বাস-কষ্ট অস্পষ্ট নিঃশ্বাসে—
প্রসঙ্গে আসা যাক্—

মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে উদ্দেশ্য রাখো, উদ্দেশ্য রাখো
উত্তরের দিকে···
এখন আমরা একটি অনুসন্ধানের পথ ধরতে চলেছি।
সহসা সানাই বাজা দু'এক দৈব সংকেতের
অথবা কিংবদন্তী প্রচলিতে হঠাৎ অনুমানের প্রমাণের
প্রতিষ্ঠায় অনুসন্ধানের উল্লেখ্য হিতকর না করে—
গবেষণার অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করো উদ্দেশ্যকে···
আমি সুস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—
কত না কত কথা।

হিসাব ||

—অরবিন্দকুমার দে

পড়ন্ত বিকেল শেষে একা একা খাতা খুলে বসি ;
কতো আয় কতো ব্যয় কতো হোল জীবনে সঞ্চয় ;
ডানে আয় বামে ব্যয় তারপর যোগ কষাকষি
বহুদিন পড়ে আছে জাগে তাই সহস্র সংশয়।
দিগন্তে এখনো আলো সবুজের কথা বলাবলি,
অথচ দিনের প্রেমে রাতের কি ব্যস্ত অভিযান!
দেখে যাই ধীরে ধীরে যোগ বিয়োগের অলিগলি,
ডানে বামে কোনখানে মেলেনাতো আয়ের সন্ধান।
সংক্ষিপ্ত এ জীবনে আমানত ছিল যা' আমার,
সততার আমানত ; খোয়ায়েছি নিজ হাতে সবি ;
করিনি ভজন কভু এ জীবনে পূজ্য দেবতার
পুঁজি নাই হাতে তাই চোখে ভাসে নরকের ছবি।
জীবনের খাতা খুলে দেখে যাই মনে ভাবি আর,
জানি না কি নিয়ে আমি দেব পাড়ি দুস্তর পাথার।

মনীষা ঘটক

বৈ. না. ভ.

মনীষা ঘটক, মধ্যবিত্ত, রক্ত-বয়সী উষা,
অফিস পাড়ার কবি কল্পনা মেয়ে মণি-মঞ্জুষা।
সুন্দর মুখী দাঁতের নীচেই কান্না বেদনা বুকে
আফ্রিদী প্রেম শপথ চেয়েছে জীবনকে নিতে সুখে!
মেঘচ্যুতি ঐ চুলের গন্ধ মহৎকালের বক্ষে
মনহংসীর ডানায় মেলেছে ইসারা হাজার চক্ষে।
কাঠফাটা রোদে ব্লাউজ ভেজানো ক্লান্তির ঘামে ঘামে
মনীষা ঘটক মেহনতী মন নতুন কালের ঘামে
আপন ঠিকানা লিখছে;
পঞ্চ ফণায় প্রাণকে ফেনিয়ে—
পৃথিবীর পড়া শিখছে।
ব্যাখ্যা করেছে খোঁপার গর্ভে অজন্তা কারুকার্য্যে
চিরন্তনীর চিরমন্থনী উত্তাপ সম্ভার;
অনূঢ়ার দেহে তাইতো আকাশ নক্ষত্রের গুঁড়ো
ছড়িয়ে ছড়িয়ে অমৃত আলোর হেসেছে অঙ্গীকার,
আজ সে স্লিপার পায়ে—
অগ্নি আখর ইসারা ছড়িয়ে তুঙ্গে মেলেছে ডানা
জীবন যুদ্ধে মহানায়িকার সন্ধান হবে জানা
শুধু যৌবন নয়।
মনীষা ঘটক নামের আড়ালে যুগবতী বাঙ্ময়।

রাত্রি

শ্রীরবি গুপ্ত

দূর আকাশের নীল আঙিনায় সারাটি দিন একলা খেলে,
পশ্চিমের ওই রঙিন পটে ক্লান্ত তপন পড়ল হেলে ;
দিনের আলো মলিন হ'ল—রাত্রি নামে গোপন পায়ে,
অচিন ফুলের গন্ধ আসে—খবর রটে মন্দ বায়ে !
মুখর ধরা মৌন হ'ল, হাটের পথিক ফিরল ঘরে,
শ্রান্ত মাঝি অবশ হাতে ঘাটের খেয়া বন্ধ করে ;
ক্ষান্ত হ'ল কূজন পাখির—ব্যাকুল হিয়া—ফিরল নীড়ে।
প্রথম তারা আকাশ পারে আঁধার হৃদয় ফুটল ধীরে।
কোন সে হাতে যাদুকাঠী কখন যেন দিল ছুঁয়ে,
চুমকি শত আঁধার গুহায় এক লহমায় নামল ভুঁয়ে ;
জোনাকিদল আপন মনে কোন আরতির ছন্দে দোলে,
ঊর্ধ্ব উধাও অসীম আকাশ আনল মলিন মাটির কোলে !
স্বপ্নপরী পরশ করে দস্যি ছেলের চোখের পাতা
শান্তি ক্রোড়ে বিশ্ব-ভুবন টানেন স্নেহে রাত্রিমাতা।

অপ্রমেয়

শ্রীমতী করুণাকণা দাস

একটি সে পারিজাত
ফুটেছিল বাতাসে
কখন্ সে দেখা দিল
চাঁদ হয়ে আকাশে।
কখনো দেখেছি তারে
স্বপনের পারাবারে,
ভুলিয়াছে নিজেরেই
আপনার মাঝারে।
কখনো সে বেলাভূমি
স্থির হয়ে শান্ত,
কখনো মরুর বুকে
তৃষিত সে পান্থ।
রুদ্র সে বৈশাখী
প্রলয়ের ধ্বংস,
কমলের বনে সেকি
মায়া রাজহংস!
নবীন উষার ভালে
সূর্য্য সে সুখী,
আছে তার আশে তার
শত সূর্য্যমুখী।
বাধাহীন সে কখনো
দুরন্ত জোয়ার—
পরায়ে প্রেয়সী গলে
বাহুলতা হার।

মিতালী ও জলছবি | সু-মো-দে

পুত্র কন্যা জাতিকা স্নেহের
'মিতালী' নামেতে ডাকি,
শিশু পৌত্রীর পোষাকী আবার
'জলছবি' নাম রাখি।
আমি তো মানুষ পুরাণো দিনের
ভালো কি লাগিবে ওসব নামের ?
নূতন যুগের রোমান্টিক নাম
তবে হবে আধুনিকা ;
'ক্লিওপেট্রা' কি 'রীটা' 'জুলিয়েট'
কিংবা চলন্তিকা।
জলছবি আর মিতালী নাতিনী
সু-মো-দে দাদুর চির আদরিণী,
নাতিনীর হোক সুদীর্ঘ আয়ু
হাসি-খুশি ভরা মন ;
সুস্থ স্বাস্থ্য মানবতাবাদী
ইহাই আকিঞ্চন।

নবজন্ম

বলরাম চক্রবর্তী

শ্রাবণে তটিনী সম দু'টি প্রাণ-ধারা
উছলি জীবন-কূল আকুল আবেগে
যবে পথে বাহিরায় ছিন্ন করি কারা,
লুপ্ত করি ফুলশস্য সহাস্য সবেগে
সহসা ধ্বনিত হয় অন্তরের বাণী
"আপনারে লহো বাঁধি সুকৃচ্ছ সাধনে
অনন্ত সন্তারে যে মোহ-অস্ত্র হানি
অপমৃত্যু না দানিয়ো উন্মত্ত নয়নে।"
তাই মন্ত্র উচ্চারিল "যদেতৎ তব
হৃদয়ং, তৎ অস্তু হৃদয়ং মম।"
প্রতিষ্ঠা লভিল এবে মৃতকল্প নব
বারি পানে তৃষ্ণাতুর ক্লান্ত পান্থ সম।
শান্ত স্রোতে মিলি তারা মিলনের গীতে
নবজন্ম নিল পুনঃ নবজন্ম দিতে।

কর্তব্যের অপমৃত্যু

—প্রণয় সেন

সৃষ্টির জীবন্ত টিকা জোনাকীর মত বেড়ায় বাতাসে
সৃষ্টিকর্তার হাত নেই সেথা, নিষ্ফল কামনায়
শূন্য হস্তে ঘুরে বেড়ায় আকাশের তারায় তারায়
ব্যর্থ এ সৃজন তার যদিও বুঝিছিল অদৃশ্য আভাসে।
ক্ষনতার মানদণ্ডে মাসান্তে ভ'রে নেয় দু'টি হাত,
ঝরে পড়ে সবটুকু অন্ধকার কানা গলিতে গলিতে
গ্রাস ভর্তি বিষের সাথে ঘুঙুরের শব্দে ধ'রে রাখে মনের তুলিতে।
কেউ বা সাজায় মাধুরী ঢেকে কাছের মানুষটিকে
অন্যদিকে না ক'রে দিক্‌পাত।
ইন্দ্রজালের গণ্ডী ঘেরা ছন্দোবদ্ধ জীবন তার—
মনস্তাপ, যাতনা সব মেনেছে হার
তার উদ্ধত যৌবনের কাছে। আকাশ অন্ধকার
কাল-বৈশাখী ঝড়ে। মহাশূন্যে অন্তর্ধান সবিতার।
মেদ-মাংস-অস্থি নিঃশেষ হ'য়ে দোলে কবরের কোলে,
পৃথিবীর মত প্রেতাত্মা ঘুরে মরে আনাচে-কানাচে,
ভ্রূক্ষেপ নাই তার, কৈফিয়ৎ দেবে কার কাছে ?
উচিৎ অনুচিৎ ডুবে মরে আরব্ধ সংগ্রামের জালে" ॥

অনাগত দিন

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য

কংক্রীটের বুকে,
হেঁটে হেঁটে
সে জিজ্ঞেস করেছিল,
তোমাদের আর কতদিন ?
রোদ্দুরে মৃত
হলদে দিনটি
যক্ষাগ্রস্ত পীড়িত মানব।

বিড়ি টেনে টেনে
কোঁকলা দাঁত বের করে—একটু হাসলো—
মেঘে মরা রৌদ্রজ্বল আকাশ
আগামী প্রভাত থেকে-ই
মিছিল শুরু হবে —।
তোমরা প্রস্তুত হও।
তোমরা প্রস্তুত হও।
আগামী দিনের
হে ঘুমন্ত সৈনিক।

আবার লিখব কবিতা

— প্রলয় সেন

রিনা, জেনে পাঠিয়েছ আর কবিতা লিখিব না কেন বিশ্বাস
কর, লিখিতে বসে লিখেছি, কেটেছি কিন্তু আর আসে না।
স্মৃতি রোমন্থনে মিলিয়ে দেখেছি পাল্‌টে গেছি, জানা অজানা
সব জোট্ বেঁধে দিবারাত্রি আমায় তাড়িয়ে ফেরে যেন।
যুগের হুজুগে পট পরিবর্ত্তন সব কিছুর হ'লো
আলো বাতাসের হস্রতায় সবুজে ধরেছে হলদে রঙ্
হাজার দিকে 'কিউ' লাগত শরীরে ধরলো জঙ্
মন্থণতার বাহাদুরী তা'ও যেন সব জ'লো ।
কাগজ-কলম নিয়ে ব'সবো, রাখবো তোমার কথা
আমার কবিতার সুর চ'লবে মিছিলের কাঁধে রেখে হাত,
সর্ব্বনাশা ঘোলাটে আবর্তে ঘটাবে অশনি পাত।
তোমার আমার দ্বৈত প্রচেষ্টায় সার্থক হবে আমার কবিতা।

হাবুবুড়ো

শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা

হাবু বুড়ো বেদম রাগি
কথায় কথায় রাগে।
নিজের কথাই ফাটিয়ে গলা
বলবে সবার আগে॥

এইতো সেদিন শুনলো পাড়ায়
হচ্ছে লাঠালাঠি।
বাহাত্বরী করতে সেথায়
ছুটলো কোমর আঁটি ॥

হুড়োহুড়ির মাঝে গিয়ে
ঢুকলো বুড়ো যেই।
বেদম জোরে একটি লাঠি
পড়লো পিঠে সেই ॥

বহরমপুরের স্মৃতিতে

জগন্নাথ বিশ্বাস

বহুদিন ছিলাম এখানে।
পরিচিত এই ইষ্টিশানে
শেষে পদচিহ্ন কবে তুলে নেব ভোরবেলার ট্রেণে।
হয়তো ফিরবোনা আর।···
সময়-সমুদ্র স্রোতে দিয়ে যাবো অশ্রান্ত সাঁতার।
কত গলি, লোকজন
রয়ে গেল অদেখা অচেনা....
দেখা আর কখনো হবে না।
শেষবেলার ট্রেণ আর
কোনোদিন
ফেরানোর বাঁশী বাজাবেনা ?......

এখানে কেউ নেই

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য

সুদীপ্তা !—এখানে কেউ নেই !
অতলান্ত অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে—দুটি মুখ,
শুধু তুমি আর আমি।
কেউ নেই— কাছে এসো—আরো
ঘাসে পাশ ফিরে হাসো একটু হাসো প্রাণ খুলে—
নরম ঘাসে মাথা রেখে কথা কও চুপি চুপি !
সুদীপ্তা ! ঘামে ভেজা নরম শরীর,
লাল আপেলের মত টকটকে তোমার শরীর।
এখানে হাত রেখে বুকে মাথা দাও !
আঃ। ঘামে ভেজা শরীরের স্বাদ
ঘামে ভেজা যুবতীর গন্ধ ভীষণ মিষ্টি।
আরো কাছে এসো। মিশে যাও ঘাসে ঘাসে
সখলিত অঞ্চলে হাত ছেড়ে অন্ধকারে শান্তি দাও
শান্তি দাও—সতেজ শরীর আর
কান্নার হৃদয়কে একটু সময়ের জন্য।
আঃ। আরো কাছে এসো।
পাশাপাশি শুয়ে তুমি আর আমি নিদ্রা যাই
আদিম পৃথিবীর—সবুজ শয্যায়।
এখানে কেউ নেই সুদীপ্তা !
বুকে হাত রেখে প্রাণখুলে কথা কও।
কাছে এসো—আরো কাছে !

খোকার পণ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ করে আজ খোকন সোনা বলল মাকে এসে.
যুদ্ধে আমি যাবো মাগো জোয়ান ভাইয়ের বেশে।
ভাবছ তুমি ছোট্ট আমি পারবো নাক কিছু,
দেখবে কেমন ছুটবো আমি শত্রুর পিছু পিছু ?
অবাক হয়ে তাকিয়ে তখন ফেলবে চক্ষে জল,
(হয়তো) ভাববে তুমি খোকার বুঝি এম্নি ধাবা ছল
ছল করে নয় সত্য করে
জীবন দেবো দেশের তরে
মরবো গিয়ে সমর পরে
বুকের রক্তে ভেসে।
দেশের কাজে মরে যাঁরা,
ধরার মাঝে অমর তাঁরা,
আমিও মাগো অমর হবো
কীর্তি সুধামেখে।
দেশ মাতৃকার শপথ নিয়ে করনু আমি পণ,
শক্ত করে বাঁধনু হৃদয় দৃঢ় করে মন,
যতই করিস কান্নাকাটি
ভুলবো না মা দেশের মাটি
সকল বাঁধন কাটিয়ে আমি
ছুটবো শত্রু নাশে।

তুমি

শ্রীতারাপদ মিশ্র

ভোরের বেলায় পাখী গাহে তব গান
প্রভাতের ফুল সাজায় চরণ তব,
বৈরাগী গাহে বন্দনা নব নব,
তোমার জ্যোতিতে করে রবি আলোদান।
সবার পরাণে আনন্দ দাও জানি,
দুঃখও দাও, সোহাগ তাহার সাথে,
অসত্য হ'তে সরাও আঘাত হানি'।
হৃদয় গগনে যতনে আসন পাতি ;
দিবস নিশীথে আসীন রয়েছ প্রভু,
সব সংশয়ে বিপদে ও ভয়ে কভু
ছাড় নাই তুমি চির জীবনের সাথী।
তোমার আদেশে নিখিল বিশ্ব চলে,
অনুপরমাণু—সূর্য্য চন্দ্র তারা,
সর্ব্বংসহ—অসীম শক্তি বলে
ত্রিভুবনে দাও জীবনের স্রোতধারা।

গোলাপ

কৃষ্ণা গুহ

গোলাপ তোমায় ভালবাসি
অন্তরে অন্তরে
তোমার শোভা আমার জীবন
নিত্য নবীন করে।
ঘুম হতে রোজ উঠেই দেখি
তোমার কোমল মুখ,
রঙিন রং এ নাওয়া দেখে
জুড়ায় যেন বুক।
সন্ধ্যেবেলা চাঁদের আলো
পড়ে তোমার কোলে
মন দোলানো সে রূপ দেখে
সকল পথিক ভোলে।
আধ ফোটা এক গোলাপ যখন
থাকে তোমার পাশে
ছুটি আমি তোমার কাছে
ভ্রমর ছুটে আসে।
তখন তোমায় কেমন দেখায়?
বলার ভাষা নাই,
ভায়ের পাশে বোনের হাসি
এইত আমি চাই॥

দীপ্তি

শ্রীরঞ্জিতকুমার প্রধান

জানিনা কবে, জানিনা কোন ক্ষণে
কৈশোরের মাঝামাঝি অথবা যৌবনে
দিয়েছিলে ধরা মোর মনে।
মাধবী জোড়ানো চকিত চাঁদিনী রাতে
শুকতারা জেগে থাকা প্রাতে
আকুল আবেগে হাত ছিল হাতে
বাঁধা ঘাট, ছায়াতল সন্ধ্যায় প্রভাতে
মিলনের আকুলতা—দু'টি জীবনের
ছায়াময় মায়াময় একটি গেহের ছিল অভিলাষ
স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন হল আজ রয় শুধু হতাশ্বাস।
স্মৃতি আজ কথা কয় নীরবে কাঁদায়
"সেতো নাই—নাই" মোর কৈশোরের প্রিয়া
কাছে নাই প্রাণে তবু রয়েছে ভরিয়া
দীপ্তি নাম মনের পাতায়
কৈশোরিকা যেন আজও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

জীবনে রং লেগেছে

বৈ. না. ভ

জীবনে রং লেগেছে

প্রাণ জেগেছে নূতন সকালে

তপন শিখা বপন করে আপন খেয়ালে

নূতন ধানের বীজগুলো সব।

ভাবনা ছড়িয়ে

রক্ত লিখার আখর পড়ে

শেলেট ভরিয়ে।

সেই জীবনের সঙ্গী হয়ে

বীজ ছড়াতে যাই

এই প্লাবনের পলিমাটি

ক্ষতির তো ভয় নাই ;

নতুন আসা গঙ্গাজলে আবাদ হওয়া চাই।

আদেশ আসে ভাই॥

বালক বালক মনগুলো সব লাঙ্গল কাধে নিয়ে

চষবে জমি জমজমিয়ে, হৃদপিণ্ড দিয়ে

সূর্য শিখার শিখর থেকে আগুন টেনে এনে,

নতুন ধানের বীজ ছড়ানো পালার সময় জেনে।

জীবনে রং লেগেছে প্রাণ জেগেছে

তারই তো সন্ধানে।

প্রার্থনা

শ্রীহরেরাম পাঁজা

একটি ফুলের মত সুকোমল মনোরম প্রাণ
অসীম আনন্দমাখা অদ্ভূত শোভা সরলতা,
চাহি ঐ চন্দ্রের উজ্জ্বল অনাবিল হাসি,
বিহগের মত চাহি কণ্ঠ ভরিয়া শুধু গান।

বিশ্ব প্রেম, উদারতা যাচি ঐ আকাশের মত,
সকল বাঁধন হারা বায়ু সম মুক্তির সাধ,
অনন্ত প্রশস্তি ভরা সুন্দর প্রাণ চাহি আমি
বিশ্বদেবের পায়ে শির সদা থাক অবনত।

অরুণোদয়ের কালে প্রদীপ্ত স্বর্ণালোক সম
অন্তরে চাহি আলো বিদূরিতে সকল আঁধার,
মুক্ত জ্ঞান, ভক্তি চাহি উজ্জ্বল আয়ু
অমরতা চাহি শুধু, নির্ভয় হোক মন মম।

"মন্মনা ভব"

শ্রীরণজিৎ ভট্টশালী বেদান্ত-তীর্থ,

গীতার কথায় তোমায় পেতে মনটি দিতে হয়
ছোটর কাছে বড়োর আসা—এইতো সুনিশ্চয়।
তোমার দেওয়া সবই মোদের—দেবার কিবা আছে,
দেবার মতো—একটি শুধু প্রণাম আমার আছে॥
ছোট যে চায় বড় হ'তে বড়োর কাছে যায়—
বড়ো সে আজ—ছোটর কাছে ভালবাসা চায়।
ভালো কি আর বাসবো বল কোথায় আমার আছে
ভাগ ক'রতে—সবাই গেছে ভাবনা করি মিছে॥
প্রথমে দিলাম মনটা আমার পিতা মাতার কাছে,
তার পরেতে দিয়েছিলাম শিক্ষকেরই পিছে।
একটু বড় হলাম যবে মনটা তখন নিয়ে
বন্ধু আর বান্ধবীকে দিলাম বিলিয়ে॥
কলেজে পড়া শেষ করে ভাই চাকুরিতে মন—
মন আর ভালবাসা দিয়েছিলাম অনুক্ষণ।
সংসারেতে বৌকে নিয়ে ভালবাসার খেলা,
ছেলেমেয়ে কচি কাঁচা রঙ্গরসের মেলা॥
তাদের ঠেলায় ভবের মেলায় বড়বাবু মহাশয়—
চাকুরিতে আর মাসের শেষে ভালবাসতে হয়।
মেয়ের শ্বশুর শ্যালির বাড়ী তত্ত্ব দিতে আগে—
পিয়ন দাদা বণিক মামার ভালবাসা লাগে॥
আয়কর পঞ্চায়েৎ—ফুড অফিস তো আছে,
উকিলবাবু বাজার টাজার এ সব তো পিছে।
ভালবাসার মেলা হায় ভালবাসার খেলা
উজাড় করে বসে আছি শুধু তোমার বেলা॥
জানলাম যবে তোমায় পেতে ভালবাসা লাগে—
ভালবাসার হাঁড়ায় দেখি হাতটি নাহি লাগে।

হাড়ার ভিতর অনেক তলে যেটুকু ছিল পড়ে—
কৌশলে তাঁর কুতুহলে হাতে নাহি নড়ে॥
শ্বাস আর প্রশ্বাসেতে বুক ভরা যে দুঃখ,
তোমার রূপের ধ্যান ধারণায় ভরে থাক সে বুক।
জটিলা-কুটিলা যারা শাশুড়ি ননদী তারা
কৃষ্ণ প্রেমের বাধা বলে জানি।
শ্বাস উড়িয়ে—ন-নদীরে বন্ধ ক'রে দে না তারে
রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখ গুণী॥

অ আ ই ঈ

শ্রীমতী পুষ্পরাণী ভক্তিভারতী সাহিত্য সরস্বতী

অ মল ধবল আর শতদল দিলাম চরণ মূলে
আ মরা আছি চেয়ে সদা, তোমারই চরণ পাব বলে।
ই চ্ছা অর্চ্চন, সাধন ভজন মোর জানা কিছুই নাই,
ঈ শ্বর তুমি রয়েছ পিছু মোরে চরণেতে দিও ঠাঁই॥
উ শ্মির মত জ্ঞানলোকে তব, ভাসায়ে দিও হে মোরে—
ঊ ষার কিরণে তব জাগরণে থাকি যেন তোমা তরে।
ঋ ষি-যোগী যারা, পায় কিগো তারা তোমা হেন মহাধন,
৯ কার রূপেতে হেঁঠ-মুণ্ডেতে পেল কি গো কোনো জন?
এ বার তোমার যেবার দুর্গে মীরার কণ্ঠে শোনালে বাণী,
ঐ রূপ তব পাইতে হইলে ভক্তি চাই হে মুক্তিকামী!
ও ংকার সাথে গোপাল মন্ত্রে তোমারে নিরত খুঁজি,
ঔ ষধ রূপে 'হরে-কৃষ্ণ-রাম' কলি হও জীব ভজি॥

শেষের কবিতা

গোপালচন্দ্র মিশ্র

এই শুধু আমার শেষে কবিতা জানি
দিন শেষ হ'লে রবি রহে নাকো আর,
উদয়ের আশা নিয়ে সে যে চলে যায় ;
জোয়ার-ভাঁটার খোঁজ রাখে কেবা কার ?
তিমির নিশীথে দুর্যোগ আসে যদি,
দিনে জাগিবার যদি না ভরসা পায়,
কালো মেঘে মেঘে যদি রয় ঢাকা পড়ে—
ভবিষ্যের পানে চেয়ে থাকে সু-আশায়।
তেমনি আমিও সুমুখের পথ দিয়ে
চলে যাবো আজ পিছে চাহিব না ফিরে,
পাওয়ার আশায় চেয়ে রব চিরকাল—
শেষের কথাটি রাখিব না ঘিরে ঘিরে।
সেদিন হবে গো এই 'সারা' পুন 'সুরু',
যেদিন জীবন ফুলে ফলে ভরা হবে,
মনের মাধুরী নিয়ে কণ্ঠের গান
রচিব সেদিন ফিরে পাওয়া উৎসবে।

ঃ কবি পরিচিতি ঃ

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—

শ্রীমতী মায়া মিত্র

● মানব মিত্র ॥ জন্ম ঃ কান্দী শহর, মুর্শিদাবাদ, ১৩৪৫। হরিশ্চন্দ্রপুর মাধ্যঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ব্রতী আছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী, সহস্রাধিক কবিতা, পঞ্চাধিক নাটক-নাটিকা ও ত্রিংশাধিক ছোট গল্পের লেখক। সংস্কৃত ভাষা নিয়ে সসম্মান স্নাতক। আসল নাম শ্রীঅজিতকুমার সরকার।

● রণজিৎকুমার দাশ (রঞ্জুদাশ) ॥ জন্ম ঃ ঢাকা, পূঃ পাঃ, ১৩৫৫ বঃ, স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। এঁর কালান্তর কবিতার একটি বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট মানস লোকের পরিচয় মেলে।

● বাধন সান্যাল ॥ ইনি ব্যক্তিগত জীবনে উড়িষ্যা সরকারের অন্যতম নকশাবিদ, পরি-কল্পনার যন্ত্র সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত। প্রবল শিল্পানুরাগী, কবিতাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী।

● শিবানী দাশগুপ্ত ॥ এঁর জন্ম রামেশ্বরপুর, হাওড়া। ১৯৬৫তে বি, এ, পাশের পর শিক্ষাকতা বৃত্তিকে গ্রহণ করেছেন। এঁর উক্তি "ভাল লাগে তাই লিখি। কিন্তু যখন যাচাই করি, মনে হয় কিছুই জানা হয়নি। লেখা পাঠানো তাই আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ..."

● সত্যচরণ ধর ॥ বাংলা দেশের হুগলী জেলার চন্দননগরে জন্ম ও নিবাস, বয়স ৪২। সাময়িক ছেদ সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লেখা প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত উমেদারীতে অপটু।

● শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায় ॥ আঠাশ বছর পূর্ব্বে (নদীয়া) শান্তিপুরে জন্ম। এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী উদার হৃদয়, উচ্চ শিক্ষিত স্বামী

শ্রীসতীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দাদা যশস্বী নাট্যকার শ্রীজোছু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণাতেই কৈশোর থেকেই লেখা আরম্ভ করেন।

● বাদলচন্দ্র মাঝি ॥ রামচন্দ্রপুর গ্রামে (২৪ পঃ) ১৯৪৯ খৃঃ জন্ম। বিভিন্ন সাময়িকীতে রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে উলুবেড়িয়া কলেজে ২য় বর্ষের ছাত্র।

● 'মরতম' ॥ এঁর আসল নাম শ্রীভরতচন্দ্র বড়ুয়া। জন্মভূমি আসামের রাজধানী শিলং। গল্প কবিতা লেখায় সিদ্ধহস্ত। স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত।

● অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৯৪৭, আদিনিবাস ফরিদপুর হলেও জন্ম কলিকাতায়। বর্তমানে ইনি ত্রৈমাসিক 'সারথী' পত্রিকার সম্পাদক। ভবিষ্যতে এঁকে ভাল গল্পকার হিসেবে দেখতে পেলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।

● চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম চন্দননগরেই (হুগলী—১৯৪৫) এক প্রাচীন বনেদী বংশে। ক্রিকেট ও ফুটবলের অনুরাগী। বর্তমানে বি, এস-সি, অধ্যয়নরত।

● অশোক বসু ॥ ইনি ১৬ বছর বয়সে সাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করেন। ২৪ পরগণার হরিহরপুর গ্রামে বিখ্যাত বসুপরিবারে ১৩৫৩ সালে জন্ম। কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র।

● বিশ্বজিৎ ঘোষ ॥ জন্ম ১৯৫২ খৃঃ। পুরুলিয়া পলিটেকনিকের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ বিভাগের ছাত্র। 'অভিনব'তে প্রকাশিত ২টি কবিতায় প্রতিভার স্বাক্ষর আছে।

● স্বপন চক্রবর্তী ॥ আগরতলায় (ত্রিপুরা)— এঁর বাড়ী, তরুণ বিজ্ঞানের ছাত্র। কবি দু'টি রহস্য উপন্যাস ও একটি সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন।

● সুশান্ত ঘোষ ॥ সুয়াতার (বর্ধমান) বিখ্যাত ঘোষ বংশে কবির জন্ম। বহু পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বর্তমানে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার একজন সুদক্ষ কর্মী।

● ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী ॥ কবিতা 'সন্ধানী', 'তুমি যেন', 'সাগর চোখে', 'বোয়াকে'। ভোঁপুরগ্রামে (হুগলী) কবির জন্ম, ছদ্মনাম আলোকেশ ও বলাকা।

● রাধিকামোহন বিশ্বাস ॥ জন্ম পূঃ পাকিস্তান। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'রক্তজবা' এবং ছোটদের পাঠ্য ১৬ খানা চটি গল্পের বই। বর্তমান বয়স ৩৮।

● শ্রীভগ, রা ॥ আসল নাম দেবব্রত সিংহঠাকুর, কুচিয়াকোলে (বাঁকুড়া) জন্ম লেখার মৌলিকত্ব, বর্ণনার নিখুঁত ভঙ্গী পাঠককে মুগ্ধ ক'রবে। ইনি একজন সংগীতের অধ্যাপক।

● প্রবীরকুমার দেবনাথ ॥ জন্ম ও নিবাস বোলপুর, অনেকের কাছে 'শ্রীগৌতম' নামেই পরিচিত। ইনি সৌখিন নাট্য শিল্পীরূপেই সমধিক পরিচিত। ন'বছর বয়সে শিল্পী জীবন শুরু হয় কর্ণার্জুন অভিনয় করে।

● বরুণকুমার বসু ॥ কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশে ১৯৪৩ খৃঃ জন্ম, আদিনিবাস ফরিদপুর। 'শাখানদী পেরিয়ে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

● স্বপনকুমার ঘোষ ॥ কোন্নগরে (হুগলী) ১৯৪৭ খৃঃ জন্ম, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থী। নাট্যাভিনয়ে উৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী। গল্প লেখার দক্ষতা আছে।

● প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ কলিকাতার ভবানীপুরে পৈতৃকবাড়ীতে ১৯৪৫ সালে জন্ম। বাল্যকাল থেকেই গল্প ও কবিতা লেখার অভ্যাস, রাজনীতি ও দেশসেবায় ঝোঁক আছে। এবছর বি, এস-সি, (বিশুদ্ধ) পরীক্ষার্থী।

● রঞ্জন কুমার ॥ বামনখানাতে (হুগলী) ১৩৪৯ বঃ জন্ম। আসল নাম শ্রীবিষ্ণুপদ দিগার, 'অভিনব'তেই কবিতা প্রথম প্রকাশিত হল। গল্প লেখায় হাত আছে।

● শ্রীপথের সাথী ॥ কবির আসল নাম শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ) ধনিয়াখালি (হুগলী) বর্তমানে ২০টি সাময়িক পত্রিকার সংগে যুক্ত এবং 'ধ্রুবতারা'র সম্পাদক।

● মাণিকলাল চক্রবর্তী ॥ পুরুলিয়া পলিটেকনিকের ইলেক্‌ট্রিক্যাল বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র। বয়স ১৮। রহস্য গল্প ও কবিতা লেখার হাতটি প্রশংসাই।

● সত্যনারায়ণ সিংহ ॥ পাঠ্যাবস্থা থেকেই ভাবী সাহিত্যিক জীবনের প্রতি চরম অনুরাগ ছিল। বীরভূমের 'পূরব রাগ' পল্লীগ্রামে কবির জন্ম, বর্তমানে ইনি যুগপৎ সাহিত্য সেবী ও প্রাইভেট মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার।

● গোপীবল্লভ গোস্বামী ॥ জয়বাগ (মেদিনীপুর) এ এই শিক্ষক কবির জন্ম। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

● প্রণতি চৌধুরী ॥ ১৯৪৯-এ এঁর জন্ম, ছোট্ট বেলা থেকেই প্রবাসী জীবনে বঙ্গভূমির নিবিড় সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত, হিন্দী মাধ্যমে পড়েও এঁরা প্রত্যেকে মাতৃভাষার সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করেছেন। কবির স্বপ্নরাজ্য শান্তিনিকেতনে কবি অধ্যায়নরতা।

● স্বনাম গুপ্ত ॥ হাটথুবা (২৪ পং) গ্রামে কবির জন্ম, আসল নাম হুমায়ুরেশ দাশ, শিক্ষকতা কার্যে বর্তমানে ব্রতী আছেন। কবির পরিচিতি পাঠিয়েছেন "ডান হাতের কাজ বাবার হোটেলেই সারতে হয়।"......

● ভাস্কর নন্দী ॥ পূঃ পাকিস্তানের প্যাবনা জেলার জালিরতা গ্রামে কবির জন্ম, ১৯৬৭ সালে : স্কু: ফা: পরীক্ষা দিয়েছেন।

● আদিত্য বাগচী ॥ বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) জন্ম ১৯৪৯ খৃঃ, যাদবপুর ইঞ্জিঃ কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, 'অভিনব'তেই প্রথম প্রকাশিত হলেন।

● মাঃ বিভু ॥ কবি আশ্চর্য করেছেন তাঁর নাম প্রকাশের অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

● অর্দ্ধেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বহরমপুর গ্রামে (মেদিনীপুর) এই সাহিত্যানুরাগীর জন্ম ১৩৪০ বঃ। আমরা মর্মাহত যে গত কয়েক বছর যাবৎ কবি অসুস্থতায় পঙ্গু।

● চিত্তরঞ্জন মাইতি ॥ হাওড়ায় জন্ম ১৩৫৮তে। অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যসেবী।

● অরুণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ জন্ম ঢাকায়, লেখা পড়া—পাকিস্তান, জলপাইগুড়ি ও কোলকাতায়। কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে বি. এস-সি এবং ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও ইংরাজীতে এম, এ। ও বাইরের বহু স্কুল ও কলেজে চাকরার পর বর্তমানে কোলকাতার একটি গভঃ স্পনসর্ড স্কুলের সাথে যুক্ত। বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখক।

● দুর্গাশঙ্কর মুখার্জী ॥ জন্ম: মল্লিকপুর, যশোহর, উচ্চতর মঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র, বিতর্কে, প্রবন্ধ রচনায় অত্যুৎসাহী।

● সুকুমার পাল ॥ কাটোয়ার নিকট আলমপুর গ্রামে কবির জন্ম (১৯৩৯ খৃঃ)। কৈশোর থেকেই সাহিত্যানুরাগী, বর্তমানে কালীতলা প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ—'রঙ-তুলি' ও 'বন্যানী'।

● সরোজদেব মণ্ডল ॥ ২৪ পরগণার আর্যপাড়ায় ১৩৪৭ বঃ কবির জন্ম, সাহিত্যের শিক্ষক, বিবিধ স্কুল পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা। পাঠদশায় কলেজ

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমাকেই সুন্দর দেখালো' শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করবে।

● **অনিলকুমার সমাজদার** ॥ ফরিদপুরের ঢুলারডাঙ্গীতে 'কাব্যশ্রী' উপাধিক কবির জন্ম। নাট্যামোদী। ভূতপূর্ব সম্পাদক : পদধ্বনি ও সন্দেশ। পালামৌতে সমবায় সমিতিতে কার্য্যরত, হিন্দীভাষায় পূর্ণ দখল আছে।

● **শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য্য** ॥ বাঁশ বেড়িয়া (রাজসাহী) গ্রামে জন্ম। রবীন্দ্রানুরাগীনি। স্বামী শ্রীনীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যপ্রীতি এনার জন্মগত বলা চলে।

● **নিমাইচন্দ্র ঘোষাল** ॥ হাওড়া জেলার হরালী গ্রামে ১৩৫০ সালে কবির জন্ম, প্রি, ইউ, পরীক্ষাত্তীর্ণ এক ব্যাঙ্ক সংস্থায় চাকুরীয়া।

● **অসিত বরণ পাল** ॥ জলপাইগুড়ির হলদিবাড়ী চা বাগানে কবির জন্ম, নিবাস : বোলপুর। প্রগতিশীল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অনার্স সহ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশেষভাবে নাট্যামোদী।

● **মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ কবির ঠিকানা : ১৫/৫ হালদার পাড়া লেন, শিবপুর হাওড়া। কবি প্রকৃতি অঙ্কনে শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন।

● **মহাবীর মাহাত** ॥ পুরুলিয়ায় পারবাই গ্রামের ১৯৫২ খৃঃ কবির জন্ম, উচ্চঃমাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁর প্রকৃতি প্রিয়তা একটি বিশেষ গুণ

● **রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়** ॥ বয়স মাত্র সতেরো, সাহিত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ, অভিনয় ও খেলা-ধূলাতেও ভাল।

● **গোলাম মহিউদ্দিন মণ্ডল** ॥ ২৪ পরগণার হাঁসনেচায় কবির জন্ম ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। কবির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

● **অখিল মজুমদার** ॥ ফরিদপুরের আড়পাড়া গ্রামে কবির জন্ম ১৩৫৫

সালে, বর্তমানে বড়িশা নিবাসী, 'স্বর্ণরেখা' পত্রিকার সম্পাদক। সাহিত্য জগতে নবাগত।

● স্বান্টু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কবির বাস্তব ধর্মী কবিতাগুলি প্রশংসার দাবী রাখে। কবি গ্রাজুয়েট, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। বাড়ী আসানসোল (বর্ধমান)।

● কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥ বিক্রমপুরের (ঢাকা) অন্তর্গত সুয়ারপাড়া গ্রামের বিখ্যাত চক্রবর্ত্তী পরিবারে ১৩৫০ সালে কবির জন্ম। নাট্যসম্রাট ব্রজেন দে-এর নাটক এঁর সহিত্য চর্চ্চার উৎস।

● মধুসূদন পাল ॥ কবির আক্ষেপ—"বয়সের দিক দিয়ে বড় হয়েছি কাজের বড় নয় দারিদ্র প্রবল হয়ে আমার মোড় ঘুরিয়েছে·· ··· আমার মত হতভাগ্য আর কে!" বাড়ী গংগাধারী (মুর্শিদাবাদ)।

● লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ॥ বিশেষ কয়েকটি পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক, লেখায় অজস্র প্রশংসা-পত্র পেয়েছেন। সাহিত্যই এঁর জীবন , বি,এ, পাঠরত।

● মিহিরকুমার ঘোষাল ॥ বয়স ১৮, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। গল্প ও প্রবন্ধ লেখাতেও হাত আছে, ২৪ পরগণার শ্যামনগর নিবাসী; নাট্যমোদীও।

● সন্তোষকুমার বেরা ॥ মেদিনীপুরের রঘুনাথবাড়ীর নিকটে ঘোলে-মাওরী গ্রামে জন্ম। সাহিত্য-জগতে নবাগত।

● নয়নরঞ্জন বিশ্বাস (যাদুকর) ॥ কবি গল্প কবিতা ছাড়াও যাদু কাহিনী, হাস্য-কৌতুক রচনায় সিদ্ধ হস্ত ও শিল্পী, হাওড়া নিবাসী।

● সুধারা লাহিড়ী ॥ কবির দুঃখময় জীবনের উক্তি অতি অল্প বয়সে একমাত্র কন্যা কোলে নিয়ে তিনি নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বামীকে হারিয়ে অকূল দুঃখ সায়রে নিমগ্না। বর্তমানে নিবাস খিদিরপুরে।

● জগজ্জীবন জানা ॥ খেজুরী থানায় (মেদিনীপুর) মোহাটি গ্রামে কবির জন্ম ও শিক্ষক, অভিনেতা ও পত্র-পত্রিকার লেখক।

● হারাধন কর্মকার ॥ বজবজ (২৪ পঃ) থানার অন্তর্গত জয়চণ্ডীপুর গ্রামে বর্তমান নিবাস, কালীপুর উঃ মাঃ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র, 'অভিনব'তেই এঁর প্রকাশ প্রথম।

● বংশীধর ঘোষ ॥ জন্ম ১৯৪৫ সালে, পুরুলিয়ায়। সাহিত্য সাধনা বাল্যকাল থেকেই। বর্তমানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ এর ছাত্র।

● অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ মুর্শিদাবাদের বাগাছাড়ায় ১৩৫৯ বঃ জন্ম। আমতলা উঃ মাঃ বঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র, সাহিত্যানুরাগী।

● বিশ্বনাথ দে ॥ আরামবাগের নিকট ভালিয়া গ্রামে জন্ম, কবিতা গল্প লেখায় উৎসাহী। ইঞ্জিঃ ডিপ্লোমা পেয়েছেন।

● পূরবী চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৬ বছরের কৈশোরিকা, নবীনা। এঁর লেখা সৌন্দর্য ও আবেগমণ্ডিত, 'কুসুমী' নামে প্রতিষ্ঠানের সভ্যা।

● বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় ॥ আদি নিবাস (ঢাকা) কনকসার গ্রামে, এখন সাঁজাগাছি (হাওড়া) নিবাসী, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র।

● প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ সাহিত্যে প্রবল অনুরাগী, রাজনোয়াগড় উঃ মাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র। বহু পত্রিকায় লিখে থাকেন।

● মদনমোহন ঘোষ ॥ বিহারের পুণা শহরে জন্ম, বিশ্বভারতী থেকে আই, এস-সি পাশ ও আই, আই, টি, (খড়্গপুর) থেকে মেকাঃ ইঞ্জিঃ।

● সুকুমার নাথ ॥ ২৪ পরগণার নৈহাটী নিবাসী। কবির উক্তি "আমি বোবা। আগে ছিলাম না। একটা লরী এক্সিডেন্টের দৃশ্য দেখে হয়ে যেতে হয়েছে।"

● নন্দন সরকার ॥ এই নামেই ইনি কবিতা লেখেন, পুরো নাম যশোদানন্দন সরকার। জন্ম : ১৯৪২। শিক্ষা স্থান কটক ও বোলপুর, এখন রেলওয়েতে কর্মরত (বারহুয়া, সুন্দরগড়)।

● "অসামাজিক" ॥ ইনি আসল নাম প্রকাশ করতে ভীষণভাবে বাধা দিয়েছেন। উলুবেড়িয়া (হাওড়া) নিবাসী। এঁর লেখা প্রতিভামণ্ডিত।

● হিমাংশুশেখর জানা ॥ বাসস্থান গোলপাট্টা (মেদিনীপুর)। কয়েকটি বই লিখেছেন।

● দিবাকর ঘোষ ॥ লেখার ধার সুতীক্ষ্ণ, প্রায় একশ পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক, খ্যাতনামাদের অন্যতম।

● "বৈ. না. ভ." ॥ আসল নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। জন্ম মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, ১৯২৮ খৃঃ। ছাত্রাবস্থায় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন, অভিনয়, শিকার ও লড়াইতে পটু। রেলওয়ে ইন্সপেক্টার স্ত্রী শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য্য সুযোগ্যা সহধর্মিণী।

● অতুলরঞ্জন দেব ॥ আসামের করিমগঞ্জ কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক মূলতঃ কবি ও ঔপন্যাসিক। ঢাকাতেই পড়াশুনা। খ্যাত-নামাদের অন্যতম। প্রকাশিত উপন্যাসের নাম "অন্য রাত অন্যতারা"।

● অজয়কুমার নাগ (সাহিত্যশ্রী) ॥ ঠিকানা বাড়হিন্দু, পোঃ—শাঁকোয়া (মেদিনীপুর)। প্রায় ৩৬টি পত্রিকার নিয়মিত লেখক, কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন।

● শ্রীমতী হাসি ঘোষ ॥ এর উক্তি—"কাব্যজগতে আমি নবাগতা, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ। ২৭ বছরের জীবনে দেখেছি অনেক, শুনেছি অনেক, পড়েছিও। কলিকাতা নিবাসী।

● দীপক সেন ॥ জন্ম : রামাবাই, মেদিনীপুর। কাঠমুণ্ডু নেপালে থাকেন। ইনি বাস্তবজীবনের কবি।

● গজেন্দ্র কর ॥ গৌহাটী আর্য্য বিদ্যাপীঠ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক, করিমগঞ্জ (কাছাড়) কলেজের প্রাক্তন সাহিত্য সম্পাদক।

● (কুমারী) রাজু চৌধুরী ॥ অরুণাচল কাছাড়ে জন্ম, বিজ্ঞান শাখার ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা শ্রীমহিম চৌধুরী, জামাইবাবু সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী, দিদি সতী চক্রবর্ত্তী, বন্ধু সুতপা ছন্দ কাব্য চর্চায় উৎসাহ দেন।

● প্র. র. সা. ॥ আসল নাম প্রমোদরঞ্জন সাহা, জন্ম ১৯৫০ খৃঃ খারায়পেটিয়া, দরং (আসাম)। শিক্ষকতায় যুক্ত।

● প্রভাত মুখোপাধ্যায় ॥ পাচথুপী (মুর্শিদাবাদ) তে জন্ম। প্রকাশিত পুস্তক: 'গল্প লহরী' ও 'বিপ্লব'। বর্ত্তমানে চণ্ডীমঙ্গলের নূতন উৎপত্তি স্থল ব্যাখ্যা করেছেন।

● 'চিরানন্দ' ॥ বিক্রমপুরের (ঢাকা) রাড়ীখাল গ্রামে জন্ম, বহু পত্রিকার লেখক, আসল নাম চিররঞ্জন রায়। কয়েকটি গ্রন্থেরও লেখক।

● নারায়ণচন্দ্র কোলে ॥ হুগলীর জগন্নাথপুর গ্রামে কবির জন্ম। এখন কলেজে জীববিদ্যা লইয়া ইউ, ই, সি,তে অধ্যয়নরত।

● সুভাষকুমার মণ্ডল ॥ জন্ম: জাহানাবাদ (মেদিনীপুর), 'মিতালী' পত্রিকার সম্পাদক, একাধিক প্রকাশিত পুস্তকের রচয়িতা।

● পঞ্চানন প্রধান (মধুকর) ॥ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, 'অভিনব'তে হাতে খড়ি। খুড়সী (মেদিনীপুর) তে বাড়ী।

● অমূল্যধন ঘোষ ॥ জন্ম: সাহেবগঞ্জ (বর্ধমান) ১৩৪৬, শিক্ষক। নিযুক্ত। এর কবিতায় প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

● অমূল্যমোহন রায় মৌলিক ॥ জন্ম: ধামরাই (ঢাকা) ১৯১৫ খৃঃ, বর্ত্তমানে পঃ বঃ স্থায়ী বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'প্রকৃতি'।

● আবুল কালাম আজাদ ॥ বর্ধমানের 'পালিশ গ্রাম' গ্রামে জন্ম, ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখায় উৎসাহী, শিক্ষকতা নিয়েছেন।

● অরুণকুমার মণ্ডল ॥ জন্ম ১৯৫১ খৃঃ, পাটকাবাড়ী, মুর্শিদাবাদ ছাত্র।

● সুবোধ সেন ॥ জন্ম: ১৩৪৯, ভাকা, ঢাকা। কোচবিহার কলেজ থেকে আই, এস-সি, ও বি, এ, বীরঝরা গার্লস হাই স্কুলের (গোয়াল-পাড়া, আসাম) অংক ও বিজ্ঞান শিক্ষক। চিত্রশিল্পী ও গীতিকার হিসেবে স্বীকৃত।

● নিশীথ ভড় ॥ জন্ম: কোলকাতা, ১৯৫০। লোক শ্রেণীর ছাত্র। তীব্র অনুভূতির প্রেক্ষাপটে লিরিকধর্মী কবিতা সৃষ্টি করেন। নাটক "আমি এবং" লিখতে শুরু করেছেন।

● কুমারী বকুল পোদ্দার ॥ জন্ম: বন্দর (ঢাকা) ১৯৫১। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী, বর্তমান নিবাস কাটোয়া, বর্ধমান।

● বলাকা চৌধুরী ॥ ঝাড়গ্রাম মহকুমার (মেদিনীপুর) চিয়ানবেড়িয়া গ্রামে কবির জন্ম, বি, এস-সি পাশ করেছেন। অধুনা রাউরকেলায় হিন্দুস্থান ষ্টীলের কর্মী।

● সত্যনারায়ণ ত্রিবেদী ॥ জন্ম: ১৯৪৫ খৃঃ, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের ছাত্র। ঠিকানা: গ্রাঃ+পোঃ—বহরা (মুর্শিদাবাদ)।

● ইলা সরকার ॥ পূঃ বাংলার ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমায় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশে লেখিকার জন্ম। এঁর কবিতায় নিরাশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

● অমরেন্দ্র দত্ত ॥ জন্ম: শ্রীহট্ট' জেলার পাত্রখোলা চা-বাগানে। বর্তমানে এম, এ, পাঠরত; সি, এ, মোককচঙ (নাগাভূমি)।

● নির্মল সেনগুপ্ত ॥ জন্ম: ১৩৪২, শ্রীরামপুর, হুগলী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মানুষ এবং সমাজকল্যাণব্রতী, শিক্ষক ও নামী লেখক।

● 'শ্রীমান জিপস। সন্তোষকুমার দাশ, জন্ম: আসামের নেফা অঞ্চল, নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম কলেজে শিক্ষিত, রাউরকেলায় কর্মরত।

● সুধীরকুমার চন্দ ॥ জন্ম : জগাইর হাট, বরিশাল, ১৩৪৪ বঃ। বর্তমান কাটোয়া নিবাসী, শিক্ষক।

● বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম : চাকদলা, বর্ধমান, ১৩৫২। রাণীগঞ্জ কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র।

● দিলীপকুমার দে ॥ ইনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখার চর্চা করছেন, জন্মভূমি : খিরিন্দা, পোঃ—রাধাকৃষ্ণপুর (মেদিনীপুর)।

● শচীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম : বীরভূম, ১৩৪৩, বহু পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক, বর্তমান বিহারে রয়েছেন।

● দেবেশকুমার দাশ ॥ ঠিকানা : সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং। কবির তুমি কবিতার ভাবটি অনিন্দসুন্দর।

● শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্তী ॥ জন্ম : ফুলখালি (নদীয়া) ১৯৪১ খৃঃ, শিক্ষকতা করেন। 'অগ্নিনব'তেই প্রথম প্রকাশিত হলেন। কবি সম্ভবতঃ নিজেকেই নির্বাসিতারূপে অঙ্কন করেছেন।

● শ্রীপ্রেমরঞ্জন' ॥ দাশের জংগল (পাকিস্তান) কবির জন্মভূমি। ১৯৬৭তে বি, এ, (I) দিয়েছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে থাকেন।

● জগদীশচন্দ্র দাশ (পরাশর) ॥ জন্ম : ১৩৩২, প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ 'বহ্নিবীণা', পুরুলিয়া জেলার জরিপ বিভাগের কর্মচারী।

● জি, দেবাশিসন্ ॥ আসল নাম দেবাশিস্ ঘোষ, জন্ম : ১৯৪২, মামাবাড়ীতে। সপ্তম শ্রেণী থেকে লেখায় উৎসাহী, শ্রীমতী মিত্রার সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। চিত্র শিল্পীও।

● শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য ॥ শ্রীহট্ট জেলায় জন্ম, দেশ বিভাগের পর কোলকাতায় আছেন, বি, এস-সি, পাশ করেছেন, সাহিত্য চর্চা করছেন বাল্য থেকে।

'প্রলয় সেন' ॥ জন্ম ১৩৫০, মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস রঘুনাথপুর (২৪ পঃ)। বুনিয়াদী বিত্তালয়ের শিক্ষক, 'নবারুণ'-এর সম্পাদক। আসল নাম শ্রীমোহনলাল মণ্ডল।

● দীপক চক্রবর্তী ॥ এর ঠিকানা ৩।৯৮, শেঠ বাগান কলোনী, কলি-৩০ এর কবিতায় একটি সুপরিচ্ছন্ন মন নিহিত আছে।

● মানবশংকর ঘোষ ॥ কবির কথায়—"সাহিত্য ও কবিতা রচনা বিষয়ে আরোপিত দুর্বোধ্যতা এবং সৌখীন মজদুরীতে আমার মন সায় দেয় না। জীবনানন্দ দাস আমার প্রিয় কবি।" ২৬ বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, কলি : ৯ নিবাসী।

● অধ্যাপক শ্রীজয়কালী ভট্টাচার্য্য ॥ জন্ম : ১৯১৬ খৃঃ, বেরা, বর্দ্ধমান। কাটোয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, একাধিক পুস্তকের রচয়িতা।

● অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য ॥ জন্ম : পূঃ পাকিস্তান, ১৯৩৫ খৃঃ। এম, এ, পরীক্ষার্থী, গন্ত কবিতাটি অনবদ্য। বর্তমানে পানিসাগর (ত্রিপুরা) বি, টি, কলেজের পত্রিকা "উৎস"-এর সম্পাদক।

● শিবদাস চক্রবর্তী ॥ বঙ্গবাসী কলেজের .অধ্যাপক। এর বইয়ের নাম—(১) সন্ন্যাসী একাযাত্রী (২) কলকল্লোল (৩) শূন্য প্রান্তরের গান (৪) মেঘ মেদুর। কলিঃ ৫৫তে থাকেন।

● সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ বাঁকুড়া জেলার নুড়কা গ্রাম নিবাসী, শিক্ষকতা করেন। "খোকার স্বপ্ন" কবিতায় কবি সুন্দর শিশু জগতের চিত্র এঁকেছেন।

● নিরাপদ দত্ত ॥ ৩৪ বছরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবি 'বিরহ' কবিতায় সুরের ধারা বইয়ে দিয়েছেন। "রায়ভূমের বুধুরা" গ্রামে কবির নিবাস।

● দিলীপকুমার সেনগুপ্ত ॥ বর্ধমান জেলার মানকর গ্রাম জন্মভূমি, কলিকাতা নিবাসী। কাব্য জগতে নবাগত।

● শংকরনাথ সেন ॥ এঁর বাবা কাকা সবাই ইঞ্জিনীয়ার। কাকা কবির কবিতার খাতা ওজন দরে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। জন্ম: হাওড়া, ১৯৫২ খৃঃ।

● অনাদিনাথ রক্ষিত ॥ বি, এ, (অনার্স), শিক্ষকতা করেন। কবি কুমুদ মল্লিকের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পালিশ গ্রামে জন্ম (বর্ধমান), কাব্যোৎসাহী।

● বিপ্লবকুমার সেনগুপ্ত ॥ কবি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী, জন্ম : ১৯৪৭, নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

● বিজয়কুমার লস্কর ॥ জন্ম ও নিবাস : ত্রিপুরার আগরতলা, ১৯৪৩। সামাজিক সংঘাতই কাব্য প্রেরণার উৎস। এখন গুমটী প্রজেক্টে বিভাগীয় পদে কার্য্যরত।

● বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ॥ মুর্শিদাবাদের (নওদা থানা) বৃন্দাবনপুর গ্রাম নিবাসী কবি আমতলা হাঃ সেঃ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

● অনুপকুমার পাড়ুই ॥ হাওড়া জেলার রঘুদেবপুর গ্রামে জন্ম, ১৩৫৭ ১৩ বছর থেকেই সাহিত্যোৎসাহী, বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও। নবাগত।

● অসীম বক্সী ॥ জনজীবনের কবি। জন্ম : কলিকাতা, ১৯৪৪, বি, এস-সি, পাশ করে এখন রৌরকেলা ষ্টীল প্ল্যান্টে ট্রেনিং রত।

● শম্ভুনাথ দত্ত ॥ জন্ম : বাঁশবেড়িয়া, নিবাস ইলামবাজার (হুগলী) কবির "নবীন" প্রশংসাহী

● মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥ বিদ্যাসাগরের জন্ম ভূমির নিকট কুরাণ গ্রামে জন্ম, ১৩৬১। 'অভিনব'তেই আত্মপ্রকাশ, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

● নন্দদুলাল আচার্য্য ॥ বর্ধমানের সাঁকতোড়িয়াতে জন্ম ও নিবাস,

আসানসোল বি, বি, কলেজের ছাত্র, কয়েকটি পত্রিকায় লিখেছেন। সাহিত্যোৎসাহী।

● সুধাংশুকুমার দাম ॥ প্রেস ম্যানের কেরামতিতে "মিঃ দাম"কে হ'তে হ'য়েছে "দাস", তজ্জন্য লজ্জিত। ধানবাদ ব্যাঙ্কে কর্মরত।

● শেখরচন্দ্র বসু ॥ কবি ৩৫।১বি, রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কোলকাতা নিবাসী। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বি, কম্, পাঠরত, পত্র পত্রিকায় লিখেন, জন্ম : ১৯৫০।

● রামকিঙ্কর বিশ্বাস ॥ জন্ম ও নিবাস : মেদিনীপুরের (নারায়ণগড় থানা) কশবা গ্রাম, ১৯৪২। কবি যেন লেখা বন্ধ না করেন।

● অনিলবরণ মাহাত ॥ ইনি কবি দীলেশ্বর মাহাত-এর ভাই, একাধারে চিত্র-শিল্পী, কবি ও ম্যাজিসিয়ান। জন্ম : মলিয়ান (পুরুলিয়া), ১৯৪৮।

● প্রভাতরঞ্জন ঘোষ ॥ কুড়কুড়ি (হুগলী) গ্রামের কবি এখন কলি : মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়ছেন। স্বর্ণ পদকে পুরস্কৃত, হাঃ সেঃ পরীক্ষায় দু'টি লেটার সহ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ।

● সুকমল ঘোষ ॥ ১৩।১ বালিগঞ্জ ষ্টেঃ রোড, কলিঃ ১৯ হ'ল কবির ঠিকানা, জন্ম : ব্যারাকপুর, ১৯৫২। প্রার্থনা কবিতাটি একান্ত বাস্তব-ধর্মী।

● অধীরচন্দ্র মণ্ডল ॥ কবি গ্রাজুয়েট ও শিক্ষক। কবির মতে কবিতায় মানবিকতা বোধে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। ঠিকানা : শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ শুকদেবপুর (২৪ পঃ)।

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ॥ একান্ত বাস্তব জীবনের কবি, উঃ মাঃ পরীক্ষার্থী। ঠিকানা : দেশগ্রাম দেশপ্রাণ হাইস্কুল, পোঃ দশগ্রাম (মেদিনীপুর)।

● দীনেশ্বর মাহাত ॥ পুরুলিয়ার মলিয়াম গ্রামে কবির জন্ম, এঁরা দুই ভায়ে সাহিত্য চর্চা করেন। 'অভিনব' এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

● নির্মলকুমার প্রধান ॥ টাকাবেড়্যা গ্রামে (মেদিনীপুর) ১৯৫১ সালে জন্ম, ১৯৬৮ তে উঃ মাঃ পরীক্ষার্থী।

● শ্রীবিবেক কামিল্যা (কর্মকার) ॥ 'খড়ার' শহরে (মেদিনীপুর) "শ্রীপতি সদন"। অধ্যাপক শ্রীসুকুমার দেব এঁকে উৎসাহ দিতেন। "Plan living and high thinking"—এর আদর্শ ছেলেবেলা থেকেই গ্রহণ ক'রে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। এখন চাকচিক্যময় জগতে High living and plain thinking ছাড়া উপায় নেই বলেই এঁর বিশ্বাস। বাস্তবের আঘাতে সাহিত্যের নেশা ছুটে যেতেও পারে। "অভিনব" এর প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এম, এ, পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

● কিশোরীমোহন নস্কর ॥ ইনি কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত মধুসূদন পুর নিবাসী, গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত, একনিষ্ঠ কর্মী। পল্লী-মঙ্গল আসর (আকাশবাণী) এর কবি।

● বিমলচন্দ্র বাগানী ॥ উড়িষ্যার বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে মধ্যবিত্ত ঘরে কবির জন্ম। বর্তমান নিবাস হাওড়ার সুলতানপুর গ্রামে।

● শ্যামলকুমার রাণা ॥ কবির জন্ম হুগলী জেলার পোল গ্রামে। ইনি বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ রাণার ভ্রাতুষ্পুত্র। এঁর ব্যক্তি জীবন ও কবি জীবনে দেবেন্দ্রবাবুর প্রভাব পরিস্ফুট। এঁর লেখা অন্যতম কবিতা 'বিক্ষিপ্ত চিন্তা', 'কালো ও আলো', 'অনন্তপ্রেম', 'ডাক' ও 'এক ফালি চাঁদের আলো'। ওর কবি জীবন পূর্ণতা পাক এটাই আমাদের কামনা। —শ্রীদিবাকর ঘোষ।

● অজয়কুমার বেরা (টুরিষ্ট) ॥ কবি নবাগত, 'অভিনব' সম্পাদকের স্বগ্রামেই বাড়ী। বি, এ, ক্লাসের ছাত্র, উদ্যান পরিচর্য্যা, ভ্রমণও ভালবাসেন, 'বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির (আশ্রম) এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

● সুবলচন্দ্র সামন্ত ॥ নিবাস : গোকুলনগর, পোঃ চেতুয়া রাজনগর (মেদিনীপুর), "উন্মেষ" পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিভিন্ন পত্রিকার লেখক।

● বলরাম চক্রবর্ত্তী ॥ নিবাস : গ্রাঃ+পোঃ উত্তর মানশ্রী (হাওড়া) পাঁচারুল শ্রীহরি বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক, এম, এ, বি, টি, সাহিত্য এঁর জীবনের ব্রত।

● শ্রীমতী ছবি নাগ ॥ নবাগতা হলেও নিয়মিত লেখেন। অভিনব সংকলনের "তোমার জন্য" কবিতার কবি শ্রীঅজয়কুমার নাগের সহধর্মিণী।

● মৃণালকান্তি দাস ॥ বয়স ১৭ চলছে, ফরিদপুর জেলায় জন্ম। আলিপুর তুয়ার কলিজিয়েট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র।

● পীযুষকান্তি সিংহ রায় ॥ বয়স ১৯, সাধারণ ঘরের ছেলে, কলেজে ২য় বর্ষ চলছে। গ্রাঃ+পোঃ—হরিপাল (হুগলী)। সাহিত্যোৎসাহী।

● অলকা রায় ॥ বয়স ২০। এই নবীনা আসামের একমাত্র সর্ব ভারতীয় বাংলা মাসিক "অলকার" সম্পাদক শ্রীমিহিররঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বাগদত্তা বি, এ, পড়ছেন, সংগীতানুরাগিনী, দাদা শেখর রায় সিনেমা জগতের প্রাঃ প্রখ্যাত অভিনেতা।

● নয়নকুমার রায় (অভাগা) ॥ আওরাংগাবাদ (বিহার) এঁর জন্মস্থান "ভুবন" পত্রিকার সম্পাদক, একাধিক চলচ্চিত্রের অভিনেতা।

● শ্রীমতী ঋথিকা রায় ॥ ইনি হিন্দী সাহিত্যে বি, এ, (কোবিদ)

পূর্ব্ববর্তী কবি শ্রীনয়মকুমার রায়ের স্ত্রী, বিবিধ পত্রিকার লেখিকা। শিক্ষকতা করছেন।

কান্তিসাধন ফৌজদার॥ নিবাস: মীরবাজার, মেদিনীপুর শহর সাহিত্য সাধনা এঁর জন্মগত। বহু পত্রিকার লেখক।

● সোমনাথ দে॥ কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ২৮, দেবেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিঃ ১২ এঁর ঠিকানা। কবি কি নৈরাশ্যবাদী?

● কেষ্ট চক্রবর্তী (কবিভূষণ)॥ মেদিনীপুর শহরের খ্যাতনামা গীতি কবি, চাকুরীজীবী, সদালাপী।

● দিলীপকুমার বাগ॥ "অভিনব-অগ্রণী" কিশোর মালিকের সম্পাদক, হাওড়া নিবাসী, গল্প লেখায় হাত আছে।

● বিজন ভট্টাচার্য্য॥ নিবাস : গম্ভীরনগর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শিক্ষকতা করেন, সংগীত শিল্পী, নাট্য-শিল্পীও। বহু পত্রিকার লেখক।

● ভারতী ঘোষ (মুক্তি)॥ নিবাস: উড়িষ্যার আঙ্গুল। কোলকাতায় বাসন্তী দেবী কলেজের বি, এ, ক্লাসের ছাত্রী। "প্রেম" উপন্যাসের ধারাবাহিক লেখিকা।

● শ্যামাপ্রসাদ দাশ॥ কয়াপাট (হুগলী) গ্রামে জন্ম, ২য় বর্ষ অনার্সের ছাত্র, বহু পত্রিকার লেখক, গল্প লেখে পুরস্কার পেয়েছেন।

● হরিসাধন পাইন॥ ইনি নজরুল সমসাময়িক কবি, সুবক্তা খ্যাতনামাদের অন্যতম। নিবাস ঘাটাল, মেদিনীপুর।

● জীবন সরকার॥ ৪, অনরেট ফার্ষ্ট লেন, কলিঃ ১৪ নিবাসী। সবিনয়ে লিখেছেন "আমি ছোট মানুষ, আমার আশা ছোট"...... সাহিত্যোৎসাহী।

● বিজয়কুমার মাজী॥ 'অভিনব' সম্পাদকের গ্রামেই এঁর নিবাস, বি, এ পরীক্ষার্থী। বয়সে তরুণ, ১ম প্রকাশিত হলেন, ক্রীড়ামোদী।

● **শ্রীমতী মায়া মিশ্র ॥** 'অভিনব' সম্পাদকের সহধর্মিনী এবং 'অভিনব' এর প্রকাশিকা ও বর্তমান কবি পরিচিতির সংগ্রাহিকা। সাহিত্য জগতে নবাগতা। বয়স : ১৭ (ভাদ্রের বৃহস্পতিবার 'জন্মাষ্টমী'), বাবা শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী, দিদি বীণাপাণি, বৌদি প্রতিমা, ঠাকুরপো মুকুন্দ ও তাপস এঁর কবিতার অনুরাগী পাঠক। দেশভ্রমণের স্পৃহা রামায়ণ, মহাভারত, গল্প ও উপন্যাস পাঠের নেশা-প্রবল। ২ বছর আগে (অগ্রহায়ণের ১৬ই বৃহস্পতিবার) প্রথমা কন্যা 'সুপ্রিয়া'কে পেয়েছে, নিবাস : সুপ্রিয়া আবাস (মিশ্রভবন)।

● **অনুপা দাশ ॥** কবিতাকেই ভালোবেসেছেন, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ছেন। ছবিও আঁকেন। হাওড়া

● **শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥** বাংলা তথা ভারতজোড়া নাম কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে। কলিকাতা দেশবন্ধু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

● **.সামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥** এঁর কারবার আকাশে, কারণ, ইনি বৈমানিক, হয়ত বিমানেই কবিতা লেখেন। নিবাস : সাতঘরা (২৪ পঃ) এখন কানপুর (ইউ, পি,) নিবাসী।

● **গৌর দাশ ॥** এঁর জন্ম : নাটোরে, ১৩৪০ আই, এস, সি, পড়ে বি, এ, প্রতিভার পর্য্যাপ্ত স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন। ১৪ খানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত।

● **কণিকা ঘোষ ॥** সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রি, ইউ, ছাত্রী, সর্ব্বতোভাবে রবীন্দ্রানুরাগিনী, সাঁতারে সুদক্ষা, বাড়ীর ছোট মেয়ে, পুরো ঠিকানা ছাপাতে লজ্জিতা যৌবনা।

● **আশুতোষ রায় ॥** আসানসোল বিধানচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা রত। ফ্ল্যাট নং ১, গরাইম্যানসন, এম, বি, গরাই রোড, আসানসোলে থাকেন। সাহিত্যোৎসাহী।

● **বৈদ্যনাথ কুণ্ডু ॥** শিক্ষক, কাশীরাম দাশ বিদ্যায়তন, পঞ্চাননতলা, কাটোয়া (বর্ধমান)। সাহিত্যোৎসাহী।

● **মঞ্জু মিত্র ॥** ইতিহাসের স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে ব্যাপৃতা থাকলেও সাহিত্য তাঁর অবসরের একান্ত সংগী, অগণিত পত্রিকার লেখিকা, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়ায় থাকেন।

● **অমরনাথ বসু ॥** ১৪ বছর থেকে সাহিত্য চর্চা চলছে, হাওড়া নিবাসী বি, এ, পাঠরত, সাংবাদিক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার লেখক।

● **নির্মলকুমার চক্রবর্তী ॥** "পাতাবাহার" সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মজিলপুর, পোঃ—জয়নগর (২৪ পঃ) ঠিকানায় এঁর নিবাস।

● **কুমারী প্রতিমা সিংহ দেও ॥** উচ্চ মাধ্যঃ পরীক্ষার্থী। বাজনোয়া গড় (পুরুলিয়া) রাজ পরিবারের কুমারী কন্যা, "পাইনি উত্তর" কবিতাতে শিল্পীমনের স্বাক্ষর আছে।

● **শ্রীবীরেশ্বর সিংহ ॥** ঠিকানা: তারাপ্রেস, রামপুর হাট, বীরভূম প্রকাশিত "বহ্নিশিখা" উপন্যাসের লেখক, কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশক এবং সাহিত্যোৎসাহী।

● **সুভাষচন্দ্র পাল ॥** "উষসী" পত্রিকার সম্পাদক, ঠিকানা: ৭৩, এম ৪ কোয়ার্টার নিউ কেবল টাউন, জামসেদপুর-৩, বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে "অভিনব" এর প্রকাশে সাহায্য করেছেন।

● **সত্যেন্দ্রনাথ জানা ॥** তরুণ কবি, ঠিকানা: বাগনান, হাওড়া। বহু পত্র-পত্রিকার লেখক, 'কেন ?-র উত্তর কবি পেয়েছেন কি !

● **সমর বসু ॥** সাহিত্য চর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কোন বাসনা কবির নেই, কিন্তু অবহেলিত কোটীকের শরীক হতে চেয়েছেন কবি। গ্রাজুয়েট। সোদপুরে (২৪ পঃ) থাকেন।

● **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী** ॥ জন্ম : রাজসাহী, ১৯৪৪। শিক্ষা : কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিকানা : পোঃ—বাগডোগরা (দার্জিলিং), ইউ, পি, বিহার ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন।

● **ডমনচন্দ্র মাহাতো** ॥ ভবিষ্যতে মহাপুরুষ হলেও আশ্চর্য হবার নেই, কারণ চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠকালে "কর্ণ" নামে বই লিখেছেন, "আমি চাই", "টুসু গীত" "আকালের গীত" নামে ৩টি বই প্রকাশ করেছেন। এখনো ১১টি বই অপ্রকাশিত আছে। জ্যোতিষ ও দর্শনের ছাত্র, পোঃ ভালকী, সিংভূম, (বিহার)।

● **ডাঃ এন. বেরা** ॥ ডাক্তারবাবু কি পুরোনাম জানাতে ভয় পেয়েছেন? অসম্ভব রোগীর ভাড এব কারণ হতে পারে। শিক্ষা জীবনের পর কর্ম-জীবন। বয়স ত্রিশ বৎসর। ষ্টেট ফ্যাকালটির উপাধিপ্রাপ্ত হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক সাহিত্য চর্চা অল্পই করেন, তবে কাব্যানুরাগী। চিকিৎসক হিসিবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

● **নারায়ণ মান্না** ॥ অনার্স সহ বি, এ, পরীক্ষার্থী। অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, আদর্শ চরিত্রের। সুলেখক। সম্পাদকের স্বগ্রামে থাকেন।

● **অমিতাভ দাস** ॥ হায়ার সেকেণ্ডারীর ছাত্র, এ বছর সমগ্র স্কুলের কবিতা প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থানাধিকারী। ঠিকানা : ৭২, মিডল রোড, ইন্টালী, কলিঃ ১৪।

● **গোরা সান্যাল** ॥ ১০ বছর ধরে লিখেও নিজের লেখার উপর অনাস্থা। লিখেছেন—"কেরাণীর চাকরীর দাক্ষিণ্যে প্রবাসী।" কানপুর (উঃ প্রঃ) নিবাসী।

● **কৃষ্ণচন্দ্র দাস** ॥ বরিশালের 'চাউলা কাঠি' গ্রামে জন্ম, ১৯৪৭। ৫০ সালের দাঙ্গায় কোলকাতা আগমন। এখন বি, এ, ছাত্র ও ডাক বিভাগের কর্মী।

● **বিভাস মিত্র ॥** পূঃ পাকিস্তানে জন্ম, ১৯৪০। এখন বর্ধমান শহর নিবাসী, সরকারী দপ্তরে কর্মরত। 'জয়ধ্বনি' পত্রিকার সম্পাদক।

● **অসীমকুমার ত্রিবেদী ॥** ইচ্ছাপুর (নবাবগঞ্জ, ২৪ পঃ) নিবাসী। 'মধ্যবিত্তের ট্রাজেডিতে ব্যক্তিমনের সুর প্রতিধ্বনিত।

● **কবিশ্রী মহেন্দ্র সাহা ॥** বঞ্চিত অবহেলিত নীচকোটি জনের ব্যথা-ই এঁর কবিতার উৎস, দীপ জ্বেলে যাওয়াই এঁর জীবন লক্ষ্য। যাদবপুর (কলিঃ ৩২) নিবাসী।

● **সুনীলচন্দ্র সেন ॥** জন্ম : ১৯২৪, গ্রাজুয়েট. সরকারী চাকুরে। সাহিত্যচর্চ্চা ছাত্রাবস্থা থেকে, বহু পত্রিকার লেখক।

● **ভবতোষকুমার রায় ॥** জন্ম : খুলনা (পূঃ পাঃ) ১৯৪৭। বর্তমান কৃষ্ণনগর নিবাসী, বহু পত্রিকার লেখক।

● **মাণিক চক্রবর্ত্তী ॥** জন্ম : কুমিল্লা (পূঃ পাঃ)। আই, এস-সি ও পরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। এঁর "রৌদ্রের স্বভাব" গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মুখে। এখন কোলকাতায়।

● **মৃণালকান্তি রায় ॥** কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি (এগ্রিঃ) অনার্সের ৩য় বর্ষের ছাত্র। জন্ম : ১৯৪৬. গল্পে হাত আছে, শালকিয়ায় (হাওড়া) থাকেন।

● **জগন্নাথ বাগ ॥** ইংল্যাণ্ড, দঃ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ায় কর্মরত। আদি নিবাস : গড়প্রতাপনগর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। জন্ম : ১৩৪২। কাব্যোৎসাহী।

● **নীরেন ঘোষ ॥** বয়স ২০, স্নাতকশ্রেণীর বি, কম. ছাত্র। পূর্ব্বে রেলওয়ের কারিগরী শাখায় শিক্ষানবীশ, অভিনয় দক্ষ। জামালপুর, (মুঙ্গের. বিহার) এ থাকেন।

● **সোমনাথ চক্রবর্তী** ॥ "জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য খুব বেশী। এ বছর বি. এস-সি ফাইনেল দিয়ে শিক্ষকতা করছেন।" ঠিকানা : পোষ্ট রাণীরবাজার, জেলা : ত্রিপুরা।

● **রঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী** ॥ এখন বাখরগঞ্জ (পাটনা) নিবাসী, জন্ম পূঃ পাকিস্তান। স্থানীয় কলেজে বি. এ, পাঠরত, লেখক ও সমাজ সেবক।

● **জয়শ্রী দেব** ॥ আদি বাড়ী যশোহর জেলার নলদী গ্রামে। স্বামী প্রফেসার শ্রীসুকুমার দেব। উভয়েই এম. এ,। পূর্বে একাধিক পত্রিকায় লিখতেন, এখন পোঃ ঘাটাল, মেদিনীপুর এ আছেন।

● **গোবিন্দচরণ মিশ্র** ॥ খড়ার শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, কাব্যজগতে নবাগত, 'অভিনব' সম্পাদকের ভাই।

● **গৌর গোস্বামী** ॥ সন্তোষপুর লেক সাউথ, কলি : ১২ কবির নিবাস

● **সত্যেশ্বর চক্রবর্তী** ॥ ঠিকানা : বৈকুণ্ঠপুর, চন্দ্রকোণা (মেদিনাপুর), শিক্ষকতা করেন।

● **হীরালাল সাধক** ॥ বয়স ১৭, এঁর পরিচিত দুঃখময়, পাকিস্তান থেকে ভারতে আগতদের মধ্যে, নিঃস্বহায়দের মধ্যে একজন। জীবনের লক্ষ্য সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চ্চা।

● **কার্তিক দত্তরায়** ॥ জন্ম : বর্ধমানের মেড়াল গ্রামে। ৬৬তে ইংরেজী অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। তারপর শুরু হয়েছে কঠিন বাস্তবের কর্মমুখর দিনগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে।

● **বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়** ॥ নবাগত। জন্ম : রাঁচী, ১৯৪৮ বাংলাদেশের মজিলপুরে থাকেন। অনার্স সহ বি, এস-সি পরীক্ষা দেবেন।

● **পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী** ॥ বয়স ১৫, একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। কয়েকটি কবিতা আকাশবাণীর গল্প-দাদুর আসরে প্রচারিত। এঁর বাবা সাহিত্যিক নরেশ চক্রবর্তী।

● **চণ্ডীচরণ দে** ॥ দশগ্রাম (মেদিনীপুর) স্কুলের উঃ মাঃ পরীক্ষার্থী। এঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

● **বিকাশচন্দ্র সামন্ত** ॥ নবাগত। স্কুলের ছাত্র, গ্রাম ও পোঃ—কুচমুন (বর্ধমান), কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

● **রাধানাথ খাটুয়া** ॥ আমরা দুঃখিত যে, প্রেসম্যান 'রাধা' কে 'রাধা' ছেপেছেন। ঠিকানা : গ্রাঃ ও পোঃ পশ্চিমবাড় (মেদিনীপুর), সাহিত্যোৎসাহী।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ঠিকানা : গোকুলনগর, পোঃ—চেতুয়ারাজনগর (মেদিনীপুর), কবির কবিতায় ভাব আছে, মুন্সিয়ানা নাই।

● **বিজয়কৃষ্ণ বেরা** ॥ ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ সাহিত্য বিভাগের ছাত্র। বাড়ী মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার ভবানীপুর গ্রামে।

● **রাজকুমার রায়** ॥ রাণীগঞ্জের (বর্ধমান) নিকট চাকদলা গ্রামে জন্ম, ১৩৫৫। আসানসোল পলিটেকনিকের ১ম বর্ষের ছাত্র, কাব্যোৎসাহী।

● **প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়** ॥ জন্ম : তমলুক, মেদিনীপুর ; ১৯৪২ খৃঃ নেশা : সাহিত্য ও খেলাধূলা।

● **ফাল্গুনী মুখার্জী** ॥ ঠিকানা : ৯নং কপালী পাড়া লেন, জয়চণ্ডীপুর, পোঃ বজবজ (২৪ পঃ)। লেখিকার "ঋতু মংগল" ছোটদের মনের খোরাক জুগিয়েছে।

● **মৃগাঙ্ককৃষ্ণ রায়** ॥ জন্ম : ১৯৪৭ খৃঃ, আলিসাকান্দা, ময়মনসিংহ (পূঃ পাক্)। বর্তমানে পঃ বঃ বাসিন্দা। কতকগুলি পত্র পত্রিকায় লিখে বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

● **শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন ও গবেষণা দপ্তরেব মন্ত্রী ডঃ হুমায়ুন কবীব কর্তৃক প্রশংসিত কাঁচা হাতের কাগজ এর সম্পাদক। ঠিকানা : হাজারীবাগ, রাঁচি।

● **প্রতাপরঞ্জন হাজরা** ॥ " লেখাপড়া হবে না, কাজে লাগিয়ে দাও" তথাকথিত মন্তব্য ব্যর্থ করে কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, হয়েছেন সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষক স্ত্রী শ্রীমতী শিখা হাজবাব অত্যুৎসাহে। ঠিকানা : চাতরা, শ্রীরামপুর (হুগলী)।

● **আশীষকুমার গুপ্ত** ॥ বর্তমানে চাকুরীরত, (ক্যালঃ ইউনিঃ) এর বি, কম, স্কুলে বাংলায় ১ম। গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া (কলিঃ) নিবাসী।

● **স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়** ॥ জন্ম : আদ্রার রেলওয়ে কলোনী, ১৯৪৬। অনার্স সহ বি, এ, আধুনিক কবিতা লেখায় হাত আছে।

● **'পলাতকা'** ॥ এঁর আসল নাম 'শ্রীনবকুমার রায়' কবিতার পাশে ছাপাতে প্রেসম্যান ভুল করেছেন। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। পোঃ মাধাইপুর (বীরভূম) নিবাসী।

● **বিষ্ণু প্রামাণিক** ॥ সরস্বতী ও বেদান্তরত্ন উপাধিক ইনি 'বঙ্গতীর্থ' পত্রিকার সম্পাদক। পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) এঁর বাসস্থান।

● **যতীন্দ্রনাথ বালা** ॥ ঠিকানা : শক্তিগড়, পোঃ বনগাঁ (২৪ পঃ)। নবাগত হলেও বৈশিষ্ট ও উৎসাহী।

● **চিত্তরঞ্জন জোয়ার্দার** ॥ ঠিকানা : ছুতার পাড়া লেন, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। জন্ম : পূঃ বঙ্গ, ১৯৪৮, যান্মানিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

● **উদয়ন ভৌমিক ॥** "উত্তর সৈক" নামক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। অসংখ্যা পত্রিকার লেখক। ধূপগুড়ী (জলপাইগুড়ি) নিবাসী।

অজিতকুমার মাইতি ॥ শ্রীমাইতি তরুণ এ্যাডভোকেট, সাংবাদিক ও "আরো আগে" পত্রিকার সহঃ সম্পাদক। জবরদস্ত কোটের নীচে কবি মনটি লুক্কায়িত। ঘাটালে থাকেন।

● **"তরঙ্গ" ॥** 'সবিতা' সংকলনের সম্পাদক। ঠিকানা : চণ্ডীপুর, মোড়া, হুগলী। এ ছাড়া আসল নামটুকুও জানা যায়নি।

● **স্বরজিৎ দাস ॥** একাদশ শ্রেণীর (বিজ্ঞান) ছাত্র, বিদ্যালয়ের "খেয়া" পত্রিকার সম্পাদক। ঠিকানা : কাটলিয়া, পোঃ নিবিড়া (হাওড়া)।

● **হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী ॥** নিবাস : প্রতাপপুর, ঘাটাল (মেদিনীপুর), চিকিৎসক না হলেও চিকিৎসায় পারদর্শী। সদালাপী, মিষ্টভাষী। 'অভিনব' প্রকাশিকার একমাত্র দাদা।

● **ললিতমোহন সিন্‌হা ॥** ঠিকানা : এ, টি. রোড, টকোবাড়ী, গৌহাটী। "আকাশছোয়া" কবিতা আসাম সাহিত্য পরিষদ দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত," "স্বাধীন" ইহারই শেষাংশ।

● **দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥** ছোট থেকেই সাহিত্যসেবী। '৬৬তে উত্তর কোলকাতা আয়োজিত সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিক সাহিত্য-প্রতি-যোগীতায় রম্যরচনায় ২য় স্থানাধিকারী। কৃষ্ণনগর (নদীয়া) বাসী।

● **উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ॥** গ্রাম দ্বারবাসিনী (হুগলী) বাসী, শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্র। সাহিত্যে, অঙ্কনে ও খেলাধুলায় পটু।

● **বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥** কবি পরিচিতি পাঠাননি। ঠিকানা : পোঃ গোকর্ণ (মুর্শিদাবাদ)।

● **অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ॥** জ : কদমতলা (হাওড়া) ১০।১ কুচিল সরকার ১ম বাই লেন, ১৯৪৬। নবাগত

● **প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ জন্ম : মাজপুর, রায়না, বর্ধমান ; ১৩৫৭। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, ১৩৭২ থেকে লিখে চলেছেন। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ এঁর কবিতাতে নিহিত।

● **রণজিৎ দেব** ॥ সম্পাদক 'ত্রিবৃত্ত' সাহিত্য ত্রৈমাসিক। ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহারে বাসস্থান, বহু পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

● **শ্রীমতী সন্ধ্যা কামিল্যা (কর্মকার)** ॥ নিতান্ত নবাগতা হলেও উৎসাহী। উপন্যাস পাঠ ও পানসুপারীতে আগ্রহী। শ্রীবিবেক কামিল্যার (কর্মকার) উৎসাহে পড়াশুনা করছেন। 'খড়ার' এঁর শ্বশুরবাড়ী—"শ্রীপতি সদন"।

● **গুপ্তচর** ॥ ইনি গুপ্ত হয়েই থাকতে চান। গুপ্তচর ছদ্মনাম সার্থক।

রাধাকান্ত দাস ॥ বি, এ, অনার্স, সাহিত্যে নতুন। সাহিত্যিক অজয়নাগের শিষ্য, শিক্ষকতা করছেন। 'মালাবুড়ো'র "আধুনিক প্রেমের কবিতা" সংকলনে এঁর কবিতা আছে।

● **রাজা রণজিত কিশোর সিংহসাহস রায় (ভক্তিশাস্ত্রী-গোস্বামী) F. R. A. S. London, F. A. G. S. New York শ্রীযুক্তা পুষ্পরাণী সিংহসাহস রায় (ভক্তিভারতী** ॥ এঁদের ঠিকানা ও নিবাস : পোঃ রামগড় (রাজবাড়ী) মেদিনীপুর। ৫০০ বৎসরের প্রাচীন রামগড় রাজবংশে রাজার জন্ম। উলুবেড়িয়ার নিকট কৈজুড়ি গ্রামের রায় পরিবার এঁর শ্বশুরবাড়ী। রণজিতবাবুর পিতা কুমার ৺বীরেন্দ্র কিশোর সাহিত্যশ্রী। ইনি মেদিনীপুরে একমাত্র ও লক্ষাধিক মূল্যের অট্টালিকাসহ দুই বিঘা জমি মাতার নামে কৈবল্যদায়িনী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারত বর্ষীয় বিদ্যুৎ সম্মেলনে তিনি মহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। .বদ ও বৈষ্ণবদর্শন—উভয়শাস্ত্রে

'তীর্থ' ও 'শাস্ত্রী' ছাড়াও বিবিধ উপাধি লাভ করেন। এঁরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও স্বদেশে বিশুদ্ধাভক্তির (বৈষ্ণব ধর্ম) প্রসার করে নিঃ ভাঃ) গৌড়ীয় - বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র "মাধুকরী" পুষ্পদেবীর সম্পাদনায় প্রকাশ করছেন। রাণীমা পুষ্পদেবী বৈষ্ণব-ধর্ম প্রাণা দেবী স্বরূপা। রাজকুমারী (দুলালী সিংহ-সাহস রায়) ফুল কুসুম-কোমলা স্নিগ্ধ, এখন ছাত্রী, সংগীত-নৃত্যানুরাগিনী।

● **সুধীর রায়** ॥ কবিতা একটি স্বপ্রাণ ছবি, পিতা –শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, চাঁদপুর, বয়স-২২। বর্তমানে 'ভাঙাগড়া' কলকাতা নিবাসী।

● **শ্রীরামেশ্বর চক্রবর্তী** ॥ নিবাস : চাঁপাতলা (সুন্দরবন) পোঃ বামনখালী (২৪ পঃ)। জন্ম : ১৩৬২। বাল্য থেকেই লিখছেন। ছদ্মনাম "ময়ূখ"। শিক্ষকতা করছেন।

● **অরবিন্দকুমার দে** ॥ জন্ম : দামোদর, খুলনা (পূঃ পাকিস্তান), ১৯৮৬ খৃঃ। বাণিজ্য বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র, অসংখ্য পত্রিকার লেখক।

● **রবি গুপ্ত** ॥ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডীচেরী-২তে থাকেন। বিদ্যোৎসাহী ও খ্যাতনামা। শ্রীমার পবিত্র স্নেহচ্ছায়ায় আছেন।

● **শ্রীমতী করুণাকণা দাস** ॥ "...পরিচয় ও কবিতা পাঠের সুযোগে জেনেছি, ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডি ও নিরবচ্ছিন্ন "স্যাডেষ্ট থট"—ই এঁর কবিতার উৎস। এবং সেজন্যই এর কবিতা "সুইটেষ্ট" পর্যায়ের, স্বতন্ত্র আবেদন মণ্ডিত ও সম্ভাবনাময়। নিবাস : বৈকুণ্ঠপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। ·"

● **সু-মো-দে** ॥ মেদিনীপুর শহরে 'দেবেন্দ্র আলয়' এর নিবাস। বাংলা জোড়া নাম, পুরোনাম সুরেন্দ্রমোহন দে।

● **শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা 'শরদ'** ॥ হিন্দী বিভাগের (The World

Jnana Sadhak Society) অবৈতনিক সম্পাদক, সাহিত্য ভারতী বিদ্যাবিশারদ উপাধিযুক্ত। ঠিকানা : দিন বাজার পোঃ ও জেঃ জলপাইগুড়ি।

● জগন্নাথ বিশ্বাস ॥ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স রোভার্স ক্লাবের সেক্রেটারী। গ্রা: ও পোঃ আলিপুর দুয়ার (জলপাইগুড়ি)।

● তারাপদ মিশ্র ॥ জন্ম : ১৩২৬ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে, শিক্ষকতার পর এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। 'অভিনব' সম্পাদকের পিতৃব্য।

● কৃষ্ণা গুহ ॥ জন্ম : কোচবিহার, ১৯৫২। সুনীতি একাডেমীর ছাত্রী, পিতা শ্রীসুখেন্দুশেখর গুহ।

● রঞ্জিতকুমার প্রধান ॥ জন্ম : মেদিনীপুর। সাহিত্য সৃষ্টির পথে সকলের আন্তরিকতাই এর কাম্য।

● হরেরাম পাঁজা ॥ নিবাস : প্রতাপপুর (ঘাটাল) মেদিনীপুর। গ্রাজুয়েট, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে কর্মরত। সাহিত্যে নবাগত।

● গোপালচন্দ্র মিশ্র ॥ 'অভিনব' সংকলনের সম্পাদক, বর্তমান বয়স মাত্র ২৩, সদালাপী ও অত্যন্ত বিনয়ী। স্থানীয় কতিপয় বুদ্ধিজীবি শ্রীমিশ্রের 'অভিনব' প্রচেষ্টাকে দুঃসাহস, অদূরদর্শিতা, নিবুদ্ধিতা, ছেলে মানুষী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, আড়ালে হেসেছেনও। আমি শ্রীমিশ্রের সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিত ও 'অভিনব' প্রচেষ্টায় জড়িত হয়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি এবং মুক্তকণ্ঠে এঁর উদ্যম, সহনশীলতা ও প্রতিভার প্রশংসা না করে পারছি না। 'অভিনব' একে দিয়েছে কঠিন কঠোর অক্ষয় অভিজ্ঞতা, বাঙালী কবি, সাহিত্যিক, সংকলকদের পরিণাম দুর্দশা কিরূপ হতে পারে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। অল্প বয়স থেকে ভারতের

বিভিন্ন স্থান ভ্রমণকালে জওহরলাল নেহেরু, লালবাহাদুর, ইন্দিরা গান্ধী, বিজু পট্টনায়ক, পদ্মজা নাইডু, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতা স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও চিত্রতারকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের শুভেচ্ছাসহ প্রশংসা অর্জন করেন। চীনের ভারত আক্রমণ কালে ইনি নিজ শরীরের রক্তে ২০ লাইন একটি কবিতা লিখে পদ্মজা নাইডুর হাতে অর্পন ক'রে দেশরক্ষায় নিজের বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। হেমচন্দ্র সাহিত্য মন্দির থেকে ১৩৭৮ সালে 'কাব্যচূড়ামণি' ও 'সাহিত্য-বিশারদ' উপাধিপ্রাপ্ত ও ১৯৬১ সালে ১ম পুরস্কারসহ "ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন" হন। অধুনালুপ্ত 'নতুন আলো'র সম্পাদক। সাংবাদিক ও বর্তমানে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র। শ্রীমিশ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের একান্ত কাম্য। শ্রীবিবেক কামিল্যা।

সমাপ্ত